পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 120 Wednesday, 1 April, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১২০ সংখ্যা ❋ ১৭ চৈত্র ১৪৩২, বুধবার, ১ এপ্রিল ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

ভবানীপুরে শুভেন্দুর মনোনয়নে শাহ!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৩১ মার্চঃ ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারীকে যে প্রার্থী করতে পারে বিজেপি সেই খবর আগেই প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির থেকে সবুজ সংকেত নিয়ে সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অমিত শাহ-নিতিন নবীনরা। সেই ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন পেশ করার কর্মসূচিতেও উপস্থিত থাকতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কোনও কাজ যদি এসে না পড়ে পরশু অর্থাৎ বৃহস্পতিবার শুভেন্দু মনোনয়ন পেশের সময়ে থাকবেন তিনি। বিজেপি সূত্রে বলা হচ্ছে, এ ব্যাপারে মঙ্গলবার দিল্লি থেকে ইতিবাচক ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারী মনোনয়ন পেশ করার আগে হাজরা মোড়ে জনসভা করতে পারেন অমিত শাহ। তার পর সেখান থেকে এক কিলোমিটার রোড শো করে সার্ভে বিল্ডিংয়ের আগে পর্যন্ত যাবেন। শেষে ২০০ মিটার যাবেন হেঁটে। নন্দগ্রাম বিধানসভায় প্রার্থী হওয়ার জন্য সোমবার মনোনয়ন পেশ করেছেন শুভেন্দু। সেই সময়ে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের প্রবীণ মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ও দিলীপ ঘোষ। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, ভবানীপুরে শুভেন্দুর মনোনয়নে অমিত শাহ যদি সত্যিই উপস্থিত থাকেন, তা হলে হয়ে উঠতে পারে বহু অর্থে প্রতীকী। প্রথমত, এতে শুভেন্দুর প্রতি অমিত শাহ-নন্দ্রে মোদির আস্থা বোঝাবে। দুই, বিজেপি এই বার্তাও এর মাধ্যমে দিতে চাইবে যে ভবানীপুরের লড়াইয়ে তাঁরা সিরিয়াস। অর্থাৎ গোটা বাংলাতেই এবার তাঁরা আগের থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। বাংলায় রাজনীতি সচেতন একটা বড় অংশের মানুষের ধারণা ছিল যে, বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে বোঝাপড়া রয়েছে বা 'সেটিং' রয়েছে। বিভিন্ন ঘটনাকে সামনে রেখে সেই তত্ত্ব ভারী পাথরের মতো বসে গেছিল অনেকের মনে। সূত্রের খবর, এবার ভোটের আগে শুভেন্দুও দলের নেতাদের বুঝিয়েছেন যে, সেই ধারণা দু'ভাবে ভাঙতে পারে। তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় এজেন্সি যদি তৎপরতা শুরু করে। দ্বিতীয় রাস্তা হতে পারে, ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ জানানো। সে ক্ষেত্রে তিনি প্রার্থী হতে প্রস্তুত। বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে বিজেপির দ্বিতীয় প্রস্তাব পছন্দসই হয়েছে। কারণ, দলের অনেক কেন্দ্রীয় নেতা মনে করেন, ঝাড়খণ্ড নির্বাচনের আগে ইডি যেভাবে হেমন্ত সোরেনকে গ্রেফতার করেছিল, তা ভাল বার্তা দেয়নি। উল্টে হেমন্ত সহানুভূতি পেয়ে যায়। তাই রাজনৈতিক ভাবে লড়াই করে হারানোর চেষ্টা করাটাই বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে।

নালন্দার শীতলা মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত ৮

সংবাদ সংস্থা, নালন্দা, ৩১ মার্চঃ বিহারের নালন্দা জেলায় এক মর্মান্তিক ঘটনায় আটজন প্রাণ হারিয়েছেন। স্থানীয় শীতলা মন্দিরে হঠাৎই পুণ্যার্থীদের মধ্যে পুজো দেওয়াকে কেন্দ্র করে ঠেলাঠেলি শুরু হয়। এই সময় পদপিষ্ট হয়ে আটজন মহিলার ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। ১২ জন পুণ্যার্থী গুরুতর জখম হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি মঙ্গলবার শীতলা মায়ের মন্দিরে পূজা-অর্চনার জন্য ভক্তদের বিশাল সমাগম ঘটে। চৈত্র মাসের শেষ মঙ্গলবার হওয়ায় ভক্তদের ভিড় ছিল অত্যন্ত বেশি। মন্দিরের প্রাঙ্গণেই হঠাৎ করে পদদলিত হওয়ার ঘটনাটি ঘটে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। বিশৃঙ্খলার মধ্যে ভিড়ের চাপে পিষ্ট হয়ে বেশ কয়েকজন নারী গুরুতর আহত হন। তাঁদের মধ্যে আটজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান মৃতের সংখ্যা বাড়বে। আহতদের কয়েকজনকে পার্টনায় অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সাইন্সেসে ভর্তি করানোর চেষ্টা চলছে। এই মঙ্গলবার যে অন্যান্য সপ্তাহের তুলনায় অনেক বেশি ভিড় হবে তা জানাই ছিল। উপস্থিত পুলিশ ভিড় সামাল দিতে পারেনি। তার ফলে একপর্যায়ে পুরো হুড়োহুড়ি থেকে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে।

'বালুরঘাটের মানুষের থেকে ভালো ডবল ইঞ্জিনের স্বাদ কেউ পায়নি...'

সাংসদ সুকান্তকে কটাক্ষ অভিষেকের, ছুড়লেন চ্যালেঞ্জও

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ৩১ মার্চঃ বালুরঘাটের পদ্মের বদলে জোড়াফুল ফোটানোর লক্ষ্যে বড় ঘোষণা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল প্রার্থী অর্পিতা ঘোষকে জেতালে জেলাবাসীর বড় দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। অভিষেকের কথায়, বাংলার উন্নয়নের জোয়ার যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তার জন্য বালুরঘাটেও তৃণমূলের জেতা দরকার। একইসঙ্গে বালুরঘাটে 'ডবল ইঞ্জিন সরকার' থাকা সত্ত্বেও কোনও কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা এখানের মানুষ পেয়েছেন - জানতে চাইলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ

সম্পাদক। পরিসংখ্যান পেশ করে সরাসরি বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ও প্রধানমন্ত্রীর নাম করে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের। ২১ হোক বা ২৪ বালুরঘাটে বিজেপির বিজয়রথ রুখতে পারেনি তৃণমূল। ২৬-এ সেই ফল বদলাতে উত্তর নিয়ে বাড়তি মনোযোগী তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। মঙ্গলবার বালুরঘাটে নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চ থেকে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, ''ডবল ইঞ্জিন সরকারের সবথেকে বড় ভুক্তভোগী বালুরঘাট। এর থেকে বেশি কেউ ডবল ইঞ্জিনের স্বাদ পায়নি। পাঁচ বছরেরও বেশি এখানকার সাংসদ বিজেপির। বিধায়কও বিজেপির। তবু ১০ পয়সার বাড়তি কোনও অনুদান আনেনি। পথশ্রীতে কত রাস্তা বানানো হয়েছে দেখুন, আর ওদের বলুন রিপোর্ট কার্ড আনতে। সাতবছর থেকেও কোনও কাজ করেননি বিজেপি সাংসদ।'' এখানেই শেষ নয়, সরাসরি কেন্দ্র সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে তৃণমূল সাংসদ বলেন, ''আমাদের সরকার বালুরঘাটে কী করেছে আর সুকান্তবাবুর মোদি সরকার কী করেছে এসে দেখাক। যুবসাথীতে তপনের মানুষ যেমন সুযোগ পেয়েছে, তেমনি বালুরঘাটের মানুষও সুযোগ পেয়েছে।'' এমনকী বিজেপির হয়ে প্রচারে এসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন সাংসদ সুকান্ত মজুমদার, তার জবাবে অভিষেক বলেন, ''সুকান্ত মজুমদার দাবি করেছেন ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা নাকি বাড়াবে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে সব রাজ্যে এখন বিজেপি সরকার আছে, সেখানে কোনও এক জায়গায় এই প্রকল্প বাস্তাবায়িত করে দেখাক। যেখানে একই পরিবারের সব মহিলারাই এই টাকা পাবেন। ক্যামেরার সামনে বলে যাচ্ছি, তা করে দেখাতে পারলে তৃণমূলের হয়ে ভোট চাইতে আসব না। আমরা তো করে দেখিয়েছি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সবাই পান। মুখ্যমন্ত্রী বাজেটে যুবসাথী ঘোষণা করেছিলেন। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ১৫ দিনের মধ্যেই সেই টাকা আবেদনকারীর অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গিয়েছে।' বালুরঘাটে বিজেপির জয়ের পরম্পরা শুরুর আগের কথা মনে করিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দাবি করেন বালুরঘাটের উন্নয়ন ধীর হয়ে গিয়েছে। বর্তমান সাংসদ নিজের লোকসভা কেন্দ্রের মানুষের জন্যে কিছুই করেন না বলে দাবি করেন তিনি। অভিষেকের কথায়, বিজেপি আসলে বাংলার কোনও উন্নতি চায় না। তিনি বলেন, ''জনবিরোধী' সরকার বিজেপি। এসআইআর-এর নামে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বাংলার মানুষ যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারে সেই চেষ্টা করছে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ভোটার ঢোকাচ্ছে। কাল কমিশনে গিয়ে অভিযোগ জানাই। আজও জানতে পারলাম বিহার থেকে মেদিনীপুরে লোক ঢোকাচ্ছে। ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ করে দিচ্ছে বিজেপি।'' এখানেই শেষ নয়, অভিষেকের দাবি, ''উত্তরপ্রদেশ, বিহার থেকে ভোটার এনে বাংলায় পরিবর্তন করতে চাইছে। কৃষ্টি-সংস্কৃতি বদলে দিতে চাইছে। বাংলার টাকা আটকে রেখেছে। মোদিজি বাংলায় ইতিবাচক পরিবর্তন চায় না। যদি তাই চাইত তা হলে বাংলার সব টাকা ছেড়ে দিক, আমি কথা দিচ্ছি তৃণমূল ২৯১ আসনেই প্রার্থী প্রত্যাহার করবে। যদি সুকান্ত মজুমদার প্রমাণ করতে পারেন, যে গত পাঁচ বছরে আবাসে পাঁচ পয়সাও দিয়েছে, আমি রাজনীতির আঙিনায় পা রাখব না।'' বালুরঘাটবাসীর কাছে অর্পিতা ঘোষকে জেতানোর আর্জি জানিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক একটি বিশেষ প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী বালুরঘাটে জোড়াফুল ফুটলে জেলাবাসীদের দাবি মেনে হাসপাতালকে মেডিক্যাল কলেজে উন্নীত করা হবে। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ''এখানে যদি বিজেপি আবার জেতে, তা হলে একটা ১০ পয়সার আলো লাগাতে গেলেও বিজেপি প্রতিনিধিকে দিল্লি থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে হবে। এ বার বালুরঘাটের মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হতে তাঁরা কী চায়।''

বৃষ্টির সুখ শেষ! এই মাসেই গরম নিয়ে খারাপ দিল হাওয়া অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ মার্চঃ দফায়-দফায় বৃষ্টি হয়েছে। বিগত তিনটে সপ্তাহ লাগাতার বৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ছিল ভার। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়েছে। বেশি বৃষ্টি হয়েছে জেলায়-জেলায়। তবে, বৃষ্টি সুখ এই শেষ। কারণ এরপর ফের গরমের দাপট বাড়বে। শুধু দাপট নয়, চলতি মাসেই হানা দিতে পারে তাপপ্রবাহ। আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, এপ্রিলে মূলত পশ্চিমাঞ্চলেই বেশি গরমের দাপট থাকবে। মে মাসেও দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের আশঙ্কা থাকছে। গ্রীষ্ম নিয়ে দ্বিতীয় দফার আভাস মৌসম ভবনের। এপ্রিলের শুরুতেই সাময়িক দাপট বাড়বে গরমের। এ দিকে, মঙ্গলবার আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে গোটা বাংলা জুড়ে। এদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে কোথাও-কোথাও। সকাল থেকেই বজ্রগর্ভ মেঘের আনাগোনা চলছে। দক্ষিণবঙ্গের ৭ জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শুধু বৃষ্টি নয়। ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিমি বেগে দমকা বাতাস বইতে পারে জায়গায় জায়গায়।

'তৃণমূল এখন সমুদ্র, কিছু করতে পারবে না' । মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দ্রকোণা, ৩১ মার্চঃ চন্দ্রকোণার ক্ষীরপাইয়ের চড়কডাঙ্গা থেকে ফের একবার বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদিনের সভা থেকে আলুচাষীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, ''আলুচাষিদের ক্ষতি হলে সরকার পাশে থাকবে। আলু নিয়ে বিজেপি রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।'' এদিন ফের একবার এসআইআর নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, ''ভোটের তিনমাস আগে থেকে মানুষের নাম বাদ দেওয়া চলছে। অনেক সাধুদের নামও বাদ দেওয়া হচ্ছে। সকলকে নিয়েই রাজনীতি করছে বিজেপি। তবে এতকিছু করে কিছু লাভ হবে না। মানুষ নির্বাচনের পর বিজেপিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তৃণমূল এখন সমুদ্র, কিছু করতে পারবে না। এক একটা ঢেউয়ে আছড়ে দেবে।'' এদিনের সভা থেকে তিনি ফের একবার বিজেপিকে দিল্লি থেকে উখাতের ডাক দেন। তিনি বলেন, ''বিজেপির বুদ্ধিনাশ হয়েছে। তাই সাধারণ মানুষকে ভুগিয়ে মারছে তারা। তবে নির্বাচনের পর মানুষের কাছ থেকে বিজেপির ছবি হারিয়ে যাবে। আগামীদিনে টার্গেট দিল্লি। সেখান থেকে বিজেপিকে সরিয়ে ফেলতে

হবে। বাংলার মানুষ কী খাবে সেটাও যদি বিজেপি ঠিক করে দেয় তাহলে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা বলে কিছুই থাকবে না। এমন দলকে কেউ যেন একটি ভোটও না দেয়।'' এসআইআর বিচারের দিকটি তুলে ধরে এদিন তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, ''এখন বিজেপি এসআইআর করছে। এরপর করবে এনআরসি। সঠিক বিচারের জন্য সর্বত্র গিয়েছি। আগামীদিনেও যাব। যাদের নাম চক্রান্ত করে বাদ দেওয়া হয়েছে তারা যেন দ্রুত নিজেদের নাম তোলেন। যদি এবিষয়ে কোনও সহায়তা দরকার হয় তাহলে স্থানীয় তৃণমূল পার্টি অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করুন। সেখান থেকে বিনা পয়সায় আইনি সহায়তা দেওয়া হবে।'' মমতা বলেন, ''এত লোকের নাম বাদ গিয়েছে। সেই নামগুলো এখনও তোলা হল না। আর নতুন করে বিহার, রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ থেকে নাম এনে ঢোকাচ্ছে। বাংলাকেও ট্রেনে করে নিয়ে এসে ভোট দেওয়ানোর চেষ্টা করছে।'' একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, ''লক্ষ্য রাখুন কোথায় কী হচ্ছে। আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি বস্তা বস্তা কাগজ জমা পড়েছে। কালকেও নির্বাচন কমিশনে ৩০ হাজার নাম জমা দিয়েছে। তারা বাংলার কেউ নয়। কেন দিয়েছে? কারণ ওরা বাংলাকে বধ করতে চায়।'' এদিন ঘাটাল প্ল্যান নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্র সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ''ঘাটার মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কোনও সহায়তা করেনি। তবে রাজ্য সরকার কাজ শুরু করে দিয়েছে। এই কাজে দেড় হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দ্রুত কাজ শেষ করা হলে সবার সুবিধা হবে।'' যেভাবে রাজ্যে দুয়ারে সরকার প্রকল্প সফল হয়েছে সেভাবেই এবার দুয়ারে স্বাস্থ্যও সফল হবে বলে এদিন দাবি করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে এবার দুদফায় নির্বাচন হবে। ইতিমধ্যে প্রচারে ঝড় তুলেছেন রাজ্যের শাসকদল থেকে শুরু করে বিরোধী সকলেই। তাই এবার জমে উঠেছে নির্বাচনের লড়াই।

ফোন-লোকেশন ট্র্যাক করা হচ্ছে! পুলিশ কর্তাদের নাম তুলে কমিশনে অভিযোগ শুভেন্দুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ মার্চঃ বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজ্যের প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হচ্ছে। এবার সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করল বিজেপি। মঙ্গলবার রাজ্যের সিইও দফতরে গিয়ে শমীক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করলেন, তাঁদের ফোন-লোকেশন ট্র্যাক করা হচ্ছে। শুভেন্দুর অভিযোগ, শুধু তিনি বা শীর্ষ নেতৃত্বই নন, দলীয় মণ্ডল স্তরের নেতাদের ফোনের অবস্থানও নিয়মিতভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। নির্দিষ্টভাবে কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিকের নামও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর দাবি, এসটিএফ-এর জাভেদ শামিম এবং আইবি-র বিনীত গোয়েল এই নজরদারির সঙ্গে যুক্ত। শুভেন্দুর কথায়, ''আমাদের কাছে পাল্টা তথ্যপ্রমাণ রয়েছে, যেখান থেকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে, আমাদের ফোনের অবস্থান নজরে রাখা হচ্ছে।'' এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন জানায় বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁদের আর্জি, দ্রুত সম্ভব সিআইডি, এসটিএফ, আইবি এবং ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটিতে হস্তক্ষেপ করুক কমিশন। শুধু নজরদারির অভিযোগেই থেমে থাকেননি শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর আরও দাবি, নির্বাচন কমিশন থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তার সব ক্ষেত্রে যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে না। প্রশাসনের একাংশ সেই নির্দেশ অমান্য করছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। বিশেষ করে নিরাপত্তা বিভাগের শীর্ষ আধিকারিক মনোজ ভার্মার বিরুদ্ধে সরাসরি আঙুল তোলেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, সাধারণ মানুষের অসুবিধা সত্ত্বেও

রাজ্যের শাসক দল এবং মুখ্যমন্ত্রীর জন্য আগের মতোই সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, এর ফলে সাধারণ নাগরিকদের চলাচলে বাধা তৈরি হচ্ছে, অথচ শাসক দলের ক্ষেত্রে কোনও বিধিনিষেধ কার্যকর করা হচ্ছে না। এছাড়াও জেলার স্তরেও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ সামনে এনেছেন বিজেপি নেতা। জঙ্গিপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারদের বিরুদ্ধেও কমিশনের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেছেন তিনি। ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারে নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হয়েছে বিজেপির তরফে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মহিলাদের উস্কানি দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি চান বাংলায় অশান্তি শুরু হোক। একই সঙ্গে, তাঁর মন্তব্য ভোট-পরবর্তী হিংসারও ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে বিজেপি। এই নিয়েই কমিশনে জানানো হয়েছে বলে সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু বলেন, ''বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের সরাসরি খুনের হুমকি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেয়ারটেকার হলেও এখনও তিনি এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর হাতে পুলিশ দফতর রয়েছে। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।'' কমিশনকে কার্যত নিশানা করে শুভেন্দুর সংযোজন, ''আগে দেখা গেছে, বিজেপি নেতাদের বক্তব্য বিকৃত করে তৃণমূল অভিযোগ করলেই কমিশন ব্যবস্থা নিত। প্রার্থীদের প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হত। কিন্তু মমতার ক্ষেত্রে কিছুই করা হচ্ছে না।'' ঘটনার সূত্রপাত উত্তরবঙ্গের ময়নাগুড়িতে তৃণমূল নেত্রীর এক নির্বাচনী সভা থেকে। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'পোস্টার লাগিয়ে বলতে হবে আমি বিজেপি করি না...'। এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই তা নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় বিজেপি। তাঁদের দাবি, এই ধরনের বক্তব্য সরাসরি রাজনৈতিক হিংসার ইঙ্গিত বহন করে।

বাইরের ভোটার এনে 'জালিয়াতি', প্রতিবাদে সিইও অফিসের সামনে ধর্নায় তৃণমূল, নামল কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ মার্চঃ ফর্ম-৬ ফিলআপ করিয়ে বাইরের ভোটারদের বাংলায় ঢোকানো হচ্ছে। সোমবার সেই অভিযোগ তুলে সিইও অফিসে গিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সময় শিপিং কর্পোরেশন অফিসের সামনে ভিড় জমিয়েছিলেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনেও সিইও অফিসের সামনে নতুন করে ধর্নায় বসলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকেরা। অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আজও বিপুল পরিমাণে 'ফর্ম ৬' বা নতুন ভোটার হওয়ার আবেদনপত্র জমা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সংঘাতের আবহে সিইও অফিসের নিরাপত্তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয় ফর্ম-৬। এই ফর্মটি প্রধানত দুই শ্রেণির আবেদনকারী ব্যবহার করেন। এক, যাঁরা প্রথম বারের মতো ভোটার হওয়ার জন্য আবেদন করছেন। দুই, যাঁরা এক সংসদীয় বা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে অন্যটিতে বাসস্থান পরিবর্তন করছেন। বয়স এবং বাসস্থানের প্রমাণস্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র-সহ এই ফর্মটি পূরণ করে জমা দেওয়া ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করার জন্য একটি বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ। অভিষেক দাবি করেন, সেই ফর্ম নিয়ে সরাসরি সিইও দফতরে গিয়েছিলেন বিজেপির কিছু লোক। তৃণমূল শিবিরের দাবি, তাঁদের কাছে স্পষ্ট 'ভিডিও প্রমাণ' রয়েছে যে বিজেপি নেতৃত্ব আজও নিয়মবহির্ভূতভাবে বস্তাভর্তি ফর্ম জমা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তাঁদের অভিযোগ, গতকালের মতো আজও ভিনরাজ্যের বাসিন্দাদের বাংলার ভোটার তালিকায় ঢোকানোর যে প্রচেষ্টা চলছিল, হাতেনাতে তার প্রমাণ মিলেছে। এই 'জালিয়াতি' রুখতে এবং স্বচ্ছতার দাবিতেই ফের ধরণার পথ বেছে নিয়েছে শাসকদল। টানা বিক্ষোভ ও ধস্তাধস্তির আশঙ্কায় মঙ্গলবার সিইও দফতরের সামনে নিরাপত্তার বলয় আরও মজবুত করা হয়েছে। শিপিং কর্পোরেশনের মূল প্রবেশপথের সামনে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী। সূত্রের খবর, বারবার তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভ ও 'অশান্ত' আচরণের জেরে কমিশন আর কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ। আন্দোলনকারীদের আটকাতে রাস্তার ওপর বসানো হয়েছে কড়া ব্যারিকেড। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

রাখতে সিসিটিভি এবং ড্রোন-নজরদারি চালানো হচ্ছে বলেও খবর। স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের কাজে ব্যাঘাত ঘটানো বা আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিনের বিক্ষোভে শামিল হন তৃণমূলপন্থী বিএলওরা। ঘটনাস্থলে জমায়েত করেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। দু'পক্ষের জমায়েতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। সোশাল মিডিয়ায় ফর্ম ৬ জমা দেওয়ার ভিডিও পোস্ট করে বিরোধিতায় সোচ্চার হয়েছে তৃণমূল। লেখা হয়েছে, 'বিজেপি প্রথমে আপনার নাম মুছে দিচ্ছে। তারপর সেখানে অন্য লোকের নাম তুলছে। যারা বিজেপির হয়ে ভোট করবে। এটাই ওদের পরিবর্তন।' অন্যদিকে রাজ্যের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আবারও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, এক গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলার ভোটার তালিকায় 'বহিরাগত'দের নাম ঢোকানোর চেষ্টা চলছে এবং তাতে মদত দিচ্ছে বিজেপি। এই প্রক্রিয়ায় জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও কড়া অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। মঙ্গলবার পাঠানো এই চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন যে, 'এসআইআর' বা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নামে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। এমনকি এই প্রক্রিয়ায় ২০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলেও ফের একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, তিনি অভিযোগ করেছেন, বিজেপি এজেন্টরা সুকৌশলে কয়েক হাজার 'ফর্ম ৬' (নতুন ভোটার হওয়ার আবেদন) জমা দিচ্ছে। আমাদের কাছে খবর আছে, যাঁরা বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা নন, এমন বহু মানুষের নাম তালিকায় ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে। বিহার, হরিয়ানা বা মহারাষ্ট্রের মতো বাংলাতেও একই ছক কষা হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। মঙ্গলবার চন্দ্রকোনার নির্বাচনী জনসভা থেকেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ইস্যু নিয়ে সুর চড়িয়েছিলেন। মমতা তাঁর চিঠিতে সুপ্রিম কোর্টের ২০ ফেব্রুয়ারির একটি নির্দেশের কথাও উল্লেখ করে জানান, ভোটার তালিকা সংশোধন বা নাম তোলার বিষয়টি বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের মাধ্যমে হওয়া উচিত। তাঁর দাবি, যেখানে প্রায় ৬০ লক্ষ আবেদন ঝুলে রয়েছে, সেখানে কমিশনের আধিকারিকদের মাধ্যমে নতুন করে ৩০ হাজার আবেদন গ্রহণ করা সম্পূর্ণ 'বেআইনি' এবং আদালতের অবমাননা। তৃণমূল নেত্রীর দাবি, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর নতুন করে কোনও আবেদন গ্রহণ করা উচিত নয়। কিন্তু কমিশন '২৭ মার্চ' একটি মেমো জারি করে নাম তোলার সময়সীমা বাড়িয়েছে, যা প্রকারান্তরে বিজেপি প্রার্থী ও বহিরাগতদের সুবিধা করে দেবে। মমতা স্পষ্ট জানিয়েছেন, ভারতীয় সংবিধানের ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশন কাজ করলেও, তা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরিপন্থী হওয়া উচিত নয়। চিঠির শেষে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনারকে অনুরোধ করেছেন, যাতে অবিলম্বে এই 'বেআইনি' প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করা হয় এবং বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করা হয়। তাঁর দাবি, কমিশনের নিরপেক্ষ থেকে জনমানসে স্বচ্ছতার বার্তা দেওয়া উচিত।

একের পর এক ভয়ঙ্কর হামলা ইরানের, প্রাণ গেল ৮ ভারতীয়র

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চঃ পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের মেঘ কাটার সম্ভাবনা এখনই নেই। ট্রাম্প সম্প্রতি দাবি করেছেন, সংঘর্ষ চলবে অন্তত ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ। এদিকে, যুদ্ধের জেরে প্রাণ হারাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। সংঘর্ষের বলি হচ্ছেন ভারতীয়রাও। ইরান-আমেরিকার সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত কত ভারতীয় মৃত্যু হয়েছে, জানিয়ে দিল বিদেশমন্ত্রক। বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, পশ্চিম এশিয়ার সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত আটজন ভারতীয় নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। একজন এখনও নিখোঁজ। নয়াদিল্লিতে এক বৈঠকে বিদেশমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব (উপসাগরীয় অঞ্চল) অসীম আর মহাজন বলেন, ''খুবই দুর্ভাগ্যজনক। রবিবার কুয়েতে একটি হামলায় এক ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে।'' তবে, কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেননি তিনি। তিনি আরও বলেন, ''আমরা মৃতের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। কুয়েতে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্যে দ্রুত মৃতদেহ দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'' এর আগে ২০ মার্চ অসীম আর মহাজন জানিয়েছিলেন, ছয়জন ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন নিখোঁজ রয়েছেন। এবার সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে আট। সৌদি আরবে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, ১৮ মার্চ রিয়াধে এক ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ যাত্রী ভারতে ফিরে এসেছেন। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র, রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ''আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। একই সঙ্গে সংযত হওয়ার এবং আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমাধানের উপর জোর দিচ্ছি।'' তিনি আরও জানান, ২৮ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ বিন সলমনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। দুই নেতার মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। সমুদ্রপথে অবাধ চলাচল নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। একইসঙ্গে হামলার কড়া নিন্দা করেন তিনি।

সম্রাট সম্প্রতি অহিংসা ও সত্যের বিস্তার করেঃপ্রধানমন্ত্রী

গান্ধীনগর, ৩১ মার্চঃভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিকতার ধারাকে নতুনভাবে তুলে ধরতে গুজরাটের গান্ধীনগরের উদ্বোধন হল 'সম্প্রতি মিউজিয়াম'। মঙ্গলবার সকালে মহাবীর জৈন আরাধনা কেন্দ্রের কোবা তীর্থে এই জাদুঘরের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী Narendra Modi। উদ্বোধনের পর তিনি জাদুঘরের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন এবং সেখানে সংরক্ষিত ঐতিহাসিক নিদর্শন ও উপস্থাপনার প্রশংসা করেন।মৌর্য বংশের এক গুরুত্বপূর্ণ শাসক সম্রাট সম্প্রতির নামানুসারে এই জাদুঘরের নামকরণ করা হয়েছে। ইতিহাসে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত অহিংসা, সত্য এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রচারের জন্য। সম্রাট অশোকের নাতি হিসেবে তাঁর পরিচিতি থাকলেও, নিজস্ব আদর্শ ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি এক স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। এই জাদুঘরে জৈন ধর্মের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, দর্শন এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের নানা দিক আধুনিক উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, সম্রাট সম্প্রতি এমন এক সময় শাসন করতেন যখন অধিকাংশ রাজা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র ও শক্তির উপর নির্ভর করতেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছিলেন। অহিংসা ও সত্যের আদর্শকে সামনে রেখে তিনি সমাজে শান্তি ও নৈতিকতার বার্তা ছড়িয়ে দেন। প্রধানমন্ত্রীর মতে, এই মূল্যবোধ আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং ভারতীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে

গুজরাটের গান্ধীনগরে সম্রাট সম্প্রতি সংগ্রহশালার উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে গান্ধীনগরে মহাবীর জৈন আরাধনা কেন্দ্র ক্যাম্পাসের কোবা তীর্থে সম্রাট সম্প্রতি সংগ্রহশালার উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। উদ্বোধনের পর এই সংগ্রহশালা ঘুরেও দেখেন তিনি।অশোকের নাতি সম্রাট সম্প্রতির নামানুসারে, জাদুঘরে জৈন ধর্মের সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিক তুলে ধরা হয়েছে। এদিন গান্ধীনগরের কোবা তীর্থে মৌর্য বংশের সম্রাট সম্প্রতি-র নামে উৎসর্গীকৃত এই নতুন যাদুঘর-'সম্রাট সম্প্রতি মিউজিয়াম' উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

চলেছে।তিনি আরও বলেন, 'সম্রাট সম্প্রতি মিউজিয়াম' শুধু একটি জাদুঘর নয়, এটি ভারতের গৌরবময় অতীতের প্রতিফলন। এই ধরনের উদ্যোগ নতুন প্রজন্মকে তাদের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে এবং তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক গর্ব ও আত্মপরিচয়ের বোধ জাগিয়ে তুলবে। জাদুঘরটির নকশা এবং উপস্থাপনা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে দর্শনার্থীরা সহজেই ভারতের ঐতিহ্যের গভীরে প্রবেশ করতে পারেন।উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত ' ভারত বিরাসত মহোৎসব'-এ অংশগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি জৈন ধর্মের মহান তীর্থঙ্কর Mahavira-এর শিক্ষা ও দর্শনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, মহাবীরের অহিংসা, সত্য এবং আত্মসংযমের শিক্ষা শুধু ধর্মীয় পরিসরেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা মানবসমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত এমন একটি দেশ যেখানে বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের মিলন ঘটেছে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই ভারতের শক্তি নিহিত। জৈন ধর্ম সেই বৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা মানবতার প্রতি সহমর্মিতা এবং প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধার বার্তা দেয়। সম্রাট সম্প্রতির মতো শাসকরা এই মূল্যবোধকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন এবং সমাজে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিলেন। গান্ধীনগরের কোবা তীর্থে অবস্থিত এই নতুন জাদুঘর ইতিমধ্যেই ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং ইতিহাসপ্রেমীদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে নির্মিত প্রদর্শনী, ঐতিহাসিক দলিল এবং শিল্পকর্মের মাধ্যমে এখানে এক অনন্য অভিজ্ঞতা পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। জাদুঘরের প্রতিটি অংশে ভারতীয় ঐতিহ্যের গভীরতা ও বৈচিত্র্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ শুধু পর্যটন ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিহাসকে আকর্ষণীয় করে তুলতে এবং তাদের মধ্যে মূল্যবোধের চর্চা বাড়াতে এই জাদুঘর এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। একইসঙ্গে, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হবে।সব মিলিয়ে, সম্রাট সম্প্রতির নামে উৎসর্গীকৃত এই জাদুঘর উদ্বোধনের মাধ্যমে একদিকে যেমন ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে সম্মান জানানো হল, তেমনই অন্যদিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সেই ঐতিহ্য পৌঁছে দেওয়ার এক নতুন পথও খুলে গেল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যে স্পষ্ট, এই উদ্যোগ কেবল একটি স্থাপনা নির্মাণ নয়, বরং ভারতের আত্মপরিচয়কে আরও সুদৃঢ় করার একটি প্রচেষ্টা।

ত্রিপুরায় ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে পালিত মহাবীর জয়ন্তী

আগরতলা, ৩১ মার্চ ঃ সারা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মঙ্গলবার ত্রিপুরায়ও যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালিত হল মহাবীর জয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে রাজধানী আগরতলায় প্যালেস কম্পাউন্ডস্থিত মহাবীর রিলিজিয়াস ট্রাস্টে আয়োজন করা হয় মূল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের।সকালের প্রথম প্রহর থেকেই মহাবীর রিলিজিয়াস ট্রাস্ট প্রাঙ্গণে ভিড় জমাতে শুরু করেন জৈন ধর্মাবলম্বীরা। ভক্তরা পূজা-অর্চনা, ভজন-কীর্তন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন জৈন ধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীরকে। দিনভর চলে তাঁর জীবন, দর্শন ও উপদেশ নিয়ে আলোচনা ও ধর্মীয় বক্তৃতা।এদিন মহাবীর রিলিজিয়াস ট্রাস্টের আগরতলা শাখার চেয়ারম্যান তরুণ কুমার জৈন জানান, মহাবীর জয়ন্তী জৈন সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এই দিনটি উপলক্ষ্যে ভক্তরা নিজেদের বাড়ি এবং মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা, ভজন-কীর্তন ও ধর্মীয় আলোচনা সভার আয়োজন করেন। তিনি বলেন, ভগবান মহাবীরের

অহিংসা, সত্য, অপরিগ্রহ ও সংযমের বাণী আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।তিনি আরও বলেন, বর্তমান প্রজন্মকে মহাবীরের জীবনদর্শন অনুসরণ করে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া অত্যন্ত জরুরি। সেই লক্ষ্যেই প্রতিবছর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।উল্লেখ্য, মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জৈন সম্প্রদায়ের উদ্যোগে শোভাযাত্রা, ধর্মীয় আলোচনা এবং দান-ধ্যান কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়। উসবমুখর পরিবেশে শান্তি, সহমর্মিতা ও মানবতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপিত হয়।

নির্মলার হাতে উন্মোচিত ৩১টি অঙ্গীকার সংবলিত বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার 'সংকল্পপত্র'

গুয়াহাটি, ৩১ মার্চ ঃবন্যামুক্ত অসম, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, দুই লক্ষ সরকারি চাকরি, অবৈধ দখলকারীদের কবল থেকে ভূমি উদ্ধার, অসমের ভাষা, সংস্কৃতি ও স্বাভিমান রক্ষা করা, গ্রিনফিল্ড শিলিগুড়ি-শিলং-শিলচর এক্সপ্রেসওয়ে, ব্রহ্মপুত্রের তলা দিয়ে গহপুর-নুমলিগড় রোড-কাম-রেল টানেল, গুয়াহাটি রিং রোড, ডিব্রুগড় হয়ে গুয়াহাটি-তিনসুকিয়া এক্সপ্রেসওয়ে, ডিব্রুগড়কে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী ইত্যাদি ৩১টি উন্নয়ন সংক্রান্ত অঙ্গীকার সংবলিত বিজেপির নির্বাচনি ইস্তাহার ' সংকল্পপত্র' প্রকাশ করেছেন দলের সর্বভারতীয় নেত্রী তথা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীছে নির্মলা সীতারমণ।আজ মঙ্গলবার দলের অসম প্রদেশ সদর দফতর অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে প্রদেশ সভাপতি দিলীপ শইকিয়া, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা, অসম বিজেপির নির্বাচন প্রভারি ও সাংসদ বৈজয়ন্তজয় পাণ্ডা, প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক অনুপ বর্মণ, মন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু, মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস, সাংসদ তথা বিজেপির নির্ব্বাচন প্রবন্ধন সমিতির আহ্বায়ক প্রদান বরুয়াকে সঙ্গে নিয়ে দলের নির্বাচনী ইস্তাহার ' সংকল্প প্রকাশ করেছেন দলের সর্বভারতীয় নেত্রী নির্মলা সীতারমণ।

রাশিফল

মেষঃএই দিনটি ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্য অর্জনে আরও আগ্রহী করে তুলবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে ভাল সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে কারণ একে অপরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করতে পারে।

বৃষঃ অবাঞ্ছিত চিন্তায় মন ভরাবেন না। বরং স্থির এবং দুশ্চিন্তামুক্ত থাকুন যাতে মানসিক দৃঢ়তা বাড়ে। যে কোনও জায়গায় বিনিয়োগ করা লোকেরা আজ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। বিতর্ক এবং মুখোমুখি সংঘাত ও অন্যদের মধ্যে অহেতুক দোষ খোঁজা এড়িয়ে চলুন। আজ আপনার হৃদস্পন্দন আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে প্রেমের সঙ্গীতে মেতে উঠবে। উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক কারবার করার সময় আপনার আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

মিথুনঃসৃজনশীলতা এবং যোগাযোগের দিক থেকে এই দিনটি আপনার জন্য খুব ভাল যাবে। আপনার আইডিয়া এবং মতাদর্শেক কারণে অন্যান্যরা আকৃষ্ট হবেন। যার জেরে আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে আরও ভাল সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হবেন।

কর্কট রাশি ঃ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। একদিনের জন্য বাঁচার মানসিকতার ফলে বিনোদনের জন্য খুব বেশি সময় ও অর্থের অপচয় করার প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে। বিবাহের যোগ হবে।

সিংহঃ এখন আপনার ভাবনাগুলি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সময়, যাতে মানুষ আপনার অনুভূতি ও চিন্তাভাবনা বুঝতে পারে। আপনার কর্মক্ষেত্রও উন্মোচিত হচ্ছে। আপনি নতুন কোনও প্রকল্প বা সুযোগের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন, যা আপনাকে আপনার প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ দেবে। পারিবারিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে এবং প্রেমের সম্পর্কে নতুন মধুরতা যোগ হবে।।

কন্যাঃআপনি খুব আবেগপ্রবণ হবেন- সুতরাং আপনি আঘাত পেতে পারেন এমন পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকুন। শুভ দিন হবে আজ।

তুলাঃজাতক জাতিকাদের জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার চিন্তাভাবনা ও আদর্শে এক নতুন স্বচ্ছতা পরিলক্ষিত হবে। শুভদিন

বৃশ্চিকঃ আপনি মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে সামান্য নীচু থাকবেন- একটু বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য আপনার শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। বিবাহের যোগ হবে

ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নতুন সম্ভাবনা ও সুযোগে পরিপূর্ণ থাকবে। সন্তান হতে পারে

মকরঃ মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবে।

কুম্ভঃ এই দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ থাকবে। আপনি আপনার সৃজনশীলতা এবং অনন্য কর্মপন্থার জন্য পরিচিত হবেন।

মীনঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আপনার সন্তানদের কারণে আজ আপনি অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন। শুভদিন হবে

চন্দ্রিকাপ্রসাদ সন্তোখীর আকস্মিক প্রয়াণ, শোকাহত প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সুরিনামের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি চন্দ্রিকাপ্রসাদ সন্তোখীর আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং সুরিনামের জনগণের প্রতি সমবেদনাও জ্ঞাপন করেছেন। মঙ্গলবার এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জানান, আমার বন্ধু এবং সুরিনামের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি চন্দ্রিকাপ্রসাদ সন্তোখী জির আকস্মিক মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও শোকাহত। এটি শুধু সুরিনামের জন্যই নয়, বিশ্বজুড়ে বসবাসকারী ভারতীয় প্রবাসীদের জন্যও এক অপূরণীয় ক্ষতি।প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, তাঁর সঙ্গে আমার বহু সাক্ষাতের কথা আমি সস্নেহে স্মরণ করি। সুরিনামের জন্য তাঁর অক্লান্ত সেবা এবং ভারত-সুরিনাম সম্পর্ক শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা আমাদের আলাপচারিতায় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। সংস্কৃতে শপথ গ্রহণ করে তিনি বহু মানুষের মন জয় করেছিলেন। এই শোকের মুহূর্তে আমি তাঁর পরিবার এবং সুরিনামের জনগণের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি।

বিজেপিতে লিয়েন্ডারকে স্বাগত জানালেন রিজিজু ও সুকান্ত

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩১ মার্চ ঃ আনুষ্ঠানিকভাবে মঙ্গলবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ। তাঁকে দলে স্বাগত জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং ডঃ সুকান্ত মজুমদার। রিজিজু বলেন, এটি উদযাপনের একটি মুহূর্ত, কারণ কিংবদন্তি লিয়েন্ডার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে আপনি বিজেপির মঞ্চে আরও বড় ইনিংস খেলবেন। আপনার বিজেপিতে যোগদান ' খেলো ইন্ডিয়া' আন্দোলনকে আরও গতি দেবে।ডঃ সুকান্ত মজুমদার বলেন, আমি টেনিস কিংবদন্তি লিয়েন্ডার পেজকে বিজেপিতে স্বাগত জানাই। আজ আমাদের জন্য

একটি বিশেষ দিন। তিনি তাঁর টেনিস দিয়ে বাংলার যুবকদের অনুপ্রাণিত করেন। আসন্ন নির্বাচনে তিনি আমাদের দলকে আরও শক্তিশালী করবেন। স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে এখন গেরুয়া ঢেউ বইছে। লিয়েন্ডার হলেন উনিশ শতকের প্রখ্যাত বাঙালি কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্তের সরাসরি বংশধর।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ঃ১৩ আসনের চতুর্থ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃপশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এর জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) তাদের প্রার্থীদের চতুর্থ তালিকা প্রকাশ করেছে। মঙ্গলবার প্রকাশিত এই তালিকার মাধ্যমে ২৯৪ সদস্যের বিধানসভার জন্য দল এখন পর্যন্ত ২৮৭টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে। বর্তমানে কেবল সাতটি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হওয়া বাকি রয়েছে।পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির সম্মতির পর জারি করা এই তালিকায় মোট ১৩টি বিধানসভা ক্ষেত্রের প্রার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এদের মধ্যে সিতাই (তফসিলি জাতি) থেকে আশুতোষ বর্মা, নাটাবাড়ি থেকে গিরিজা শঙ্কর রায়, বাগদা (তফসিলি জাতি) থেকে সোমা ঠাকুর, মগরাহাট পূর্ব (তফসিলি জাতি) থেকে উত্তম কুমার বণিক, ফলতা থেকে দেবাংশু পাণ্ডা, সোনারপুর উত্তর থেকে দেবাশিস ধর এবং চৌরঙ্গী থেকে সন্তোষ পাঠককে প্রার্থী করা হয়েছে।এছাড়াও হাওড়া দক্ষিণ থেকে শ্যামল হাটি, পাঁচলা থেকে রঞ্জন কুমার পাল, চণ্ডীপুর থেকে ডঃ পীযূষ কান্তি দাস, গড়বেতা থেকে প্রদীপ লোধা, মেমারি থেকে মানব গুহ এবং বারাবনি থেকে অরিজি রাযকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।এর পাশাপাশি, পার্টি একটি আসনে তাদের আগে ঘোষিত প্রার্থীর পরিবর্তন ঘটিয়ে ময়নাগুড়ি (তফসিলি জাতি) থেকে দলিম রাযকে নতুন প্রার্থী মনোনীত করেছে।উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার মোট ২৯৪টি আসন রয়েছে। রাজ্যে আগামী ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল দুই দফায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং আগামী ৪ মে ভোট গণনা সম্পন্ন হবে।

কেরলের মুখ্যমন্ত্রীকে মোদী নিয়ন্ত্রণ করেন, মন্তব্য রাহুল গান্ধীর

কান্নুর, ৩১ মার্চ ঃ কেরলের কান্নুরের জনসভা থেকে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার কান্নুরের জনসভা থেকে রাহুল বলেন, নরেন্দ্র মোদী কেরলের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করেন। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী জানেন যে নরেন্দ্র মোদী তাঁর মামলাগুলোতে কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী জানেন যে এই মুহূর্তে তাঁকে জেলে পাঠানোর চাবি নরেন্দ্র মোদীর হাতেই রয়েছে। আপনারা কংগ্রেসকে নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করতে শুনবেন, কিন্তু আপনারা কখনও কেরলের মুখ্যমন্ত্রীকে মোদীকে আক্রমণ করতে বা মোদীকে কেরলের মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করতে শুনবেন না।রাহুল আরও বলেন, বিজেপি কীভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে (পিনারাই বিজয়ন) সমর্থন করছে? প্রথমত, প্রধানমন্ত্রী যেখানেই যান, তিনি মন্দির, ধর্ম এবং দেব-দেবী নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু যখন প্রধানমন্ত্রী কেরলে আসেন, তখন তিনি শবরীমালা মন্দিরের বিষয়টি তোলেন না। সিপিএম নেতারা শবরীমালা মন্দির থেকে সোনা চুরি করেছে, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। হিন্দু ধর্মের তথাকথিত রক্ষক কেরলে এসে শবরীমালা নিয়ে কিছুই বলেন না।

জনবিন্যাস পরিবর্তন করে দিচ্ছে বিজেপিঃঅভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

বালুরঘাট, ৩১ মার্চ ঃনির্বাচনী প্রচারে বালুরঘাটে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আক্রমণ করলেন বিজেপিকে। পাশাপাশি আবারও অভিষেকের নিশানায় নির্বাচন কমিশন। তিনি বলেন, ' জনবিরোধী সরকার বিজেপি। এসআইআর-এর নামে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বাংলার মানুষ যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারে সেই চেষ্টা করছে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ভোটার ঢোকাচ্ছে। কাল কমিশনে গিয়ে অভিযোগ জানাই। আজও জানতে পারলাম বিহার থেকে মেদিনীপুরে লোক ঢোকাচ্ছে। ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ করে দিচ্ছে বিজেপি।নাম না করে কেঃদ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদারকে তোপ দাগেন অভিষেক। তিনি বলেন,' ইঞ্জিন সরকারের সব থেকে বড় ভুক্তভোগী বালুরঘাট। এর থেকে বেশি কেউ ডবল ইঞ্জিনের স্বাদ পায়নি। পাঁচ বছরেরও বেশি এখানকার সাংসদ বিজেপির। বিধায়কও বিজেপির। তবু ১০ পয়সার বাড়তি কোনও অনুদান আনেনি। পথশ্রীতে কত রাস্তা বানানো হয়েছে দেখুন আর ওদের বলুন রিপোর্ট কার্ড আনতে। সাতবছর থেকেও কোনও কাজ করেননি বিজেপি সাংসদ।'

সম্পূর্ণ সুস্থ সোনিয়া, আপাতত বাড়িতেই চলবে চিকিৎসা

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ ঃ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। মঙ্গলবার দিল্লির স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে সোনিয়াকে। আপাতত বাড়িতেই তাঁর চিকিৎসা চলবে। স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতাল জানিয়েছে, সোনিয়া গান্ধীকে গত ২৪ মার্চ রাত ১০ঃ২২ মিনিটে জ্বর নিয়ে স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডঃ অজয় স্বরূপের মতে, ডাঃ ডি. এস. রানা, ডাঃ এস. নঃদী এবং ডঃ অরূপ বসুর তত্ত্বাবধানে একটি সিস্টেমিক ইনফেকশনের জন্য তাঁর অ্যান্টি বায়োটিক চিকিৎসা করা হয় এবং তিনি চিকিৎসায় ভালোভাবে সাড়া দেন। তিনি এখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং বাড়িতে পরবর্তী চিকিৎসা ও ফলো-আপের জন্য মঙ্গলবার সকালে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় এলডিএফ বরাবরই অগ্রণী, সংখ্যাগরিষ্ঠবাদই দেশের সবচেয়ে বড় হুমকিঃপিনারাই বিজয়ন

তিরুবনন্তপুরম, ৩১ মার্চঃকেরলের রাজনীতিতে নতুন করে তাপমাত্রা বাড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী Pinarayi Vijayan। মঙ্গলবার তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, এলডিএফ বা লেফট ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট বরাবরই সংখ্যালঘুদের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সেই অবস্থান থেকে একচুলও সরবে না। তাঁর মতে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ব। বিপদ হয়ে উঠেছে সংখ্যাগরিষ্ঠবাদী মনোভাব, যা সমাজের সামগ্রিক ঐক্য ও ভারসাম্যের জন্য গভীর হুমকি তৈরি করছে।একটি জনসভা ও পরবর্তী বক্তব্যে বিজয়ন বলেন, এলডিএফকে ইচ্ছাকৃতভাবে এমনভাবে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে যেন তারা সংখ্যাগরিষ্ঠবাদকে সমর্থন করে। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, আমাদের বিরুদ্ধে একটি বিভ্রান্তিকর আখ্যান তৈরি করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু বাস্তব হল, এলডিএফ সবসময় সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিরন্তর কাজ করে এসেছে।কেরলের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এলডিএফ দীর্ঘদিন ধরেই নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির পক্ষে তুলে ধরে এসেছে।

বিজয়ন এদিন সেই অবস্থানকেই আরও জোরালোভাবে পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে বামপন্থী আদর্শের প্রতি গ্রহণযোগ্যতা বরাবরই ছিল এবং এখনও তা অটুট রয়েছে। যদিও কিছু মহল এই সম্পর্ককে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করছে, তবুও বাস্তবে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ বলেই দাবি তাঁর।বিজয়নের বক্তব্যে উঠে আসে, সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা পরিকল্পিতভাবে এমন একটি ভাবমূর্তি তৈরি করতে চাইছে যাতে মনে হয় এলডিএফ সংখ্যালঘুদের আস্থা হারিয়েছে। কিন্তু তাঁর মতে, এই প্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং জনসাধারণ তা বুঝতে পারছেন। তিনি বলেন, যারা ভেবেছিল তারা খুব সহজেই জিতে যাবে, তারা এখন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে ধাক্কা খাচ্ছে। কারণ এলডিএফের প্রতি মানুষের আস্থা আগের চেয়ে আরও বেড়েছে।এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজনৈতিক স্বার্থে বিভ্রান্তি ছড়ানো নতুন কিছু নয়, কিন্তু কেরলের মানুষ সচেতন এবং তারা সহজে এই ধরনের প্রচারে প্রভাবিত হন না। এলডিএফের উন্নয়নমূলক কাজ, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার বিষয়ে ধারাবাহিক পদক্ষেপই তাদের জনপ্রিয়তার মূল কারণ বলে দাবি করেন তিনি। সংখ্যাগরিষ্ঠবাদ প্রসঙ্গে তিনি বিশেষভাবে সতর্কবার্তা দেন। তাঁর মতে, কোনও সমাজে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়, তবে তা গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিকেই দুর্বল করে দেয়। এই কারণেই এলডিএফ বরাবরই এমন কোনও মতাদর্শের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, যা সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে।বিজয়ন জোর দিয়ে বলেন, এলডিএফ কোনও ধরনের সাম্প্রদায়িক বা বিভাজনমূলক রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে না এবং ভবিষ্যতেও করবে না। তাঁদের লক্ষ্য একটাই-সমাজের প্রতিটি শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের জন্য সমান সুযোগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, আমরা সব সময় অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে। কোনও ধোঁয়াশা বা মিথ্যা প্রচার আমাদের সেই লক্ষ্য থেকে সরাতে পারবে না।কেরলের রাজনৈতিক মহলে এই বক্তব্যকে ঘিরে নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আসন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে এলডিএফ নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে চাইছে। একইসঙ্গে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের আস্থা ধরে রাখাও এই বক্তব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে মনে করা হচ্ছে।সব মিলিয়ে, পিনারাই বিজয়নের এই মন্তব্য স্পষ্ট করে দিল যে, কেরলের রাজনীতিতে সংখ্যালঘু সুরক্ষা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এখনও একটি কেন্দ্রীয় ইস্যু হিসেবেই রয়ে গেছে। এলডিএফ সেই ইস্যুকেই সামনে রেখে নিজেদের রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

ছত্তিশগড়ের কাঙ্কেরে একে-৪৭ রাইফেল সহ আত্মসমর্পণ দুই মাওবাদীর

কাঙ্কের, ৩১ মার্চ ঃ ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের জেলায় মঙ্গলবার হিংসার পথ ত্যাগ করে মূলস্রোতে ফিরে এলেন দুই মাওবাদী। পিপিসিএম শঙ্কর এবং পিএম হিদমা ডোডি নামে ওই দুই মাওবাদী একটি একে-৪৭ রাইফেল সহ পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আত্মসমর্পণকারী দুই মাওবাদীর মাথার ওপর ৮ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করা ছিল।

প্রয়াত ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা প্রণব চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ টলিউডে ফের দুঃসংবাদ। না-ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন ছোট পর্দার অভিনেতা প্রণব চট্টোপাধ্যায়। সূত্রের খবর কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে মৃত্যু হয়েছে অভিনেতার। বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৩। মঙ্গলবার প্রণবের অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ তাঁর সহকর্মীরা।ছোটপর্দার একাধিক ধারাবাহিকে অভিনয় করে নিজের পরিচিতি তৈরি করেছিলেন প্রণব। ' তেঁতুল পাতা', ' ভগবান দাস' সহ আরও বেশ কিছু প্রজেক্টে তাঁকে দেখা গিয়েছিল। এমনকি জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'নেতাজী -তেও তাঁর উপস্থিতি নজর কেড়েছিল দর্শকদেরতবে প্রণবের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের দাবি, অনেক দিন ধরেই কাজ পাচ্ছিলেন না অভিনেতা। কাজের সুযোগ কমে গিয়েছিল। কাজের জন্য ইন্ডাস্ট্রির অনেককেই বলেছিলেন। নিয়মিত কাজ না পাওয়ায় মানসিক

চাপেও ভুগছিলেন বলে শোনা যাচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও কিছু জানানো হয়নি।প্রণবের মৃত্যুর খবরে টলিউডে শোকের আবহ। অলকানন্দা গুহ, দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম মুখোপাধ্যায়-সহ ইন্ডাস্ট্রির অনেকই সমাজ মাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন। এত অল্প বয়সে প্রণবের চলে যাওয়া মেনে নিতে পারছেন না কেউই।

আবহাওয়া

গত কয়েক দিন ধরেই কলকাতা এবং শহরতলিতে ঝড়-বৃষ্টি চলছে। সোমবার রাতেও ঝোড়ো হাওয়া হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। একইসঙ্গে হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে মুখভার আকাশের। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টি চলবে। কালবৈশাখী ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে চলতি সপ্তাহেই। কলকাতাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে বইবে ঝোড়ো হাওয়া। উত্তরবঙ্গেও দুর্যোগের পূর্বাভাস রয়েছে।বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কিছু কিছু জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে। এ ছাড়া, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমানে ঝড়-বৃষ্টি বেশি হবে। এই চার জেলায় ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪৯ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫৪মিনিট এবং রাত ১০ টা ৪৯ মিনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪৮মিনিট এবং রাত ১০টা ৪০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫১মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪৯মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা | **কলকাতার খবর**

ফর্ম ৬ ঘিরে সিইও দফতরের সামনে তৃণমূল-বিজেপি সংঘাত, স্ট্র্যান্ড রোডে উত্তেজনা চরমে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ ফর্ম ৬ জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সামনে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। স্ট্র্যান্ড রোডে নতুন সিইও অফিস চত্বরে দুপুর গড়াতেই শুরু হয় বিক্ষোভ, পাল্টা বিক্ষোভ এবং স্লোগানযুদ্ধ। পরিস্থিতি সামাল দিতে কার্যত হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। গার্ডরেল বসিয়েও দু'পক্ষকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখা যায়নি বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার বেলা নাগাদ। অভিযোগ, এক যুবক প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরে একগুচ্ছ নথি নিয়ে সিইও দফতরে প্রবেশ করতে যান। তৃণমূলপন্থী কয়েক জন বুথ লেভেল অফিসার দাবি করেন, সেগুলি নাকি ফর্ম ৬, যা নতুন ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাঁদের বক্তব্য, ওই যুবক পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা। তাঁকে ' ধরে ফেলা হয়েছে বলেই অভিযোগ তোলেন তাঁরা। একাধিক ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, এক যুবক বগলে একগুচ্ছ কাগজ নিয়ে দফতরে ঢুকছেন। তবে সেই কাগজগুলি আদৌ ফর্ম ৬ কি না, তা সরকারি ভাবে নিশ্চিত হয়নি। এই অভিযোগ সামনে আসতেই সিইও দফতরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন তৃণমূলপন্থী বিএলও-রা। তাঁরা রাস্তায় বসে স্লোগান দিতে থাকেন এবং

অভিযোগ তোলেন, বাইরে থেকে ভোটার এনে রাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম তোলার চেষ্টা চলছে। কিছু ক্ষণের মধ্যেই সেখানে হাজির হন বিজেপি কর্মীরাও। নেতৃত্বে ছিলেন চৌরঙ্গীর বিজেপি প্রার্থী সন্তোষ পাঠক। বিজেপির তরফে পাল্টা অভিযোগ তোলা হয়, তাঁদের এক কর্মীকে মারধর করা হয়েছে। যদিও কাকে মারধর করা হয়েছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলেনি। তা সত্ত্বেও সিইও অফিসের সামনেই বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভে সামিল হন এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন। দু'পক্ষের মধ্যে স্লোগান ও পাল্টা স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। মাঝখানে দাঁ।ড়িয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে পুলিশ। গার্ডরেল বসিয়ে দু'পক্ষকে আলাদা রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু কয়েক জন বিক্ষোভকারী সেই গার্ডরেল টপকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। দুপুর তিনটে পর্যন্তও উত্তেজনা প্রশমিত হয়নি। দু'পক্ষই সিইও দফতরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যায়। ফর্ম ৬ নিয়ে এই বিতর্ক নতুন নয়। সোমবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে সিইও দফতরে গিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক শেষে তিনি অভিযোগ করেন, নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষিত রাখতে বিজেপি বাইরে থেকে ভোটার এনে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছে। তাঁর দাবি, বস্তাভর্তি ফর্ম ৬ দফতরে জমা দেওয়া হয়েছে এবং বিজেপি নেতা অমিত মালব্যের নির্দেশে বেআইনি ভাবে নাম তোলার চেষ্টা চলছে। মঙ্গলবার এ প্রসঙ্গে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি অভিযোগ তোলেন, অন্য রাজ্যের ভোটারদের নাম পশ্চিমবঙ্গের তালিকায় ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে বিজেপির বক্তব্য, ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিয়মমাফিক চলছে এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে রাজনৈতিক নাটক করা হচ্ছে। তাঁদের দাবি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করছে শাসকদল। সব মিলিয়ে ফর্ম ৬-কে কেন্দ্র করে রাজ্যের শাসকদল ও বিরোধী বিজেপির মধ্যে নতুন সংঘাতের সূত্রপাত হল। নির্বাচনের মুখে ভোটার তালিকা সংশোধনকে ঘিরে এই উত্তেজনা রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ আরও তপ্ত করে তুলেছে। পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

'নো ডিউস' বিতর্কের পর নতুন ইনিংস, প্রাক্তন আইপিএসকে আবারও প্রার্থী করল পদ্মশিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, সোনারপুর,দক্ষিণ ২৪ পরগণা ৩১ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনে 'নো ডিউস' সার্টিফিকেট না পাওয়ায় শেষমেশ ভোটের লড়াইয়ে নামতেই পারেননি তিনি। সেই দেবাশিস ধরকেই এবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করল বিজেপি। মঙ্গলবার সকালে চতুর্থ দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে গেরুয়া শিবির। সোনারপুর উত্তর কেঃদ্র-সহ মোট ১৩টি আসনে প্রার্থীর নাম প্রকাশ করা হয়েছে। সোনারপুর উত্তরে বিজেপির মুখ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার দেবাশিস ধরকে। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের সময় কোচবিহারের পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন দেবাশিস। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর শীতলকুচি কাণ্ডকে ঘিরে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। পরে সাসপেনশন প্রত্যাহার হলেও দীর্ঘদিন কম্পালসরি ওয়েটিংয়ে রাখা হয় তাঁকে। প্রশাসনিক দায়িত্বে অনিশ্চয়তার মধ্যেই আচমকা ইস্তফা দেন তিনি এবং সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দেন। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বীরভূম কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হন দেবাশিস ধর। তবে শুরু থেকেই তাঁর মনোনয়ন নিয়ে জটিলতার ইঙ্গিত মিলেছিল। শেষ পর্যন্ত সময়মতো 'নো ডিউস' সার্টিফিকেটের আবেদন না করায় তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যায়। এহেন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টে আবেদন করলেও তা গ্রহণ করেননি বিচারপতি। পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেও শীর্ষ আদালতও তাঁর মামলায় হস্তক্ষেপ করেনি। ফলে লোকসভা নির্বাচনে আর লড়াই করা হয়নি তাঁর। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সেই বিতর্কিত অধ্যায়ের পরেও বিজেপি নেতৃত্বের আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন দেবাশিস ধর। বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করা সেই আস্থারই প্রতিফলন। সোনারপুর উত্তর কেন্দ্রটি রাজনৈতিক ভাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ফিরদৌসি বেগম ইতিমধ্যেই প্রচারে নেমেছেন। অন্যদিকে সিপিএমের হয়ে লড়ছেন মোনালিসা সিনহা। ফলে এই কেঃদ্রে ত্রিমুখী লড়াই জমে ওঠার ইঙ্গিত মিলছে। প্রাক্তন পুলিশকর্তা হিসেবে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক দক্ষতাকেই সামনে রেখে ভোটে নামতে চাইছেন দেবাশিস ধর। বিজেপির একাংশের দাবি, তাঁর ভাবমূর্তি ও কঠোর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ভোটারদের একাংশকে আকৃষ্ট করতে পারে। যদিও বিরোধীদের বক্তব্য, লোকসভায় মনোনয়ন বাতিলের ঘটনাই তাঁর রাজনৈতিক প্রস্তুতির সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট করে দিয়েছে। সব মিলিয়ে লোকসভায় লড়াইয়ের সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার পর বিধানসভায় নতুন করে রাজনৈতিক ময়দানে নামছেন দেবাশিস ধর। প্রাক্তন আইপিএস অফিসারকে প্রার্থী করে বিজেপি কতটা সংগঠনগত ও ভোটের সমীকরণে সুবিধা পায়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

কলকাতা পুরসভার সম্পত্তি কর আদায়ে সামগ্রিক বৃদ্ধি, তবু নর্থ ডিভিশনে লক্ষ্যমাত্রা অধরাই

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ ২০২৫-২০২৬ অর্থবর্ষের শেষে এসে কলকাতা পুরসভার সম্পত্তি কর আদায়ের খতিয়ান সামনে আনতেই স্পষ্ট হল এক মিশ্র চিত্র। সামগ্রিক ভাবে কর আদায়ের অঙ্ক বেড়েছে, সাউথ ডিভিশন ও সংযুক্ত ওয়ার্ড এলাকাগুলিতে রাজস্ব বৃদ্ধির ধারা বজায় থেকেছে, কিন্তু নর্থ ডিভিশন গত অর্থবর্ষের রেকর্ড স্পর্শ করতে পারেনি। ফলে পুরসভার আর্থিক পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় একদিকে সাফল্যের হাসি, অন্যদিকে কিছুটা আক্ষেপও রয়ে গেল। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষে সম্পত্তি কর বাবদ মোট আদায় হয়েছিল ১২৬০ কোটিরও বেশি টাকা। তার মধ্যে নর্থ ডিভিশন থেকে এসেছিল ৩০৩ কোটিরও বেশি রাজস্ব। সদ্যসমাপ্ত অর্থবর্ষে ৩০ মার্চ পর্যন্ত মোট আদায়ের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ১২৯৭ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৩৭ কোটি টাকা বেশি। তবে এই সামগ্রিক বৃদ্ধির মাঝেও নর্থ ডিভিশনের রাজস্ব কমেছে। চলতি অর্থবর্ষে এই ডিভিশন থেকে আদায় হয়েছে ২৯৯ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় চার কোটি টাকা কম। অন্যদিকে সাউথ ডিভিশন ফের নজর কেড়েছে রাজস্ব বৃদ্ধির নিরিখে। ৩০ মার্চ পর্যন্ত সাউথ ডিভিশন থেকে আদায় হয়েছে ৫৫২ কোটি টাকা, যেখানে গত অর্থবর্ষে এই অঙ্ক ছিল ৫২৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রায় ২৪ কোটি টাকার বৃদ্ধি ঘটেছে। পুরকর্তাদের মতে, বকেয়া কর আদায়ে জোর এবং নতুন সম্পত্তিকে করের আওতায় আনার উদ্যোগই এই বৃদ্ধির প্রধান কারণ। সংযুক্ত ওয়ার্ড এলাকাতেও রাজস্ব বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে বেহালা অঞ্চল উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। গত অর্থবর্ষে বেহালা থেকে সম্পত্তি কর আদায় হয়েছিল ৬৭ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। এবারে সেই অঙ্ক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৪ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকায়, যা প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি। পুরসভার এক পদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য, করদাতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে যোগাযোগ স্থাপন এবং বকেয়া কর পরিশোধে উৎসাহ দেওয়ার সুফল মিলেছে। পাশাপাশি একাধিক নতুন সম্পত্তিকে কর কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পুরসভার কোষাগারে আর্থিক সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে সম্পত্তি কর আদায়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্পত্তি বিভাগের আধিকারিকেরা নিয়মিত বৈঠক করে কৌশল নির্ধারণ করেছেন, কীভাবে করের আওতার বাইরে থাকা সম্পত্তিগুলিকে চিহ্নিত করে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বকেয়া কর আদায়েও জোর দেওয়া হয়েছে সমানতালে। গার্ডেনরিচ অঞ্চলে গত অর্থবর্ষে নজিরবিহীন ১২ কোটি টাকা রাজস্ব এসেছিল। তবে এবারে তা কমে হয়েছে ১০ কোটি টাকা। সম্পত্তি বিভাগের এক আধিকারিক জানান, গত বছর গার্ডেনরিচ শিপিং বিল্ডার্সকে ইউনিট এরিয়া ট্যাক্সের আওতায় আনার ফলে রাজস্ব হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল। এবারে সেই অতিরিক্ত বৃদ্ধি আর হয়নি। যাদবপুর অঞ্চল থেকেও উল্লেখযোগ্য অঙ্ক এসেছে। বরো ১১ ও বরো ১২ মিলিয়ে এবারে প্রায় ১৫১ কোটিরও বেশি কর আদায় হয়েছে, যেখানে গত অর্থবর্ষে এই অঙ্ক ছিল ১০৬ কোটি টাকা। একইভাবে টালি ট্যাক্স ও জোকা অঞ্চল থেকেও রাজস্ব বৃদ্ধি হয়েছে। জোকায় গত বছর ৪৮ কোটি টাকা আদায় হয়েছিল, এবারে তা এক কোটি টাকা বে।ছে। টালি ট্যাক্স অঞ্চল থেকে আদায় হয়েছে ১৫৭ কোটি টাকা, যা আগের বছরের ১৫৫ কোটির তুলনায় বেশি। সব মিলিয়ে সামগ্রিক রাজস্ব বৃদ্ধি পুরসভার জন্য স্বস্তির খবর হলেও নর্থ ডিভিশনের পতন ভাবাচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। আর্থিক ভারসাম্য রক্ষায় এবং পরিষেবা সচল রাখতে সম্পত্তি কর আদায়ের উপর নির্ভরশীলতা আরও বেড়েছে। তাই আগামী অর্থবর্ষে নর্থ ডিভিশনের ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে নতুন কৌশল নেওয়া হতে পারে বলেই ইঙ্গিত মিলছে পুর প্রশাসনের অন্দরে।

আই. সি.এ.এ গ্লোবাল ওয়েলথ সামিট-২০২৬

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ গত ২০ থেকে ২২শে মার্চ, ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আই. সি. এ. এ গ্লোবাল ওয়েলখ সামিট ২০২৬। কলকাতার জে.এম মানিট হোস্টেলে, সারা দেশ থেকে ৪৫০-এর অধিক ডেলিগেট আপশ গ্রহণ করেন। এই সামিটে SEBI, AMFI, APMI, PFRDA, CAMIS, KFinTech, And ISOAH, উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন Asset Management company এবং Alternative investment সংস্থার প্রতিনিধিরা পি.এম.পি-র প্রতিষ্ঠাতা এবাং চেয়ারম্যান গৌতম কর্মকার জানান। বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অনন্ত শক্তি চন্দ্রকান্ত সুরেকা, দেবমীরা দাস, অধ্যাপক ডঃ জয়ন্ত চক্রবর্তী, সন্দীপ সেনগুপ্ত, ডাঃ সাহনী ঘোষ, প্রবাল নাগ, সেন্টিল গুনা সে কারণ মিসেস মধু লনাওয়াত দিপঙ্কর সাহা আর, কে ঝা, অনিরুদ্ধ চোধুরী প্রমুখ। সমগ্র অনুস্টান-টি পরিচালনা করেন গৌতম কর্মকার।

ভোটের মুখে ফোন-ট্র্যাকিং বিতর্ক, কমিশনের দ্বারস্থ বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ যখন তুঙ্গে, তখনই নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়াল ফোন-লোকেশন ট্র্যাকিং ইস্যু-কে কেন্দ্র করে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির রাজ্য সম্পাদক শমীক ভট্টাচার্য-সহ একাধিক নেতার ফোন নজরদারিতে রাখা হচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ তুলল বিজেপি। মঙ্গলবার এই অভিযোগ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হন দলের প্রতিনিধিরা। এদিন রাজ্য সিইও দপ্তরে গিয়ে লিখিত অভিযোগ জমা দেন শুভেঃদু ও শমীক। তাঁদের দাবি, রাজ্য প্রশাসনের একাংশ পরিকল্পিতভাবে বিরোধী শিবিরের নেতাদের ফোন-লোকেশন ট্র্যাক করছে। শুধু তাই নয়, এসটিএফের জাভেদ শামিম, আইবি-র বিনীত গোয়েলদের মতো শীর্ষকর্তার নাম উল্লেখ করে অভিযোগে বলা হয়েছে, বিজেপির বিভিন্ন স্তরের নেতা ও কর্মীদের ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। এই বিষয়ে তাঁদের কাছে তথ্য-প্রমাণ রয়েছে বলেও দাবি করেন বিজেপি নেতারা। বর্তমানে জোরকদমে নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত শুভেঃদু অধিকারী। ভবানীপুর থেকে নন্দীগ্রাম-রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সভা ও কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছেন তিনি। একইভাবে বিজেপির অন্যান্য শীর্ষ নেতারাও নির্বাচনী ময়দানে সক্রিয়। এই পরিস্থিতিতে নজরদারির অভিযোগকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে দল। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, সিআইডি, আইবি, এসটিএফ ও ডিরেক্টর অব সিকিউরিটির মতো সংস্থাগুলির ভূমিকা খতিয়ে দেখে কমিশনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। পাশাপাশি জঙ্গিপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা প্রশাসনের কিছু আধিকারিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করছেন বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। তবে এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। শাসকদলের সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার পাল্টা বলেন,বিজেপি হতাশ ও পরাজয়ের আশঙ্কায় ম্রিয়মান যে বিপক্ষের অধিনায়ক মাঠে খেলতে নামতে না পারে সেই চেষ্টা করছে। এগুলো আর কিছুই নয়, পরাজয়ের আশঙ্কা। পেগাসাস আছে অমিত শাহের কাছে। এখন নিজেরা যে দোষ করেন, সেটা নিয়েই অন্যায়, মিথ্যা অভিযোগ করছে। ভোটের আগে এই নজরদারি বিতর্কে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এখন দেখার, নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগের ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ নেয়।

উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক বিপণন স্ট্রাটেজিকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করছে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খল আর্থিক পরিবেশে, উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক তার বিপণন স্ট্রাটেজিকে একটি স্পষ্ট নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলছে - স্কেলে প্রাসঙ্গিকতা প্রদান করা। তরুণ এবং ক্রমবর্ধমান ব্র্যান্ডের জন্য, এর অর্থ হল গ্রাহকদের জীবনে অর্থপূর্ণভাবে উপস্থিত থাকা, হস্তক্ষেপকারী বা সাধারণ না হয়ে। এই স্ট্রাটেজির মূলে রয়েছে এ আই এর বুদ্ধিমান একীকরণ - একটি গুঞ্জন শব্দ হিসেবে নয়, বরং তীক্ষ্ণ বিচার এবং দ্রুত তৎপরতার সক্ষমকারী হিসেবে। ব্যাংকটি মানুষের বিচার ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তপরতা উন্নত করার জন্য মার্কেটিং ইকোসিস্টেম জুড়ে এ আই -কে একীভূত করছে। এটি ডেটা বিশ্লেষণ এবং সামাজিক শ্রবণের মাধ্যমে তীক্ষ্ণ গ্রাহক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে শুরু হয়, যা তাদের আরও চিন্তাশীল যোগাযোগের ধরণগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এ আই পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নতুন সম্ভাবনাও খুলে দিয়েছে, বিশেষ করে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার আচরণের সাথে ব্যাংকিং কথোপকথনকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে। সাম্প্রতিক একটি সঞ্চয় .অ্যাকাডন্ট প্রচারণা, আর্থিক পণ্যগুলির চারপাশে আরও সম্পর্কিত এবং মানবিক বর্ণনা তৈরি করার জন্য জীবনধারা এবং সৌন্দর্যের ইঙ্গিত থেকে নেওয়া হয়েছে।

দলবদলের সাতদিনেই টিকিট, চৌরঙ্গীতে বিজেপির 'তুরুপের তাস' সন্তোষ পাঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ ভোটের মুখে দলবদলের পরেই মিলল বড় পুরস্কার। চৌরঙ্গী বিধানসভা আসনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে ঘোষিত হলেন সন্তোষ পাঠক। মঙ্গলবার সকালে চতুর্থ দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে বিজেপি। মোট ১৩ জনের নাম ঘোষণা করা হয়, আর সেই তালিকাতেই রয়েছে সদ্য দলবদল করা এই নেতার নাম। রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। একসময় প্রদেশ কংগ্রেসের দাপুটে নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন সন্তোষ পাঠক। রাজ্যে তৃণমূলের প্রবল প্রভাবের মধ্যেও নিজের সংগঠনভিত্তি অটুট রেখেছিলেন তিনি। বর্তমানে কলকাতা পুরসভার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিসেবেও দায়িত্বে রয়েছেন। এর আগে দু'বার চৌরঙ্গী আসন থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে বিধানসভা নির্বাচনে ল।ছেন তিনি। যদিও জয় অধরাই থেকেছে। তবু এলাকায় তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব এবং সংগঠনিক দক্ষতা নিয়ে সংশয় নেই রাজনৈতিক মহলে। কয়েক মাস ধরেই জল্পনা চলছিল, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি কংগ্রেস ছা।তে পারেন। সেই জল্পনায় সিলমোহর প।ে গত ২৪ মার্চ, যখন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের হাত ধরে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন সন্তোষ পাঠক। যোগদানের মাত্র সাত দিনের মধ্যেই প্রার্থী তালিকায় তাঁর নাম উঠে আসা রাজনৈতিক ভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। দলবদলের এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রার্থী হওয়া অনেকের কাছেই স্পষ্ট বার্তা-দল তাঁর উপর ব।স। ভরসা রেখেছে। চৌরঙ্গী কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি। এবার সেখান থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন তিনবারের বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২১ সালের নির্বাচনে তিনি প্রায় ৬২ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন। সেই নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল প্রায় ২২ শতাংশ ভোট এবং কংগ্রেসের ঝুলিতে যায় প্রায় ১৩ শতাংশ ভোট। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, কংগ্রেস ও বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক যদি একত্রিত করা যায়, তবে তা সমীকরণ বদলে দিতে পারে। সম্ভবত সেই কৌশলেই সন্তোষ পাঠককে প্রার্থী করেছে বিজেপি। তবে প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই বিজেপির অন্দরে গোষ্ঠী কোন্দদলের ইঙ্গিতও সামনে এসেছে। দলবদল করে আসা নেতাকে প্রাধান্য দেওয়ায় সংগঠনের একাংশে অসন্তোষ রয়েছে বলেও শোনা যাচ্ছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, অভ্যন্তরীণ দ্ব ঃদ্ব মিটিয়ে সংগঠিত ভাবে লড়াই করতে পারবে কি না গেরুয়া শিবির। সব মিলিয়ে চৌরঙ্গী আসনে এবার লড়াই জমজমাট হওয়ার আভাস মিলছে। দলবদলের পর সন্তোষ পাঠক কতটা প্রভাব ফেলতে পারেন এবং বিজেপির কৌশল কতটা সফল হয়, তার উত্তর মিলবে ভোটবাক্স খোলার দিনেই। আগামী ৪ মে-ই স্পষ্ট হবে, 'তুরুপের তাস' আদৌ কতটা কার্যকর হল।

শিয়ালদহ বিভাগ সারগাছিতে তার প্রথম 'গতি শক্তি মাল্টি-মোডাল কার্গো টার্মিনাল'-এর সূচনা করল

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ রেল লজিস্টিক বা পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে এক বিশাল মাইলফলক স্পর্শ করল শিয়ালদহ বিভাগ আজ সারগাছি রেল স্টেশনে তাদের প্রথম 'গতি শক্তি মাল্টি-মোডাল কার্গো টার্মিনাল' (ক্সক্টঙ্খ)-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হলো। কৃষ্ণনগর-লালগোলা শাখায় অবস্থিত এই টার্মিনালটির পরিচালনাভার গ্রহণ করেছে মেসার্স 'LEAP Agri Logistics (Murshidabad) Private Ltd' (LAGS)। অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন এই কেঃদ্রটি এমনভাবে কৌশলগতভাবে নকশা করা হয়েছে, যাতে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের আগমনী প্রবাহকে সুগম ও নির্বিঘ্ন করা যায় মূলত 'ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া' (FCI)-এর জন্য গমবাহী রেক বা মালগাড়িগুলি পরিচালনা করাই এর প্রধান লক্ষ্য।এই টার্মিনালটির পরিচালন ক্ষমতা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এটি প্রতি মাসে ২ থেকে ৩টি রেক বা মালগাড়ি পরিচালনা করার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে, যার প্রতিটি রেক প্রায় ২,৫০০ টন খাদ্যশস্য বহন করতে সক্ষম। এই GCT-এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এতে আধুনিক ও উচ্চ ধারণক্ষমতাসম্পন্ন 'সাইলো' (শস্যভাণ্ডার)-এর সংযোজন। এই সাইলোগুলি খাদ্যশস্যের বিপুল পরিমাণ মজুত নিশ্চিত করার পাশাপাশি সেগুলির দক্ষ পরিচালনা এবং পরিবেশগত প্রভাব বা পোকামাক।রে উপদ্রব থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করে। প্রথম দিন

থেকেই যাতে টার্মিনালের কার্যক্রম নির্বিঘ্নে ও সুচারুরূপে চলে, তা নিশ্চিত করতে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ স্টেশন এবং GCT-এর মধ্যে রেক চলাচলের জন্য একটি সুবিন্যস্ত 'শ্যান্টিং চার্জ' ব্যবস্থা চালু করেছে এর ফলে পণ্য পরিবহন শৃঙ্খলের সাথে যুক্ত সকল অংশীদারদের কাছে পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই টার্মিনালটির সূচনা 'গতি শক্তি উদ্যোগ'-এর অধীনে এক বিশাল অগ্রগতির পরিচায়ক। রেল পরিবহনের সাথে উন্নত মানের মজুত পরিকাঠামোর মেলবন্ধন ঘটিয়ে, শিয়ালদহ বিভাগ আশা করছে যে তারা পণ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের দক্ষতা আমূল বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। এর পাশাপাশি পণ্য পরিবহনের আনুষঙ্গিক খরচ হ্রাস করা এবং সমগ্র মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তা সুদৃ। করাও তাদের অন্যতম লক্ষ্য।

চলন্ত টোটোর মধ্যে সহযাত্রী তরুণীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ, গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ চলন্ত টোটোর মধ্যে সহযাত্রী তরুণীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ, গ্রেপ্তার যুবক। ঘটনার তদন্তে হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ। অভিযোগ, টোটোর মধ্যে সহযাত্রী তরুণীর শ্লীলতাহানি করেন অভিযুক্ত যুবক। সোমবার সন্ধ্যে নাগাদ ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানা এলাকার হরিসভা তলা মোড়ের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই তরুণীর লিখিত অভিযোগ পেয়েই সায়ন্তন বসু নামের অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার ধৃতকে হাওড়া আদালতে তোলা হয়েছে। ঘটনায় প্রকাশ, সোমবার সন্ধ্যে নাগাদ ওই তরুণী বেসরকারি হাসপাতালের ডিউটি সেরে অফিস থেকে ফিরছিলেন। মন্দিরতলা থেকে টোটোয় বাড়ি আসছিলেন তিনি। টোটোয় সহযাত্রী ছিলেন আরও তিনজন। তার মধ্যে অভিযুক্ত যুবকও ছিলেন। দু'জন যাত্রী নেমে যাওয়ার পরেই ওই যুবক তরুণীর সঙ্গে অশালীন আচরণ ও শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ। তরুণীর চিকারে এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা ওই যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এবং বেধড়ক মারধর করেন। ইতিমধ্যেই চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসলে পুলিশের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

ভোটের আগে মধ্যমগ্রামে কাউন্সিলরের বাড়িতে হামলার অভিযোগ, ধৃত বিজেপি কর্মী

মধ্যমগ্রাম, ৩১ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। মধ্যমগ্রাম পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত রায়-এর বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল এক বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালের এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, অভিযুক্ত বিজেপি কর্মী লোকনাথ দাস আচমকাই ধারালো অস্ত্র নিয়ে কাউন্সিলরের বাড়িতে ঢুকে পড়েন। সেই সময় বাড়ির বাইরে ঠাকুরের বাসন মাজছিলেন কাউন্সিলরের স্ত্রী রূপালি রায়। হঠাই অভিযুক্ত তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে কোনওমতে সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান তিনি। ঘটনার সময় কাউন্সিলর সুশান্ত রায় বাড়িতেই ছিলেন। স্ত্রীর চিকার শুনে তড়িঘড়ি নীচে নেমে এসে তিনি অভিযুক্তকে বাড়ির পাশের একটি গলি দিয়ে পালিয়ে যেতে দেখেন বলে দাবি। চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারাও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। অভিযুক্ত লোকনাথ দাসকে ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। এই ঘটনার পেছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করতে পুলিশি টহলও বাড়ানো হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে কাউন্সিলর সুশান্ত রায় দাবি করেছেন, ' সাল থেকে এই ওয়ার্ডে জিতে আসছি।' তাঁর দাবি, আসন্ন নির্বাচনের আগে এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে এবং তাঁকে প্রাণে মারতেই এই হামলা চালানো হয়েছে।

ডোমজুড়ে প্রার্থীর দেওয়াল লিখনে কাদা, গোবর ও কালি লেপে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া,৩১ মার্চ ঃ হাওড়ার ডোমজুড়ে প্রার্থীর দেওয়াল লিখনে কাদা, গোবর ও কালি লেপে দেওয়ার অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন ও পুলিশে অভিযোগ জানাচ্ছে বিজেপি। ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গোবিঃদ হাজরা'র সমর্থনে লেখা দেওয়ালে রাতের অন্ধকারে কাদা, গোবর ও কালি লেপে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়ে বিজেপির তরফ থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তোলা হয়েছে। যদিও সেই অভিযোগ উ।িয়ে পাল্টা সরব হয়েছে তৃণমূলও। ডোমজু। বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, ওই বিধানসভার ২ নম্বর মণ্ডলের অন্তর্গত দেবীর পাড়া, চামরাইল সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রার্থীর সমর্থনে যেসব দেওয়াল লিখন করা হয়েছিল সোমবার গভীর রাতে তৃণমূল 'আশ্রিত' দুস্কৃতীরা প্রতিটি দেওয়ালে কাদা লেপে দেয় এবং একাধিক জায়গায় সেগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা চালায়। শুধু তাই নয়, এমনকি বিজেপির দলীয় ঝান্ডাও বহু জায়গায় ছিঁড়ে ফেলা হয়। এই বিষয়ে বিজেপি প্রার্থী গোবিন্ হাজরা বলেন, 'আমার বিধানসভা কেন্দ্রে সোমবার ভারতীয় জনতা পার্টির যে বিশাল রোড শো হয়েছে তা দেখে ভীত হয়ে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী ও লুম্পেনবাহিনী স্পষ্টভাবে ভয় পেয়ে এদিনই মাঝরাতে এই কাজ করেছে। চামরাইল, জগদীশপুরে রাতের অন্ধকারে এই কাজ তৃণমূল করেছে। কাদামাটি, গোবর লেপে দিয়ে আমাদের প্রচারের লেখা দেওয়াল নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কারণ তৃণমূল বুঝে গেছে ডোমজুড়েও এবার পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল ভোটে জয়লাভ করতে চলেছে। এসব করে ওরা বিজেপি'কে আটকাতে পারবে না। রাতের ওই ঘটনা নিয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনে এবং থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।' অন্যদিকে বিজেপির অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল

কংগ্রেসের প্রার্থী তাপস মাইতি বলেন, 'আমাদের দলে এসব সংস্কৃতি নেই। আসলে ডোমজুড়ে বিজেপি ময়দানেই নেই। বিজেপিকে কেন আলাদা গুরুত্ব আমরা দেব ? এসব বিজেপি'র নিজেদের ব্যাপার।'

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১২০ সংখ্যা, বুধবার, ১৭ চৈত্র, ১৪৩২

বাংলার প্রথম অর্থমন্ত্রী

তিনি ছিলেন প্রথম অর্থমন্ত্রী। নাম তাঁর নলিনীরঞ্জন সরকার। নলিনীরঞ্জন সরকার ছিলেন ব্রিটিশ আমলের একজন অর্থনীতিবিদ, শিল্পপতি ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি বাংলার অর্থনীতি ও রাজনীতি সঙ্গে ব্যাপকভাবে সক্রিয় ছিলেন। নলিনীরঞ্জন ১৮৮২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ বিভাগের অন্তর্গত নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার সাজিউড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নলিনী রঞ্জন সরকার মারা যান ১৯৫৩ সালের ২৫ জানুয়ারি কলকাতায়। নলিনী রঞ্জন সরকার ১৯০২ সালে ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাস করার পর ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। পরবর্তীতে তিনি পড়াশোনা করেন কলকাতার সিটি কলেজ, ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পরে তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেমে পড়েছিলেন। তিনি নিজেকে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছিলেন, তাঁর বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে এক মেসের ঘরে থাকতেন। প্রায়শই তাকে অনাহারে দিন কাটাতে হত; সকালের চা ও জলখাবারের জন্য তিনি তার বন্ধুবান্ধব ও পৃষ্ঠপোষকদের বাড়িতে যেতেন। সাহস ও ধৈর্য তাকে ধরে রেখেছিল। সহসাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নজরে আসেন যিনি তার জন্য হিন্দুস্তান সমবায় বীমা ক্ষেত্রে একটি ক্ষুদ্র চাকরির ব্যবস্থা করেছিলেন। এটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠাতা ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান নির্বাহী ছিলেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে ১৯১১ সালে যোগ দেন হিন্দুস্তান কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স সোসাইটিতে। ১৯২৩ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত স্বরাজ পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, কলকাতা করপোরেশনে ও সর্বভারতীয় বণিক সভায় দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৬ সালে নলিনী রঞ্জন সরকার, শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক এর সাথে কৃষক শ্রমিক পার্টি গঠন করেন এবং ১৯৩৭ সালে প্রথম হক মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি পদত্যাগ করেন, তবে পরে পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। ১৯৩৯ সালে, মন্ত্রিসভার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে হতাশ হয়ে তিনি আবার পদত্যাগ করেন। তিনি ভারতের গভর্নর-জেনারেল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে ১৯৪১,৪২ সালে প্রথমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের সদস্য এবং পরে বাণিজ্য, শিল্প ও খাদ্য বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ সালে, গান্ধীজিকে আটকের প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরে তিনি ভারতে থেকে যান। ১৯৪৮ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী হন এবং ১৯৪৯ সালে কয়েক মাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৫২ সালে রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ভারতের স্বাধীনতার পর, সরকার ভারতীয় সংবিধানের আর্থিক বিভাগের খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি ৩-সদস্যবিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটির সভাপতিত্ব করেন। অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন বাংলার আর্থিক উন্নতি কীভাবে আরও অগ্রসর হতে পারে তার জন্য বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এবং সবাই যাতে উপযুক্ত ভাবে আয় করতে পারে তার পরিকল্পনা নেন।

শিল্পী জগন্ময় মিত্র

তুমি আজ কত দূরে ঃ জগন্ময় মিত্র। ১৯৪৮ সালে রেকর্ড করা জগন্ময় মিত্রের ‘তুমি আজ কত দূরে’-এ চিঠির গানটি আজও ভোলেনি শ্রোতারা। এ গানটা হারিয়ে যায়নি। এর বাণী বা সুরের টান যেন ফুরোয়নি। এ গান শোনার জন্য শ্রোতারা আজও সিডি কেনেন, ইউ টিউব দেখেন, তাকে যে শুনতেই হবে জগন্ময় মিত্রের গান। হিট গানের নমুনা এই চিঠির গানটা। এ গান শুনেছে লক্ষ-কোটি শ্রোতা। রেডিও ও রেকর্ডে এ গান শুনে শুনে মুগ্ধ হতো শ্রোতারা। অনেকের কাছে ‘তুমি আজ কত দূরে’ গানটি কাজ করেছিল প্রেমপত্রের মতো। জনগণের ভালোলাগা, ভালোবেসে ফেলা এ গানটির বিক্রি দাঁড়িয়েছিল ক্যাসেট যুগের জন্মলগ্ন অব্দি ২৫ লাখ কপি। ডিস্ক যুগে ‘চিঠি’-ই বাংলা আধুনিকের সর্বকালীন হিট গান। এ গানের শিল্পী জগন্ময় মিত্রের গাওয়া প্রতিটি গানই হয়েছিল জনপ্রিয়। আজও কি ভোলার তাঁর গাওয়া-‘ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে’, ‘আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়’, ‘যাদের জীবন ভরা শুধু আঁখিজল’, ‘সাতটি বছর আগে’, ‘সাতটি বছর পরে’, ‘শাওন রাতে যদি’, ‘তুমি কি এখন দেখিছ স্বপন’, ‘ভুলি নাই ভুলি নাই’, ‘মেনেছি গো হার’, ‘আমি স্বপন দেখেছি’, ‘স্বপন সুরভী মাখা’, ‘গভীর নিশীথে ঘুম’, ‘প্রেমের তাজমহল’, ‘হৃদয় যেন কাহারে চেয়েছিল’, ‘তোমারে তো আজও ভুলি নাই’ প্রভৃতি গান। এসব কালজয়ী গানের শিল্পী হলেন জগন্ময় মিত্র। এই জগন্ময় মিত্রই ১৯৪৮ সালে কাজী নজরুল ইসলামের কথায় সুর দিয়ে একটা গান করেছিলেন-বাঙালি যারা ঘোর থেকে আজও জাগেনি, আর ঘোর যদি এত সুখের হয় তা হলে তা থেকে জাগার দরকারই বা কী? গানটি হল ‘শাওন রাতে যদি’। এ গানটি এমন হিট হল যে, সবার মুখে মুখে ছিল এ গান। সেই যুগের শ্রোতারা গ্রামোফোনের সামনে হুমড়ি খেয়ে বসে চোখ বুজে ‘শাওন রাতে যদি’ গানখানি শুনেছে, সে কথা কি ভোলার! অনেকের স্মৃতিতে সেই ঘটনা এখনও ক্ষণে ক্ষণে জেগে ওঠে। সেসব শ্রোতার বয়স এখন আশির কোটায়। ১৯৪৬ সালে জগন্ময় মিত্রের হিটের প্রেমের গান ‘ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে’ এখন অবধি হিট হয়ে থাকল। এখনও চ্যানেলে, আসরে নবীন-প্রবীণ শিল্পীরা এ গান গাইতে যে ভুল করেন না। বাংলা কাব্যসংগীতে একটি বিশিষ্ট নাম এই জগন্ময় মিত্র। জন্ম তাঁর ১৯১৮ সালে ৬ সেপ্টেম্বর। শৈশব থেকেই তাঁর গান গাওয়া শুরু। ১৯৩৮ সালে এইচএমভি অর্থাৎ হিজ মাস্টার্স ভয়েস রেকর্ড কোম্পানিতে যোগ দেয়ার পর থেকেই জগন্ময় মিত্রের নাম ছড়িয়ে পড়ল। ‘যদি বাসনা মনে দিবে দহন জ্বালা’-এই গানটা জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে শুনে কাজী নজরুল ইসলাম মুগ্ধ হন। গানটা শুনে নজরুল তারিফ করেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। পরাজিত করতে হবে শত্রুদের শারীরিক শক্তি দিয়ে

সাধক বামাক্ষ্যাপা

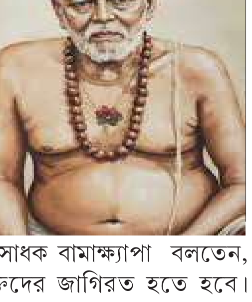

ন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। জ্ঞান শক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়নী। তিনি অভ্জ্ঞয় দান করে থাকেন। কালী মা হচ্ছেন তন্ত্র সাধিকা। তিনি স্বয়ং তন্ত্র সাধনা করে বিজয়িনী হয়েছেন। সেই কারণে তিনি মুণ্ডমালিকা দেবী। তিনি অসুর বিনাশকারিনী। তিনি শত্রু নিধন কারিনী। তিনি মুক্তি দাত্রী। তিনি অভয় দানকারিনী।

কথাসাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গ ইতিহাসের পথকে অনুসরণ করে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন

বিশেষ প্রতিবেদক

‘শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌড়মল্লার’। সাহিত্য সমালোচকদের মতে, ‘গৌড়মল্লার’ হল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা অন্যতম একটি সুখপাঠ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস। আর নিজের এই উপন্যাসটি রচনার প্রেরণা সম্পর্কে তিনি নিজেই জানান; প্রাচীন বাংলাদেশ লইয়া গল্প লিখিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতে

ছিল, কিন্তু বাংলাদেশের বিশিষ্ট আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার মত মালমশলা কোথাও পাই নাই। নীহাররঞ্জনের বইখানি পড়িয়া যে অপূর্ব উপাদান পাইয়াছি তাহাই অবলম্বন করিয়া উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি। শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে যে শতাব্দীব্যাপী মাৎস্যন্যায় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারই সূচনা আমার গল্পে আছে। বাঙালীর জীবনে ইহা মহাক্রান্তিকাল। আধুনিক বাঙালীর জন্ম এই সময়।

এছাড়া এই উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’ নামক বিখ্যাত গ্রন্থপ্রণেতা নীহাররঞ্জন রায় ছাড়াও আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সুকুমার সেন ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। কারণ, এই চারজন বাঙালি মনীষীর লেখা তথ্যগত উপকরণও তাঁকে এই উপন্যাসের কায়াগঠনে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।

এছাড়া এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, শরদিন্দুর লেখা প্রথম ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস ‘কালের মন্দিরা’য় যেখানে পতনোন্মুখ গুপ্ত সাম্রাজ্যে দুর্ধষ ও দুর্মদ হুণ জাতির আক্রমণের পটভূমিকায় এক অমিতবীর্য পুরুষসিংহের ঐকান্তিক সংগ্রাম শীলতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, সেখানে ‘গৌড়মল্লার’,এ কিন্তু বাঙালির ইতিহাসের নৈরাজ্য ও দুর্যোগপূর্ণ এক বিষাদখিন্ন ও বেদনামলিন সন্ধিলগ্নকেই তিনি চিত্রিত করেছিলেন। এক্ষেত্রে কাহিনীর পটভূমি গৌড়াধিপ শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তীকাল থেকে শুরু করে বিশ বছর, অর্থাৎ;খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত বলে লক্ষ্য করা যায়। আর এসময়ে বাঙালির চরিত্র, সংস্কৃতি, গ্রাম্যজীবন ও নাগরিক জীবন কি ধরণের ছিল;এই উপন্যাসে তিনি সেই চিত্রই অঙ্কন করবার একটা চেষ্টা করেছিলেন বলে দেখা যায়। কিন্তু সমালোচকদের মতে, গৌড়মল্লারে প্রকৃত পক্ষে চরিত্র নির্মাণে ইতিহাসের প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়নি, আর এর প্রধান চরিত্রগুলিকে অনৈতিহাসিকই বলা চলে। আর যদিও বা এই উপন্যাসে এমন কয়েকটি নাম পাওয়া যায় যেগুলির সঙ্গে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পরিচয় ঘটে, যথা;শশাঙ্ক, শীলভদ্র, ভাস্করবর্মা, জয়নাগ প্রমুখ, কিন্তু তবুও উপন্যাসে তাঁদের বর্ণিত কার্যকলাপে কল্পনার আতিশয্যই বেশিমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া যদিও গৌড়কেশরী শশাঙ্ক এই উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নন, তাঁর থাকবার কথাও নয়,;কারণ, তাঁর মৃত্যুর পরেই এই কাহিনীর শুরু, কিন্তু তবুও নানা প্রসঙ্গে এতে শশাঙ্কের যে পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, সেটাকে সমালোচকরা অবশ্য বহুলাংশেই যথার্থ বলে মনে করে থাকেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে; ময়ূরাক্ষী, মৌরী ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলেই একসময়ে শশাঙ্কের মহাসমৃদ্ধ রাজধানী কর্ণসুবর্ণ যে অবস্থিত ছিল, একথা সকল ঐতিহাসিকই একবাক্যে স্বীকার করে থাকেন। শশাঙ্ককে নিয়ে এই উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছিল; শশাঙ্ক একদিকে যেমন দুর্ধষ বীর ছিলেন অন্যদিকে তেমনি অসামান্য কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন; ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি এক হাতে পূর্ববঙ্গের রাজ্যগৃয় নৃপতিবৃন্দকে এবং অন্য হাতে প্রতিহংসা পরায়ণ হর্ষবর্ধনের বিপুল রাজশক্তিকে রুখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় শত্রু গৌড়রাজ্যে পদার্পণ করিতে পারে নাই। অন্যদিকে এই উপন্যাসের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে শীলভদ্রের সঙ্গে বজ্রের কথোপকথন প্রসঙ্গে জানা যায়; ততখন হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কদেবের যুদ্ধ চলছে। হর্ষবর্ধন ছিলেন বৌদ্ধ, তাই যুদ্ধের উত্তে জনায় শৈবধর্মী শশাঙ্ক গৌড়ের বৌদ্ধদের উপর কিছু উৎপীড়ন আরম্ভ করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, গৌড়াধিপ শশাঙ্কের অসাধারণ শৌর্য এবং তাঁর বিতর্কিত বৌদ্ধবিদ্বেষ;যা এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে, সেসব নিশ্চিতভাবে ইতিহাসসম্মত হলেও নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ মহাজ্ঞানী শীলভদ্রের সঙ্গে শশাঙ্কদেবের আলোচনা এবং এই বৌদ্ধ পণ্ডিতের মধ্যস্থতাতে শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষ প্রশমিত হওয়ার ইঙ্গিত কিন্তু খোদ ইতিহাসের পক্ষেই অভিনব।

ইতিহাস বলে যে, সুদীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে রাজ্য শাসন করবার পরে পরিণত বয়সে শশাঙ্কদেবের মৃত্যু হলে গৌড় ও মগধের অধিকার নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ঘটেছিল। আর সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে; শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অথবা পিতৃব্যপুত্র মাধবগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যদিকে ‘মঞ্জুশ্রীমূলকল্প’ নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার মানব নামে শশাঙ্কের এক পুত্রের উল্লেখ করেছিলেন, যিনি নাকি শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে আট মাস পাঁচদিন ধরে গৌড়েশ্বররূপে রাজত্ব করেছিলেন। অতীতে এপ্রসঙ্গে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জানিন;মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের বিবরণ হইতে মনে হয়, ভাস্করবর্মার কর্ণসুবর্ণাধিকারের পর শশাঙ্ক পুত্র মানব পিতৃরাজ্য পুনরধিকারে একটা চেষ্টা করিয়া থাকিবে, এবং সে চেষ্টা হয়তো ক্ষণস্থায়ী সার্থকতাও লাভ করিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহার পরই কর্ণসুবর্ণ জয়নাগের করায়ত্ত হয়, এবং তিনি মহারাজাধিরাজ আখ্যায় স্বতন্ত্র নরপতিরূপে পরিচিত হন। কিন্তু নীহাররঞ্জন রায় আবার মতপ্রকাশ করেছিলেন; অন্য কোন সাক্ষ্যে এই তথ্যের উল্লেখ নাই, কাজেই ইহা সত্য হইতে পারে, নাও হইতে পারে। সুতরাং, শশাঙ্কদেবের পুত্ররূপে মানবদেবের অস্তিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মনে যত সংশয়ই থাকুক না কেন, শরদিন্দু কিন্তু তাঁর সম্পর্কে ‘মঞ্জুশ্রীমূলকল্প’ গ্রন্থের পূর্বোক্ত ক্ষীণ সূত্রটিকে অবলম্বন করেই কাহিনীর প্রয়োজনে তাঁর অতুলনীয় কল্পনার অমিত শক্তিবলে, মানবদেবকে একটি সম্পূর্ণ নিয়তিতাড়িত চরিত্ররূপে পাঠক-পাঠিকার মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন। লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, গৌড়মল্লারে মানবদেব দীর্ঘদেহী, শৌর্যশালী, সরলপ্রাণ ও উদারচিত্ত হলেও নিজের পিতা শশাঙ্কদেবের তুল্য দূরদর্শিতা ও কূটনৈতিক বুদ্ধির একান্ত অভাবের কারণে তাঁর পক্ষে গৌড়ের সিংহাসন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বরং, পরম প্রতিদ্বন্দ্বী কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, শত্রুর আগে কর্ণসুবর্ণে পৌঁছে নিজের রাজ্য রক্ষা করবার জন্য একটা শেষ চেষ্টা করবার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি কজঙ্গলের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গোপনে, অশ্বারোহণে পলাশ বনের মধ্যে দিয়ে বেতসগ্রামের সীমানায় পৌঁছেছিলেন। আর এখানেই আসন্ন সন্ধ্যার পট ভূমিতে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত মানবের সঙ্গে জনম দুঃখিনী রঙ্গনার আকস্মিক সাক্ষাৎ তাঁদের উভয়ের জীবনেই এক ক্রান্তিলগ্নের সূচনা করেছিল। এবং রঙ্গনার মধুর রূপের থেকেও বেশি তাঁর মধুর আচরণই এই পল্লীদুহিতার প্রতি মানবদেবের হৃদয়কে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। অতঃপর বেতসকুঞ্জে নিসর্গকে সাক্ষী রেখে গান্ধর্ব বিবাহ দ্বারা তিনি রঙ্গনাকে নিজের জীবন-সঙ্গিনীর স্বীকৃতি দান করেছিলেন, এবং পরদিন প্রত্যূষেই রঙ্গনার কাছে পুনরায় প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি দান করে মানব কর্ণসুবর্ণের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভাস্করবর্মা কর্তৃক পরাজিত হওয়ার পরে শশাঙ্ক পুত্রের জীবনেতিহাস অশ্রু সজল হয়ে উঠেছিল, এবং বহু দুঃখ ভোগ করবার পরে দৃষ্টিহীন দৈবতাড়িত মানবদেব তাঁর একমাত্র গন্তব্যস্থান বেতসগ্রামের পথের সন্ধান লাভ করেছিলেন। তবে এবারে নিয়তির খেয়ালে তাঁরই অপরিচিত আত্মজ বজ্রদেব তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছিলেন; আর অবশেষে বহু প্রতিকূল ঘটনার তীব্রস্রোত অতিক্রম করে বেতসগ্রামেই পিতা ও পুত্রের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত মিলন ঘটেছিল। সমালোচকদের মতে, এখানে বর্ণিত ঘটনাবলীর প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ইতিহাসের অনুপস্থিতি ও রোম্যান্সের অপ্রতিহত প্রাধান্য রীতিমত লক্ষ্যনীয়। তবে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সঙ্গে শশাঙ্কর শত্রুতা নিশ্চিতভাবেই ইতিহাস সত্য। আর শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে তিনি যে কিছুদিনের জন্য কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করেছিলেন, উপন্যাস বর্ণিত এই তথ্য শরদিন্দু খুব সম্ভবতঃ ‘মঞ্জুশ্রীমূলকল্প’ গ্রন্থ থেকেই পেয়েছিলেন।

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী।

জোব চার্নকের সময়ে কলকাতা ছিল খাল বিলে পরিপূর্ণ

রবীন্দ্রকুমার শীল

ইতিহাস কথা বলে। শিয়ালের বিচরণভূমিতে ট্রাফিক গার্ড! ভেঙে ফেলা ছাড়া তো আপাতদৃষ্টিতে আর উপায় নেই কোনও। যা জরাজীর্ণ অবস্থা বাড়িটার! দেখে মনে হবে, এই বুঝি নিজে থেকেই ভেঙে পড়বে হুড়মুড়িয়ে। বাড়ির বয়সও কম হয়নি, একশো কুড়ি বছর পার। এই বাড়িতেই শিয়ালদহ ট্র্যাফিক গার্ডের অফিস চালু হয়েছিল ১৯৭৬ সালে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ এমনই ক্ষয়িষ্ণু চেহারা নিয়েছিল সেই বাড়ি, যে ২০১৪ সালে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল ভেঙে ফেলার। ভেঙে ফেলা সহজ কাজ। কিন্তু শতাব্দীপ্রাচীন দ্বিতল বাড়িটি ভেঙে ফেলা মানে তো সেই ধ্বংসস্তূপের নিচে পুরনো কলকাতার ঐতিহ্যেরও কিয়দংশ চাপা পড়ে যাওয়া, এক টুকরো ইতিহাসেরও সমাধিস্থ হওয়া। ভাঙা হয়নি। না ভেঙেই বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে ২০১৪ সালে শুরু হয়েছিল ১৮, ক্যানাল স্ট্রিটের সেই বাড়ির আমূল সংস্কার এবং পুনর্গঠন। ফল? সেই বাড়িটি এখন কলকাতার অন্যতম সেরা এবং দৃষ্টিনন্দন ‘হেরিটেজ বিল্ডিং’। এখনও সেখানেই শিয়ালদহ ট্র্যাফিক গার্ডের অফিস। বাড়িটি ফিরে পেয়েছে তার জন্মলগ্নের নামও, আমন্ড হাউজ।

ঠিকানাটা ‘ক্যানাল স্ট্রিট’ কেন? রাস্তার নাম ‘বেলেঘাটা সার্কুলার ক্যানাল’ থেকে, যে খাল ব্রিটিশদের আগমনের ঢের আগে কলকাতায় জনবসতি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছিল।

পুরনো কিছু নথিপত্রে এই ‘ক্যানাল’-এর অস্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় বারোশো শতাব্দীতেও, যখন বাংলার মসনদে বল্লাল সেন। ভাগীরথীতে ছিল এই খালের উৎসমুখ। যা বহু পথ পেরিয়ে এসে লবণাক্ত জলাভূমিতে মিশেছিল, যে জলাভূমি বিস্তৃত ছিল সুন্দরবন পর্যন্ত, এবং বর্তমান শিয়ালদহের প্রায় পুরোটাই ছিল যে জলাভূমির এলাকাভুক্ত। ষোড়শ শতাব্দীর দলিল-দস্তাবেজেও উল্লেখ পাওয়া যায় এই খালের। দক্ষিণবঙ্গের যে খালে তখন ছিল পর্তুগিজ এবং মগ (বর্মী) জলদস্যুদের উপদ্রব।

সতেরশো শতাব্দীতে কলকাতা, গোবিন্দপুর এবং সুতানুটি গ্রামের জমিদারি ছিল সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের হাতে। গোবিন্দপুরের উত্তরদিকে বহমান বলে খালটি তখন ‘গোবিন্দপুর খাল’ হিসাবে পরিচিত ছিল। পণ্যবস্তু পরিবহনে খালটিকে ব্যবহার করত ব্রিটিশরা, যা তৎকালীন মানচিত্র থেকেও বোঝা যায়।

সুতানুটি গ্রামে জব চার্ণকের পদার্পণ ঘটে ১৬৯০ সালে, যার পর থেকেই সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের অধীনস্থ তিনটি গ্রামকে একত্রিত করে নতুন একটি বাণিজ্যিক এবং সামরিক কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজে মন দেয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, যে কেন্দ্র পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের প্রথম রাজধানী, মহানগর কলকাতা।

আঠারো শতকের একাধিক ব্রিটিশ গেজেট থেকে জানা যায়, হুগলী নদীর চাঁদপাল ঘাট থেকে ধর্মতলা অঞ্চল হয়ে বেলিয়াঘাটার লবণাক্ত জলাভূমি অবধি বহমান খালের কথা। প্রসঙ্গত, বেলিয়াঘাটা, ছিল সেই ৫৫ গ্রামের একটি, মুঘল সম্রাট ফারুখসিয়ারের কাছ থেকে যেগুলির ইজারা নিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। সামগ্রিকভাবে ‘ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম’ নামে অভিহিত এই গ্রাম সমূহের স্মৃতি আজও বয়ে চলে ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন পঞ্চান্নগ্রাম এলাকা।

যাই হোক, ঐতিহাসিক এই খালের আওতায় পড়ত পরবর্তীকালের হেস্টিংস অঞ্চল, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মতো কলকাতার অতি পরিচিত এলাকা। বেলিয়াঘাটা এবং এটলি (ব্রিটিশদের বানানের কল্যাণে এন্টালি) গ্রামের কাছে লবনাক্ত জলাভূমিতে পড়ে এই খাল মিশে যেত বিদ্যাধরী নদীর একটি শাখার সঙ্গে। এই খাল বা ‘ক্রিক’ থেকেই সম্ভবত মৌলালি এলাকার ক্রিক রো-এর নামকরণ। নথিপত্র বলে, আজ যা মধ্য কলকাতা, তার প্রায় সমস্তটা জুড়েই ১৭ এবং ১৮ শতকে বইত একাধিক খাল বা ‘ক্যানাল’ বা ‘ক্রিক’, এবং এই জলপথ ব্যবস্থার দৌলতে রমরমিয়ে ভেসে চলত অজস্র ছোটবড় বাণিজ্যতরী। তবে ১৭৩৭-এর ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপে পাল্টে যেতে থাকে এলাকার ভৌগোলিক বিবরণ বা টোপোগ্রাফি। তার আগে অবধি এই জলপথ ধরেই চাঁদনী চকের বাজার এলাকা থেকে আজকের ঢাকা পর্যন্ত পণ্য সরবরাহ করতেন ব্যবসায়ীরা। এবং স্থলপথের অভাবে খালপথেই যাতায়াত করতেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তারাও।

ক্যানাল স্ট্রিটের ক্যানাল নিয়ে না বলা রইল অনেক কথাই, বলা হল না ভাগীরথী বা বিদ্যাধরীর সরে যাওয়ার গল্প, বা ভরন্ত জলপথের নর্দমায় পরিণত হওয়ার কাহিনিও, তবে সেই কাহিনি বলতে গেলে প্রয়োজন একটি গোটা বইয়ের।

ট্রাফিক গার্ড ভবনে, ১৮৯২-১৯০০ পর্যন্ত যার প্রথম মালিক ছিলেন জনৈক সি.এইচ. স্মিথ। এর পর বাড়িট চলে যায় সি.জে. ডিসকাট-এর হাতে, এবং ১৯২৯-৪২ পর্যন্ত এর মালিক ছিলেন বসন্তলাল নাথানি। এই সময় কালেই এই বাড়িতে থাকতে শুরু করেন রাজনীতিক তথা শিল্পপতি স্যার আবদুল হালিম গজনবী (১৮৭৬-১৯৫৩), যিনি পরবর্তী কালে কিনে নেন ভবনটি।

জোব চার্নক সুতানুটি গ্রামে এসে উপস্থিত হয়ে সেখান থেকেই ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। পরে বৈঠকখানায় এসে উপস্থিত হন।

পুত্র স্নেহে উদ্বেলিত রাহুলের পুত্রকে লেখা শেষ চিঠি

বুদ্ধদেব মিশ্র

‘পিয়ারে....পিয়ারে....’ বিখ্যাত গায়ক ও নায়ক দুজনেই জলের স্রোতে ভেসে গেল। এটা শুধুই কাকতালীয় না। কারন.... শুটিং করতে গিয়ে দীঘা তালসারিতে সমুদ্রে পড়ে মৃত্যু রাহুল অভিনেতা চিরদিনই তুমি যে আমার সিনেমার জনপ্রিয় রাহুলদা সত্যি খুব খারাপ লাগছে।

চিরদিনই তুমি যে আমার মুভিতে রাহুল পল্লবীর মিল হয়নি দেখে কষ্ট পেয়েছিলাম! ওরা রিয়েলেও বিয়ে করে তারপর বাচ্চা হয়, কিন্তু বনিবনা হয়নি বলে সেপারেশনে চলে যায়, প্রায় অনেক বছর আলাদা থেকেও বাচ্চার কথা ভেবে আবারও একসাথে হয় দুজনে। কিন্তু শেষটা এরকম না হলেও পারতো। দুজনে ছেলেটার কথা ভেবে এক হয়েও একসাথে থাকতে পারল না।

মধুমিতাদি শো ছাড়ার পর ভোলে বাবার দ্বিতীয় পার্টে রাহুলদা নায়কের চরিত্রে আসে, কিন্তু শ্যুটিং করতে গিয়ে এই বাজে অবস্থা হ'য়ে দীঘায়। এমনকি ১৫ দিন আগেও মধুমিতাদি ও রাহুলদা নতুন একটা মুভিতে শ্যুটিং করে এসেছে একসাথে। জীবন সত্যি অনিশ্চিত, ভালো থাকুন উনি। উনার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

সত্যি বলতে এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না সত্যি জীবনের কোনো ভরসা নেই। পুত্র সহজকে লেখা ‘রাহুল অরুণোদয় ব্যানার্জী’র শেষ চিঠি। যদিও সেদিন তিনি জানতেন না যে এটা তাঁর শেষ চিঠি হতে চলেছে। এই চিঠিটা আজকে ‘ফাদারস ডে’ বলে লিখতে বসা। যদিও তোমার বাবা নিজে বেহদ্দ বাংলা মিডিয়াম। জীবনেও ‘ফাদারস ডে’, ‘মাদারস ডে’; এ গুলো আলাদা করে জানত না, কিন্তু কুঁজোর যেমন চিৎ হয়ে শুতে ইচ্ছে করে, আমারও আজকাল এ সব উদযাপন করতে ইচ্ছা করে। আসলে কিছুই না, তোমাকে কাছে পাওয়ার অজুহাত। জানো সহজ, আমি আর তোমার মা তখন থেকে বন্ধু যখন তোমার মায়ের ১৪ বছর বয়স ছিল, আর আমার ২১। সব ধারাবাহিকে আমরা ভাই-বোন। যে হেতু ছোট, তাই অন্যদের ছেড়ে শেষে আমাদের শট নেওয়া হতো। আর আমরা দু'জন সেটের কোনায় বসে আড্ডা মেরে যেতাম। তোমার মা ছিল বেহালার

একজন অ্যাকাউন্টস শিক্ষকের মেয়ে আর আমি খুব সাধারণ এক সরকারি চাকুরের ছেলে। আমরা দু'জন এই ইন্ডাস্ট্রির কিছুই জানতাম না। শুধু জানতাম, মন দিয়ে অভিনয়টুকু করতে। তোমাকে এই গল্প কেন বলছি জানো? যদি কখনও তুমি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করো, তা হলে তুমি জানবে তুমি প্রিভিলেজড, যে প্রিভিলেজ একটি ১৪ বছরের মেয়ে এবং একটি ২১ বছরের ছেলে দিনের পর দিন অপমানিত হতে হতে অর্জন করেছে; ঘটনাচক্রে যারা তোমার বাবা মা। এই ইন্ডাস্ট্রিতে সত্যিই যদি কাজ করতে ইচ্ছে হয় তোমার, আমি তোমাকে অনুরোধ করব প্রত্যেকটা মানুষকে তার প্রাপ্য সম্মান দিও। কারণ যে মানুষটি তোমাকে চা দিচ্ছেন, তিনি হয়তো তোমার বাবা-মাকেও ছোট দেখেছেন। উপার্জন আর ক্ষমতার আতসকাঁচ দিয়ে যারা মানুষকে দেখে, তাদের মতো অশিক্ষিত এই পৃথিবীতে কেউ নেই। এ রকম অশিক্ষায় তুমি বড় হবে না, এটুকু আশা তো করতেই পারি, কী বলো?

যে দিন আমরা প্রথম খবর পাই, তুমি আমাদের জীবনে আসছো, আমরা আনন্দে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম জান। তোমার মা গুচ্ছের সব অ্যাপ ডাউনলোড করে ফেলল। রোজ আমাকে আপডেট দিত, ‘এখন ওর সাইজ আপেলের মতো’, ‘এখন ওর সাইজ আনারসের মতো’, আরও কত কী! তার পর যখন তুমি হলে, তোমার মায়ের আর একটা রূপ দেখলাম। তুমি জানো না হয়তো, তোমার মা তোমাকে কোনও দিন বাজার চলতি বেবি ফুড কিনে খাওয়ায়নি। সব নিজের হাতে বানাত। তাতে যদি সারা দিন লাগে, তো লাগুক। তোমার মায়ের তোমার জন্য অনেক সংগ্রাম, অনেক আত্মত্যাগ। তুমি কতটা মনে রাখবে, তা তোমার সিদ্ধান্ত। আজ তোমার মা ইনস্টাগ্রামে যথেষ্ট এস্থেটিক ছবি দেওয়ার পরেও উড়ো কমেন্ট ভেসে আসে ‘লজ্জা করে না আপনার? আপনি কিনা মা?’ না, এ নিয়ে কোনও দুঃখবোধ আছে ভেবো না, গন্ডারের চামড়া ধার নিয়ে তবে সেলিব্রিটি হওয়া যায়, এ আমরা শিখে গিয়েছি। শুধু তোমাকে বলছি, তোমার মায়ের লড়াইয়ের একটা আন্দাজ দেওয়ার জন্য। আমরা, সন্তানেরা শুধু মায়ের বুকের ওমটুকু টের পাই, পিঠে কতগুলো ছুরি গাঁথা আছে দেখতে পাই না। মায়েরা তা সযত্নে লুকিয়ে রাখেন। তোমার মাও রেখেছে। কিন্তু আমি চাইব, তুমি সেই ক্ষতগুলোর শুশ্রূষা করবে। মায়ের পিঠের ছুরিগুলো যদি সরাতে নাও পারো, তোমার একটু আদরই মায়ের জন্য যথেষ্ট হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমি কোন হরিদাস পাল যে তোমাকে এত জ্ঞান দিচ্ছে? আমি তোর বাপ (হাঃ হাঃ), দূর সম্পর্কেরই হই, বাপ তো বটে! সেই উপলক্ষে একটু জ্ঞান দেওয়ার অধিকার জন্মে যায়ই। আমি তোমাকে আমার ভাগের সব ক'টা নদী, পাহাড়, জঙ্গল উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়ে যাচ্ছি। বইমেলার ধুলো, কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাতগুলোকেও পৈতৃক সম্পত্তি ভাবতে পারো এর পর থেকে। আর হ্যাঁ, তোমাকে দিয়ে দিলাম আমার একটা প্রচণ্ড অহংকারের জিনিস। আমার ভাষা। বাংলা। হ্যাঁ, বাংলা ভাষা। আর শুধু সেই বাংলা ভাষা নয়, যেটা আমরা দক্ষিণ কলকাতায় বলি। বাংলা তার সমস্ত উপভাষা, ডায়ালেক্ট নিয়ে যে প্রবল ঐশ্বর্যের অধিকারী, সেই সব ঐশ্বর্য তোমাকে দিয়ে দিলাম। সবই দিয়ে দিলাম, যা যা আমার..।’

নিজের ছেলের প্রতি প্রবল আগ্রহ এবং আকর্ষন ছিল। স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা না থাকলেও ছেকেলে কোনও দিন মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি। পুত্রকে খুবই ভালোবাসতেন এবং স্নেহ করতেন। তিনি কোনও রমক বিবাদে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না। নিজেই কুবই সরল জীবন যাপন করতেন। পুত্রের প্রতি প্রবল আকর্ষন থাকার ফলেই তিনি পুত্রকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখে গিয়েছেন।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীত আসরে মন মাতাতেন শিল্পী তিমিরবরণ

শঙ্করলাল কর্মকার

তিমির বরণ ভট্টাচার্য ছিলেন বিখ্যাত বাঙালি সরোদশিল্পী ও ভারতীয় বৃন্দবাদনের অন্যতম পথিকৃৎ। তিমির বরণের জন্ম অবিভক্ত বাংলার অধুনা পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহরের বড়বাজারের শিব ঠাকুর লেনের তন্ত্রসাধক ভট্টাচার্য পরিবারে। পিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন সঙ্গীত বিশারদ।

তিমির বরণরা ছিলেন তিন ভাই। জ্যেষ্ঠ ছিলেন মিহিরকিরণ এবং কনিষ্ঠ শিশিরশোভন। স্কুলের পড়াশোনা ওরিয়েন্টাল সিভিল স্কুল ও সিটি ট্রেনিং স্কুলে হলে। কিন্তু বাড়ির সাঙ্গীতিক পরিবেশ তাঁকে সঙ্গীত জগতে নিয়ে আসে। অল্প বয়সে পিতামাতাকে হারিয়ে বড়দাদা মিহিরকিরণের দায়িত্বেই বড় হন।

প্রথম দিকে পিতার কাছে বহু সঙ্গীতজ্ঞের আনাগোনার সূত্রে তিমির বরণ তালিম নেন খ্যাতনামা খেয়ালশিল্পী রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে। পরে ১৪ বৎসর বয়সে হ্যারিসন রোডের বাসিন্দা, ক্ল্যারিওনেট শিল্পী রাজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদী সঙ্গীতের শিক্ষার সাথে ক্ল্যারিওনেট বাজনা শেখেন।

পরবর্তীতে আকৃষ্ট হন সরোদ বাদনে। তার সরোদের শিক্ষাগুরু ছিলেন ওস্তাদ আমির খাঁ ও ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। কলকাতায় পাঁচ বছর ওস্তাদ আমির খাঁয়ের কাছে শিখে, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাইহারে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে সরোদবাদনে তালিম নেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফিরে ‘মাইহার ব্যান্ড’-এর অনুপ্রেরণায় তিনি অগ্রজ ও বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটি ‘ফ্যামিলি অর্কেস্ট্রা’র দল গড়ে তোলেন। ওই বছরেই তিনি উদয়শঙ্কর নাট্যসম্প্রদায়ের সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে যোগ দিয়ে দলের সঙ্গে জার্মানি, জাপান, কানাডা ও ইউরোপ ভ্রমণ করেন। দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে ইউরোপের নানা দেশে অনুষ্ঠান করলেন। বিশ্ব জুড়ে অভিনন্দিত হলেন উদয়শঙ্কর আর তিমির বরণ। ইউরোপ ভাল লাগেনি।

গলাকাটা মহিলা খুনের তদন্তে বড় সাফল্য, গ্রেফতার মহিলার জামাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৩১ মার্চ ঃ মহিলাকে মুন্ডু কেটে খুন করার অভিযোগে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল। ঘটনায় গ্রেফতার মেয়ে জামাই। প্রাথমিক অনুমানে পুলিশ জানায়, সম্পত্তির কারণেই ঘটনাটি ঘটতে পারে। শাশুড়ি খুনের ঘটনায় অবশেষে বড় সাফল্য পেল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। কয়েকদিনের তল্লাশি, ড্রোন নজরদারি ও ফরেনসিক তদন্তের পর গ্রেফতার করা হয়েছে মৃতার জামাইকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জলপাইগুড়ি জেলার বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এলাকার একটি গ্রামে এই নৃশংস ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, শাশুড়িকে খুন করে তার মুণ্ড কেটে বাড়ির পেছনে লুকিয়ে রেখেছিল জামাই। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রথমদিকে তদন্তে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় পুলিশকে। দেহের অংশ বিশেষ উদ্ধার হলেও মুণ্ড খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর তল্লাশিতে নামানো হয় ড্রোন এবং ফরেনসিক টিম। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর অবশেষে রহস্যের জট খুলতে শুরু করে। শৌভনিক মুখোপাধ্যায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, তদন্তে উঠে এসেছে, সম্পত্তির লোভ থেকেই এই খুনের ঘটনা ঘটানো হয়েছে। অভিযুক্ত জামাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাকে হেফাজতে নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত চলছে। অন্যদিকে এটাও ছাড় দেওয়া যাচ্ছে না কালাজাদুর কারণে এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত একাধিক তথ্য স্বীকার করেছে বলেও জানা গেছে। ঘটনার পিছনে অন্য কেউ জড়িত কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রার্থী না পছন্দ .. প্রার্থী নিয়ে চরম বিক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৩১ মার্চ ঃ মঙ্গলবার বিজেপির চতুর্থ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হয়েছে। কোচবিহারের বাকি দুটি কেন্দ্র নাটাবাড়ি এবং সিতাইয়ে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি। আর এই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই চরম বিক্ষোভ বিজেপির অন্তরে। সিতাই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে গ্রেটার নেতা বংশীবাদন বর্মন ঘনিষ্ঠ আশুতোষ বর্মাকে অপরদিকে নাটাবাড়ি কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে বংশীবাদন বর্মন ঘনিষ্ঠ গিরিজা শংকর রায়কে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বংশীবাদন বর্মন দীর্ঘদিন ধরেই দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্বে রয়েছেন। উল্লেখ্য এই সংগঠনেরই আরেকটি ভাগ দায়িত্বে রয়েছেন কোচবিহারের বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজ। কিছুদিন আগেই বংশী বদন বর্মন দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে দেখা করেন এবং এরপর পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে তিনি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থনের কথা জানান। সূত্রের খবর অনুযায়ী বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে কোচবিহারের দুটি আসন দাবি করে বংশীবাদন বর্মন। শেষ পর্যন্ত তার কথা মেনে নিয়ে কোচবিহারের সিতাই এবং নাটাবাড়ি আসনে বংশীবাদন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রার্থী করা হয় বিজেপি থেকে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই এই খবরের পর স্পষ্ট বুঝতে থাকেন বিজেপির আদি কর্মীরা। সিতাইয়ে রীতিমতো ক্ষোভ উপড়ে দেন তারা। অপরদিকে সন্ধ্যে হতেই সিতাই থেকে প্রচুর বিজেপি কর্মী সমর্থক এসে উপস্থিত হন কোচবিহারের জেলা কার্যালয়ে। সেখানে তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন কার্যালয়ের ভিতরে বসে তারা বলেন - উই ওয়ান্ট জাস্টিস। সিতাই এক নম্বর মণ্ডলের সহ-সভাপতি অনিমেষ রায় বলেন - দীর্ঘ সময় থেকে আমরা বিজেপি করছি বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। আজ যখন সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রে আমরা ভালো জায়গায় রয়েছি তখন বহিরাগত প্রার্থী আমাদের মেনে নিতে পারব না। বিজেপি করে এরকম যে কাউকে প্রার্থী করলেই আমরা তার পাশে রয়েছি। যে মানুষটি এখনো পর্যন্ত বিজেপির ঝান্ডা হাতে নেয়নি তাকে কিভাবে প্রার্থী করে বিজেপি নেতৃত্ব ? আমরা বিক্ষোভ চালিয়ে যাব যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রার্থীবদল হবে। যদিও এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন - দল যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাই শেষ কথা। দল যা সিদ্ধান্ত নেবে তাই মেনে চলতে হবে। কারোর কারোর হয়তো প্রার্থী পছন্দ নাও হতে পারে সবার যে পছন্দ হবে এরকম কোন প্রমাণ নেই তবে দল যাকে প্রার্থী করেছে তাকে নিয়েই আগামী দিনে চলতে হবে। তাদেরকে কোচবিহারের মানুষ ভোট দেবে না। ফলে স্বভাবতই ভোটের আগে চরম বিপাকে বিজেপি।

বিজেপি সরকারের একগুচ্ছ প্রকল্পের ডালি নিয়ে রানীনগরের মানুষের দ্বারে বিজেপি প্রার্থী রানা প্রতাপ সিংহ রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৩১ মার্চ ঃ মঙ্গলবার সকাল থেকেই রানীনগর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচারে ঝড় তুলছেন বিজেপির প্রার্থী রানা প্রতাপ সিংহ রায়। রাজ্যের আসন্ন

বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের রাণীনগর কেন্দ্রে বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক সৌমিক হোসেনের বিরুদ্ধে লড়ছেন কংগ্রেসের জুলফিকার আলী, আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন জামাই ইসেতাজ হায়দার এবং বিজেপির রানা প্রতাপ সিংহ রায়। প্রসঙ্গত, একসময় কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই কেন্দ্রে ২০২১-এর নির্বাচনে তৃণমূলের সৌমিক হোসেন জেতার পর বিরোধীদের সংখ্যা ক্রমশ কমেছিল। তবে ২০২১-এ বিজেপি প্রার্থী মাসুয়ারা খাতুন তৃণমূলের 'অত্যাচারের' মুখেও ভোটব্যাংক চার শতাংশ বাড়িয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন। তবে এবার সংখ্যালঘু ভোট ভাগাভাগির ফায়দা পেতে পারেন রানা প্রতাপ, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিজেপি প্রার্থীর দাবি, তিন সংখ্যালঘু প্রার্থীর মধ্যে ভোট ভাগাভাগি হলে সুবিধা হবে তাঁরই। তাঁর কথায়, 'সারা দেশে বিজেপি যেভাবে উন্নয়নের ঝড় তুলেছে তার প্রভাবে এই অঞ্চলের বহু রাষ্ট্রবাদী মুসলিমও বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।' রানা প্রতাপ বলেন, এই কেন্দ্রে প্রায় ৮৩ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার, বাকি ১৭ শতাংশ হিন্দু। সৌমিক হোসেন, ইসাহার হায়দার ও জুলফিকার আলীর মধ্যে ভোট ভাগ হলে আমি অনেকটা এগিয়ে যাব।' তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে উন্নয়ন না করার অভিযোগ তুলে রানা প্রতাপ বলেন, গত পাঁচ বছরে সৌমিক হোসেন এই অঞ্চলে কোনও উন্নয়নই করেননি। এখনও ইসলামপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে কাতলামারি যাওয়ার রাস্তা মানুষের চলার অযোগ্য। ইসলামপুরের গ্রামীণ হাসপাতালে ঠিকমতো চিকিৎসা পরিষেবা মেলে না। কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল দেওয়ার ব্যবস্থা করলেও এখানকার কলগুলোতে জল আসে না। তাঁর আরও অভিযোগ, তৃণমূল আমলে রাণীনগরে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। ইসলামপুর, হুরশি, লোচনপুর, পাহাড়পুর সহ বিভিন্ন এলাকায় বেছে বেছে হিন্দু পরিবারের বাড়ি ভেঙে, জমি লুট করা হচ্ছে। একসময় চাঁইপাড়ায় প্রচুর হিন্দু পরিবার বসবাস করতেন। কিন্তু তৃণমূলের অত্যাচারে তাঁরাও পালাতে বাধ্য হয়েছেন। একই চিত্র গোয়াস ও রামচন্দ্রপুরে। সেখানকার বিজেপি-সমর্থক হিন্দু পরিবারগুলোর জমিও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। রানা প্রতাপ বলেন, গত পাঁচ বছরে বিধায়ক সৌমিক হোসেন বিজেপি কর্মীদের বাড়ি থেকে তোলা আদায় করে টাকা তুলেছেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের বরাদ্দ উন্নয়নের টাকা কাজে না লাগিয়ে নিজেই আত্মসাৎ করেছেন। 'আমার পাড়া আমার সমাধান' প্রকল্পে রাস্তায় 'পথবাতি' লাগানোর বদলে সেগুলি তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে লাগানো হয়েছে। নিজের জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী রানা প্রতাপ সিংহ রায় বলেন, প্রচারে যেখানেই যাচ্ছি, সেখানেই মানুষের সাড়া পাচ্ছি। বহু মানুষ বিজেপিকে সমর্থন করে এগিয়ে আসছেন। তিনি জানান, এই অঞ্চলে বিজেপি জিতলে তৃণমূলের অত্যাচার বন্ধ করে তন্তু ও খাদি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করব। পাশাপাশি বিজেপি ক্ষমতায় এলে স্থানীয় যুবকদের চাকরি ও উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থা করবে এবং রাজ্যের লক্ষীর ভাণ্ডারের বদলে 'লক্ষী ভাণ্ডার' চালু করে মহিলাদের জন্য ভাতা বাড়ানো হবে বলেও জানান রাণীনগর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রানা প্রতাপ সিংহ রায়।

বিজেপি প্রার্থীর কনভয়ে হামলা ... অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকে

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৩১ মার্চ ঃ নির্বাচন এগিয়ে আসতেই আবারো সন্ত্রাসের ছবি কোচবিহারে। গতকালের পর মঙ্গলবার কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার ১ নং ব্লকের কেশরিবাড়ি এলাকায় যখন বিজেপি প্রার্থী তার দু'চারটে গাড়ি এবং করবি সমর্থকদের নিয়ে চিলকির হাট থেকে কোচবিহারের উদ্দেশ্যে আসছিলেন। সেই সময় ওই কেশরিবাড়ি এলাকায় রাস্তা দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি মিছিল আসছিল। অভিযোগ এর পরেই মিছিল থেকে প্রার্থীর কনভয় লক্ষ্য করে হামলা করা হয়। প্রার্থীর পেছনে থাকা গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং সেই গাড়িতে থাকা কর্মী সমর্থকদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে আহত দুই বিজেপি কর্মীকে কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোস বলেন - বলার কিছু নেই। এ রাজ্যে গণতন্ত্র লুন্ঠিত। এই নিয়ে পরপর তিন দিন। প্রথম দিন কোচবিহার শহরেই প্রচারে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল গতকাল কোচবিহার তোর্সা ব্রিজে আমার সাথে অশালীন আচরণ করা হলো আর মঙ্গলবার আমি প্রচার থেকে ফিরছিলাম তখন আমার কনভয়ের উপর আক্রমণ করা হলো। আসলে তৃণমূল কংগ্রেস চাইছে যাতে আমরা প্রচার করতে না পারি। তিনি আরো বলেন ৫০ মিটার দূরে পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। যখন প্রতিদিন কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে কোচবিহারে তখন ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তিনি। অপরদিকে এই প্রসঙ্গে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক বলেন - এস আই আরে যত মানুষের নাম বাদ গেছে সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে। আমি বারবার বলছি যাতে কোন লয় না অর্ডারের সমস্যা না হয় এর দায়িত্ব আমাদের দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল সহ প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশনের। সবাইকে দেখতে হবে যাতে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। যদি এ ধরনের ঘটনা কোথাও ঘটে তাহলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেসকে কেন এখানে জড়িয়ে দেওয়া হল বুঝলাম না। একটা গাড়ির কাচ ভাঙ্গা দেখানো হচ্ছে আর আরেকটা ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে তৃণমূলের মিছিল দুটো আলাদা ভিডিও আর দুটোকে একসাথে করে দেখানো হচ্ছে। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বাইরে থেকে এসেছেন আমাদের অতিথি আমাদের সকলকে দেখতে হবে উনি যাতে প্রচার করতে পারেন। তবে গত তিন দিনে তিনবার বিরোধীদের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল শাসকদলের বিরুদ্ধে। এর আগে বিভিন্ন নির্বাচনে সন্ত্রাসের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকা। যদিও এবার এখনো পর্যন্ত সেই তীব্র আকার ধারণ করেনি তবে যতদিন এগোচ্ছে ততই যেন নতুন করে ছবিগুলো আবার সামনে আসছে। ভূতের খবর অনুযায়ী ঘটনার পর কুচবিহারের পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে বিরাট পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়েছেন।

রামপুরহাটে কারো কাছে, ওয়াক ওভার, কারো মতে শাসকদলের দুঃস্বপ্ন

দেবর্ষি মজুমদার, রামপুরহাট, ৩১ মার্চ ঃ রামপুরহাট ভোট পাড়ায় কানপাতলে বোঝা যায় নির্বাচক মণ্ডলী প্রাথমিক ভাবে সরাসরি দুইভাগে বিভক্ত হলেও, একটা অংশ দুইপক্ষের মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছে। সেটা হলো বাম। স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রার্থী হিসেবে বাম জোটের সঞ্জীব মল্লিক নজর কারলেও, তার সীমাবদ্ধতা রামপুরহাট পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ড। যদি পুরানো সাংগঠনিক শক্তি কাজে লাগে তাহলে বিপক্ষকে বেগ দেবেন ভোট কাটাকুটির অঙ্কে। আর সেই সঙ্গে কয়েক পার্সেন্ট ভোট সুইঙ্গ ফ্যাক্টর হলে তো কথায় নেই। বিজয় লক্ষ্মী সেই দলের গলায় মালা পরাবে। এবার দেখা যাক বিজেপি প্রার্থী ধ্রুব সাহাকে। তাঁর একটা পরিচয়, তিনি গ্রাসরুট সংগঠক। কর্মীদের পাশে থাকেন, পথে থাকেন, আন্দোলনে থাকেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে দলীয় স্তরে বহু অভিযোগ আছে। প্রথম অভিযোগ, শাসক দলের সঙ্গে যোগাযোগ। বীরভূম পাথর শিল্পাঞ্চল। নিন্দুকেরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জেলা সফরে এসে সেই রাজস্বের একটা অংশ বিজেপির এক নেতার ঘরে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন এবং সেটা নিয়ে এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আজ ও জেলা জুড়ে ঘোরা ফেরা করে। যদিও এই অভিযোগ প্রধান বিরোধী দল উড়িয়ে বলে, পুলিশ তো তাদের হাতে, ব্যবস্থা নেই নি কেন? আরেকটা অভিযোগ, ২০১৯ সালে বেশ কয়েকটি থানায় তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়। তার জেরে তিনি জেল খেটেছেন। এক্ষেত্রেও একই ভাবে অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয়, প্রমাণিত নয় বলেই তো তিনি দায়মুক্ত। তাঁকে ফাঁসানো হয়েছিল। তবে, তাঁরই দলেরই এক বহিস্কৃত নেতা অনিল সিং ফেসবুকে পোস্ট করে ধ্রুব সাহার আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার পরিসংখ্যান দেন। তার প্রেক্ষিতে ধ্রুব সাহা মামলা করার হুমকি দেন। যদিও তারপর দুই পক্ষকে আর এই নিয়ে উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায় নি। এছাড়াও, আরেকটি বিষয়, এই বিধান সভায়, যদি ২০১১ সাল থেকে দেখা যায়, তাহলে অন্তর্কলহ বিজেপির আশানুরূপ ফল না হওয়ার অন্যতম একটি কারণ। এই ধারা চির বর্তমান। এর কারণ হিসেবে কখনও বহিরাগত, কখনও বিভিন্ন কারণে প্রার্থী অপছন্দ হওয়া বা লবি বাজী পরাজয়ের গুঢ় রহস্য হিসেবে দেখা দেয়। সম্প্রীতি ব্রিগেডে জনসভায় যাওয়ার জন্য সমর্থক পিছু দুশো টাকা টিফিন বাবদ দেওয়া হয়। সেখান থেকেও কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ ওঠে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। রাজীব কোনাই নামে জেলার একটি সেলের এক কার্যকতা সমাজমাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে সেই কথা বলেন। যদিও সেই পোস্টের সত্য যাচাই করা হয়নি। এক বিজেপি নেতা বলেন, মূল লড়াই তো শুভেন্দু বনাম মমতা। বিজেপি কোথায়? ফাণ্ড পাঠানোর কারণে টিকিট বন্টন হয়েছে। রামপুরহাট তার উদাহরণ। নব্বইয়ের দশকে যখন রামপুরহাট বিধানসভার অধীনে মল্লারপুর ছিল। তখন মল্লারপুরের বাসিন্দা সত্যেন দাস ভূমিপুত্র হিসাবে দু'বার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ২০০১ সালে প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক সুভাষ গোঁসাই লড়েছিলেন। ২০১১ সালে রামপুরহাট পুরসভার বাসিন্দা শুভাশিস চৌধুরী ভূমিপুত্র হিসাবে প্রার্থী হন। ফের ভূমিপুত্র হিসাবে চৌধুরী প্রার্থী হন। সে বারের বিধান বিজেপি রামপুরহাট ৯৪ হাজার ভোট পেয়েছিল। রামপুরহাট সব সময় বিজেপিকে এগিয়ে রাখে ১০,০০০ ভোটে। গত নির্বাচনে সেই গ্যাপ কমিয়ে তৃণমূল অনেকটা এগিয়েছে। তবে, এবার বিজেপি সমর্থন করেন অনেক অনেক ভোটারের মুখে শোনা যাচ্ছে, বিজেপির প্রার্থী নির্বাচন ঠিক হয়নি। তৃণমূলের সঙ্গে ভালো বোঝাপ।। আছে। তারাও এটাও বলছেন, যে তাঁদের হাতে অন্য অপশন নেই। এক্ষেত্রে বিজেপি নেতা শুভাশীষ চৌধুরী বলেন, বিজেপির প্রতীকটাই সব। ধ্রুব সাহা প্রার্থী হওয়ায় তৃণমূলে অন্দরে স্বস্তির সুবাতাস বইছে। কেউ কেউ দাবি করছেন, রামপুরহাটে তৃণমূল ওয়াকভার পেয়ে গেল। বিষয়টা একেবারে উড়িয়ে না দিয়ে, ভোটারদের একাংশ বলছেন, প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট রামপুরহাটে কাজ করে। তাছাড়াও বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক অস্ত্র বিজেপির হাতে ছিলো। তা কাজে লাগাতে গেলে একটা স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রার্থীর দরকার ছিলো। রামপুরহাটকে নিয়ে ভবিষ্যতে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের আর একটু সিরিয়াস হওয়ার প্রয়োজন আছে। গত নির্বাচনে মহম্মদ বাজার ব্লক আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরী বাঁচিয়েছিল। সেই নির্বাচনে বিজেপি রামপুরহাটে তৃণমূলের থেকে ৮ হাজার ৮৭২ ভোটে পরাজিত হয়েছিল। এবার কত মার্জিন বাড়বে বা কমবে, ভোট সুইং করলে কতটা করবে এবং কার পক্ষে যাবে সেটা সময় বলবে। প্রচারে এক বিজেপি নেতার অভিজ্ঞতা সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে অনেকটা চমকের মতো। জনতা জনার্দন নাকি বলছেন, কেউ বিরিয়ানি না কী খাওয়াচ্ছে? প্রার্থী খারাপ না ভালো, কিম্বা মন্দের ভালো? - এসব নিয়ে ভাবতে হবে না। বুথে থাকুন। কাউন্টিংয়ে শেষ পর্যন্ত থাকুন। বাকিটা আমাদের উপর ছেড়ে দিন।

অসুস্থ মাকে রাস্তায় ফেলে চলে গেল গুণধর ছেলে

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৩১ মার্চ ঃ চরম অমানবিকতার নিদর্শন, অসুস্থ মাকে রাস্তায় রেখে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল গুণধর ছেলের বিরুদ্ধে, এমনই এক

মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনায় ঘটেছে চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ ধাম স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে নবদ্বীপ ধাম স্টেশন সংলগ্ন রাস্তার পাশে পড়ে থাকা বেবি সরকার নামক শারীরিকভাবে অসুস্থ ও অভূক্ত মহিলাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নবদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয় পৃথিবী ফাউন্ডেশন নামক সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, নবদ্বীপ শহরের বাসিন্দা বেবি সরকার দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ। অসুস্থ ওই মহিলার অভিযোগ তার গুণধর ছেলে অর্ধেন্দু সরকার বাড়িঘর বিক্রি করে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে চলে গেছে। যাওয়ার আগে তাকে অসুস্থ অবস্থায় নবদ্বীপ ধাম স্টেশনের কাছে রেখে চলে যায়। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দিন অসুস্থ এবং অভুক্ত অবস্থায় বেবি সরকার নামক ওই মহিলাকে রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা, জানা যায় তাকে খাবার দিলেও এতটাই অসুস্থ যে মুখে একটা দানাও তোলার শক্তি নেই। ফলে অভূক্ত অবস্থাতেই দিন কাটাতে হচ্ছিল ওই মহিলাকে। সোমবার স্থানীয় এক টোটো চালকের তৎপরতায় সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা ওই মহিলাকে উদ্ধার করতে ছুটে আসেন। পৃথিবী ফাউন্ডেশন নামক সামাজিক সংগঠনের অন্যতম সদস্য দিব্যশ্রী জানান, আমরা স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। সেখানে গিয়ে দেখতে পাই মাছিতে ছেঁকে ধরেছে ওই অসুস্থ মহিলাকে। তড়িঘড়ি ওই মহিলাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় নবদ্বীপ হাসপাতালে। বর্তমানে হাসপাতলে ভর্তি করে শুরু হয়েছে অসুস্থ মহিলার চিকিৎসা। অপরদিকে ছেলের এহেনও কীর্তিতে হতবাক পথ চলতি সাধারণ মানুষ। এ এক অমানবিকতার চরম নিদর্শন।

আপনার সারাজীবনের সঞ্চয় রক্ষা করুনঃ পেনশন জালিয়াতি রুখতে পূর্ব রেলের জরুরি সতর্কতা

কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ ৬৮ বছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার মি. দাসের কাছে একটি সাধারণ মঙ্গলবার বিকেল হঠাৎই দু ঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছিল একটি ফোন কলের মাধ্যমে। ফোনের ওপার থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরটি ছিল অত্যন্ত পেশাদার এবং কর্তৃত্বপূর্ণ, যিনি নিজেকে রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। স্যার, আপনার পিপিও সংক্রান্ত তথ্য পুরনো হয়ে গেছে। আমি এখনই যে ওটিপি পাঠালাম সেটি না দিলে আগামীকাল থেকে আপনার পেনশন বন্ধ হয়ে যাবে,-এই ছিল সেই ব্যক্তি‍র সতর্কবার্তা। মাসিক আয় বন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিত মি. দাস কোডটি প্রায় দিয়েই দিচ্ছিলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি যখন ক্রমশ আগ্রাসী আচরণ শুরু করেন, তখন সন্দেহ হওয়ায় তিনি ফোনটি কেটে দেন এবং তার প্রাক্তন অফিসে যোগাযোগ করেন। এর মাধ্যমেই তিনি একটি বড় ফাঁদ থেকে রক্ষা পান, যে ফাঁদে দুর্ভাগ্যবশত অনেকেই পা দিচ্ছেন। রেলওয়ে কর্মকর্তা বা ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি সেজে জালিয়াতির ঘটনা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাওয়ায়, পূর্ব রেলওয়ে তার সমস্ত পেনশনারদের অত্যন্ত সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছে। এই প্রতারকরা প্রায়শই উচ্চ-চাপের কৌশল ব্যবহার করে ব্যক্তিগত তথ্য এবং কষ্টার্জিত সঞ্চয় হাতিয়ে নেয়। আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি যে, প্রত্যেক পেনশনার যেন তাদের পেনশন পেমেন্ট অর্ডার নিরাপদ হেফাজতে রাখেন এবং পিপিও-র কপি বা পেনশনের সুনির্দিষ্ট তথ্য অপরিচিত কাউকে প্রদান না করেন। তাছাড়া, পেনশনারদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, পেনশন প্রদানকারী ব্যাঙ্ক, পেনশন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ বা পিপিও প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কখনোই যাচাইকরণের জন্য কোনো পেনশনারকে ওটিপি পাঠায় না। অ্যাকাউন্টস অফিসের পেনশন বিভাগকে সর্বদা আপনার বর্তমান ফোন নম্বর সম্পর্কে অবহিত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি বছর নভেম্বর মাসে পেনশনারদের উচিত 'জীবন প্রমাণ' পোর্টাল বা অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়া। এই প্রক্রিয়ায় যদি কোনো সহায়তার প্রয়োজন হয়, তবে পেনশনারদের ফোনে আসা কণ্ঠস্বরের ওপর বিশ্বাস না করে সশরীরে তাদের পেনশন প্রদানকারী ব্যাঙ্ক বা পিপিও প্রদানকারী অফিসে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। পূর্ব রেলের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন, আমাদের পেনশনাররা নিষ্ঠার সাথে দেশের সেবা করেছেন এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। আমরা সকলকে অনুরোধ করছি যেন আপনারা অযাচিত ফোন কল থেকে সাবধান থাকেন। ফোনে আধিকারিক পরিচয় দিলেও কাউকে আপনার গোপন আর্থিক তথ্য দেবেন না।

শিক্ষক বনাম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের লড়াই, ভোটে টক্কর নন্দকুমার বিধানসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দকুমারঃ গত তিনবারের শাষকদলের বিধায়ক সুকুমার বেরা তিনিই এবারের তৃণমূল প্রার্থী, অপরদিকে তারই এক সময়কার সহকর্মী ছিলেন নির্মল খাঁড়া, পেশায় শিক্ষক। এই নির্মল খাঁড়া তৃণমূলের দুর্নিতি, নানা কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি-তে যোগদান করেছিলেন কয়েক বছর আগে। আজ সর্বভারতীয় বিজেপি দলের নন্দকুমার বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নির্মল খাঁড়া। শুভেন্দু অনুগামী হিসাবে পরিচিত এই নির্মল খাঁড়া। পেশায় শিক্ষক হলেও নির্মলবাবু দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। পূর্ব মেদিনীপুরের মানচিত্রে এই বিধানসভাটি ঠিক মধ্যবর্তী এলাকায়। পূর্বে এটি নরঘাট বিধানসভা হিসাবে বামফ্রন্টের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত ছিল। জেলা সদর তমলুকের লাগোয়া এই নন্দকুমার বিধানসভা মহিষাদল বিধানসভা এলাকায় বেশিরভাগ অংশ ছিল অধুনা লুপ্ত নরঘাট বিধানসভা এলাকায়। ২০১১ সালে বিধানসভা এলাকা পূর্ণ বিন্যাসের পাশাপাশি নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের আবহে রাজ্য রাজনৈতিক পালাবদল হয়। নন্দকুমারে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি গড়ে ওঠে। মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি বলেন, ''সারাবছর মানুষের সঙ্গে থেকেছি।'' কিন্তু বাসিন্দাদের অভিযোগ এলাকার যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ পুয়াদা থেকে দানিপুর রাস্তা এখনও বেহাল। নন্দকুমার বিধানসভা এলাকার মধ্যে রয়েছে গোটা নন্দকুমার ব্লক ও তমলুক ব্লকের পদুমপুর ১, ২ ও বিষ্ণুবাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা। ২০০৮ সাল থেকে এই দুই ব্লকের পঞ্চায়েত

সমিতি ও অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতাও চলে এসেছিল তৃণমূলের হাতে। গত ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে এই সুকুমার দে-র লড়াই ছিল বাম নেতা ব্রহ্মময় নন্দের বিরুদ্ধে। জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী সুকুমার দে। ২০১৬ সালেও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বামেরা। সেইবার সুকুমার দে-র বিরুদ্ধে বাম সমর্থিত নির্দল প্রার্থী ছিলেন সিরাজ খাঁন, বর্তমানে পাঁশকুড়া পশ্চিম বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী। সেই বারেও জয়ী হন সুকুমার দে। ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের লড়াই ছিল বিজেপি প্রার্থী নীলাঞ্জন অধিকারীর বিরুদ্ধে। নীলাঞ্জন অধিকারী ২০১১ ও ২০১৬ সালেও বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী হিসাবে লড়াই করেছিলেন। বিগত দিনে পেশায় শিক্ষক নির্মল খাঁড়া সুকুমার দে-র সাথে তৃণমূল করতেন। ফলে নির্মলবাবু, সুকুমার দে-র রণনীতি, শক্তি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে সবটাই ওয়াকিবহাল। এবারের লাইয়ে বিজেপি কিছুটা বাড়তি সুবিধা পাবে। তৃণমূল প্রার্থী সুকুমার দে-র প্রচারে উন্নয়ন উন্নয়ন করলেও খঞ্চি থেকে ঠেকুয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা বেহাল, পানীয় জলের কাজ হচ্ছে খুব ধীর গতিতে, জল নিকাশী একাধিক খাল সংস্কারের অভাবে মজে গিয়েছে। তাদের আরও অভিযোগ তাঁর ভাই সৌমেন দে-কে বিগত দিনে জেলাপরিষদ থেকে ঠিকাদারির কাজ পাইয়ে দেওয়ার কাজ করতেন। তবে তার ভাই বিগত বছর দুয়েক আগে হঠাৎ করে মারা যান। আরও একাধিক অভিযোগ আসে ওনার বিরুদ্ধে। কাঠমানি থেকে শুরু করে মানুষদের সঠিক পরিষেবা না দেওয়ার। এলাকার মানুষ বিধায়কের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি বলেন উনি অবিবাহিত ব্যক্তি, সংসারের দায়িত্ব না থাকা সত্ত্বেও জনগণের প্রতি ভালো ব্যবহার করেন নি। তার উপর সম্প্রতি নন্দকুমার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস এর জেলা সভানেত্রী শিবানী দে কুন্ডুর ক্ষোভ প্রকাশ্যে আসার জেরে তৃণমূল শিবিরে অস্বস্তি বেড়ে গিয়েছে।

উবের শাটল বন্ধের সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ অ্যাপ ক্যাব সংস্থা উবের কলকাতা শহরতলীতে তাদের জনপ্রিয় পরিবহন পরিষেবা উবের শাটল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী শুক্রবার থেকে তাদের এই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাবে বলে সংস্থার তরফে গ্রাহকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ২০২৩ সালে উবের এই পরিষেবা শুরু করেছিল। এই দিকে ওয়েস্ট বেঙ্গল অনলাইন ক্যাপ অপারেটরস গিল্ড এর তরফে সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন বর্তমানে কলকাতায় এই পরিষেবার সঙ্গে প্রায় এক হাজারটি গাড়ি যুক্ত রয়েছে।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Temporary Electrical Installation work for Accommodation of CAPF/SPF at different accommodation centers for WBLA General Election 2026 under CPC/Hooghly Rural Police District,Hooghly.. ."

NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-45 of 2025-26

Bid submission closing date: **02/04/2026 upto 02.30 P.M.**

Corrigendum if any will be published in website only.

Details of N.I.T.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Logistics and manpower arrangements of Appellate Tribunal Kolkata : IT Infrastructural arrangments.." **[Job No. KIT/RW/163 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-125/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **04.04.2026 up to 03.00 PM**
2. Name of Work: "Logistics and manpower arrangements of Appellate Tribunal Kolkata : Computers and peripherals.." **[Job No. KIT/RW/164 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-126/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **04.04.2026 up to 03.00 PM**
3. Name of Work: "Provision for Temporary arrangements of neccessary IT equipments for the programme to be attended by VVIP in connection with celebration of state Foundation day of Rajasthan and Odisha at Lok Bhaban on 6th, April, 2026.." **[Job No. KIT/RW/165 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-127/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **04.04.2026 up to 03.00 PM** 4. Name of Work: "Provision for temporary high speed internet connectivity for the programme to be attended by VVIP in connection with celebration of state Foundation day of Rajasthan and Odisha at Lok Bhaban on 6th, April, 2026.." **[Job No. KIT/RW/166 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-128/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **04.04.2026 up to 03.00 PM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়ার্স লিমিটেড
CIN: L21300WB1973PLC028854
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ফলতা SEZ, সেক্টর- ।।, পাম্প হাউস নং ৩-এর নিকট,
গ্রাম ও মৌজা-আকালমেঘ, জেলা-২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫০৪
কর্পোরেট কার্যালয়ঃ ১০, মিডলটন রো, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোনঃ (০৩৩) ৪০০১ ০০৬১
ই-মেইলঃ investors@iclbelting.com ওয়েবসাইটঃ www.iclbelting.com

পোস্টাল-ব্যালট সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়ার্স লিমিটেড (কোম্পানি)-এর সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন)-এর ধারা ১০৮, ১১০ এবং প্রযোজ্য অন্যান্য বিধানাবলির (যদি থাকে) পরিপ্রেক্ষিতে-যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ (বিধিমালা)-এর বিধি ২০ ও ২২-এর সাথে পঠিতব্য-এবং আইন ও বিধিমালার অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানাবলি, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA) কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলার ও প্রজ্ঞাপনসমূহ (MCA সার্কুলার), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধানমালা, ২০১৫ (তালিকাভুক্তি প্রবিধানমালা)-এর প্রবিধান ৪৪, 'দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া' কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ সভা সংক্রান্ত সচিবালয় মানদণ্ড (এসএস-২) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, বিধি ও প্রবিধানাবলির (যার অন্তর্ভুক্ত হলো বর্তমানে বলবৎ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন) অধীনে কোম্পানি ২৬ মার্চ, ২০২৬ তারিখের 'পোস্টাল ব্যালট নোটিশ'টি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করেছে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা শুক্রবার, ২০ মার্চ, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/ কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার হস্তান্তর প্রতিনিধি (RTA)-মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রা. লি.-এর নিকট নিবন্ধিত ছিল এবং উক্ত নোটিশের মাধ্যমে নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচিভুক্ত বিষয়সমূহের জন্য সদস্যদের অনুমোদন চাওয়া হয়েছেঃ

আইটেম নং	কার্যসূচী	রেজোলিউশন-এর ধরন
১	কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১৮৫ ধারার অধীন ঋণ প্রদান, জামানত প্রদান বা নিরাপত্তা প্রদানের অনুমোদন।	বিশেষ
২	সম্পর্কিত পক্ষের লেনদেনের অনুমোদনের বিষয়টি	সাধারণ

এমসিএ-এর সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী, 'পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি'টি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে, যাঁরা কোম্পানি / ডিপোজিটরি/ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী / RTA-এর নিকট তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন এবং যাঁদের নাম শুক্রবার, ২০ মার্চ, ২০২৬ (যা 'কাট-অফ তারিখ' হিসেবে গণ্য)-তারিখ অনুযায়ী কোম্পানি RTA / ডিপোজিটরি কর্তৃক সংরক্ষিত 'সদস্যদের রেজিস্টার' বা 'সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টার'-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি, যিনি উক্ত কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তিনি এই বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে গ্রহণ করবেন।
ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL)-এর সেবা গ্রহণ করেছে। ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য 'এইচ. ভি. বোল্লা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস' (চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস)-এর স্বত্বাধিকারী শ্রী এইচ. ভি. বোল্লা-কে (সদস্যপদ নং. ০৬৯১২৫ ফার্ম নিবন্ধন নং. ৩৩২১৫৭ই) 'স্ক্রুটিনাইজার' হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।
সদস্যগণ নিচে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাঁদের ভোট প্রদান করতে পারবেন।

দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের সূচনা ঃ বুধবার, ১ এপ্রিল ২০২৬, সকাল ৯.০০টা
দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের সমাপ্তি ঃ বৃহস্পতিবার, ৩০ এপ্রিল ২০২৬, বিকেল ৫.০০টা

উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পর দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না এবং উল্লিখিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই NSDL কর্তৃক ই-ভোটিং মডিউলটি অবিলম্বে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। শুধুমাত্র সেইসব শেয়ারহোল্ডারগণই তাঁদের ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন, যাঁদের নাম 'কাট-অফ তারিখ' অনুযায়ী ডিপোজিটরিগুলো কর্তৃক সংরক্ষিত 'সদস্যদের রেজিস্টার' অথবা 'সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টার' -এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।
ডিমেটেরিয়ালাইজড বা ভৌত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যগণ এবং যেসব সদস্য তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি-তাঁদের ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে 'পোস্টাল ব্যালট নোটিশ'-এ বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব সদস্য তাঁদের 'ইউজার আইডি' এবং 'পাসওয়ার্ড' ভুলে গেছেন, তাঁরা কীভাবে তা পুনরুদ্ধার বা নতুন করে তৈরি করতে পারবেন-সেই পদ্ধতিও উক্ত নোটিশে প্রদান করা হয়েছে। সদস্যগণ তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করার জন্য 'পোস্টাল ব্যালট নোটিশ'-এ প্রদত্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করতে পারেন।
প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে, তা ই-ভোটিংয়ের সর্বশেষ তারিখে-অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ৩০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে-গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে। ই-ভোটিংয়ের ফলাফল সোমবার, ৪ মে ২০২৬ তারিখ বা তার পূর্বে ঘোষণা করা হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জ, ডিপোজিটরি ও RTA-কে অবহিত করার পাশাপাশি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.Iclbelting.com-এ প্রদর্শন করা হবে।
পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.iclbelting.com-এ স্টক এক্সচেঞ্জ-অর্থাৎ BSE Ltd এবং National Stock Exchange of India Limited-এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.bseindia.com ও www.nseindia.com-এ এবং NSDL (রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা)-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাচ্ছে। যেসব সদস্য পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি পাননি, তারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলো থেকে এটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নথিপত্রগুলো ভোটদানের শেষ তারিখ পর্যন্ত ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ রয়েছে যেসব সদস্য উক্ত নথিপত্র পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক, তারা investors@iclbelting.com ঠিকানায় একটি ই-মেইল পাঠাতে পারেন।
রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা NSDL-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের 'ডাউনলোড' বিভাগে উপলব্ধ 'শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQs) এবং 'শেয়ারহোল্ডারদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং ব্যবহার নির্দেশিকা' দেখতে পারেন। বিকল্প হিসেবে, তাঁরা NSDL-এর শ্রী অমিত বিশাল (এভিপি) অথবা শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে (ম্যানেজার)-এর সাথে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেনঃ ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ' উইং, ৪তল, কমল মিলস কমপাউন্ড, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই- ৪০০ ০১৩ অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ১১৮০০ ১০২০ ৯৯০-এ কিংবা ই-মেইল আইডি evoting@nsdl.co.in-এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়া, তাঁরা কোম্পানির কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রীমতি দীপ্তি শর্মার সাথে ই-মেইল আইডি investors@iclbelting.com-এ অথবা টেলিফোন নম্বর ০৩৩ ৪০০১ ০০৬১-এও যোগাযোগ করতে পারেন।

ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়ার্স লিমিটেড-এর পক্ষে,
স্বাক্ষর /- দীপ্তি শর্মা
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩১ মার্চ, ২০২৬

ফ্যাশনের মজা

হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যের শাড়ি-নতুন স্টাইলে ফিরুক তরুণীদের ওয়ার্ডরোব

ফ্যাশনের সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। আধুনিকতার ঢেউয়ে ভেসে আজকের তরুণ প্রজন্ম ক্রমশ ঝুঁকছে পশ্চিমি পোশাকের দিকে। জিনস, টপ, কুর্তি কিংবা সালোয়ার-এইসব আরামদায়ক পোশাকই হয়ে উঠেছে দৈনন্দিন জীবনের প্রথম পছ ন্দ। ফলে একসময় বাঙালি নারীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ শাড়ি যেন একটু একটু করে সরে যাচ্ছে জীবনের প্রান্তে। অনেক তরুণীর মতে, শাড়ি পরা ঝামেলাপূর্ণ এবং সময়সাপেক্ষ, তাই অফিস যাওয়া বা নিত্যদিনের কাজে তারা বেছে নিচ্ছেন সহজ-সরল আধুনিক পোশাক। তবে এর অর্থ এই নয় যে শাড়ির প্রতি ভালোবাসা সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। বিয়ে, পূজা বা বিশেষ অনুষ্ঠানে এখনও শাড়ির কদর অটুট। শিফন, লিনেন, কাঞ্জিভরম বা পাটোলা-বিভিন্ন ধরনের শাড়ি আজও জায়গা করে নেয় তরুণীদের পছঃেদর তালিকায়। বিশেষ করে সুতির শাড়ির জনপ্রিয়তা সাম্প্রতিক সময়ে বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। স্লিভলেস ব্লাউজের সঙ্গে সাদামাটা সুতির শাড়ির স্টাইলিশ উপস্থাপন তরুণীদের মধ্যে নতুন ট্রেন্ড তৈরি করেছে। তবুও উদ্বেগের বিষয় হল, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বহু ঐতিহ্যবাহী শাড়ি আজ অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। বাংলার তাঁতের শাড়িও কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে, যদিও টাঙ্গাইল, জামদানি এবং বেগমপুরীর মতো শাড়ির চাহিদা এখনও রয়েছে। সস্তা, আরামদায়ক এবং সহজে পরা যায় বলে এই শাড়িগুলি জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে। কিন্তু দেশের অন্যান্য অঞ্চলের বেশ কিছু ঐতিহ্যবাহী শাড়ি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম গোয়ার কুনবি শাড়ি, যা কলোনিয়াল গোয়ান চেক নামেও পরিচিত। লাল, কালো বা মেরুনের মতো গাঢ় রঙে তৈরি

এই শাড়ি প্রাকৃতিক রং দিয়ে রঞ্জিত হয়। চেক নকশা এবং সাধারণ বর্ডারই এর বৈশিষ্ট্য। একসময় গোয়ার মহিলারা ব্লাউজ বা সায়া ছাড়াই বিশেষভাবে এই শাড়ি পরতেন, যা কৃষিকাজে সুবিধাজনক ছিল। বর্তমানে এই শাড়ি অনলাইনে পাওয়া গেলেও এর চাহিদা কমে গেছে। অথচ আধুনিক স্টাইলিংয়ে এই শাড়ি ক্রপ টপ, অফ-শোল্ডার ব্লাউজ বা ব্লেজারের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে যায়, এমনকি স্নিকার্সের সঙ্গেও এটি স্টাইলিশ লুক দিতে পারে। উত্তর কর্নাটকের পাতেদা আঞ্চু শাড়িও প্রায় শতবর্ষ প্রাচীন একটি ঐতিহ্য। স্থানীয়দের কাছে এটি পবিত্র হিসেবে বিবেচিত হয় এবং অনেকেই দেবতার উদ্দেশ্যে এই শাড়ি অর্পণ করেন। খসখসে সুতো দিয়ে তৈরি এই ভারী সুতির শাড়িতে থাকে জ্যামিতিক চেক প্যাটার্ন এবং গঙ্গা-যমুনা স্টাইলের পাড়। এর বিশেষত্ব হল, এটি দু'দিক থেকেই পরা যায় এবং ইস্ত্রি করার প্রয়োজন হয় না। পরিবেশবান্ধব এই শাড়ি আজ বিলুপ্তির পথে। তেলেঙ্গানার গোল্লাভামা শাড়িও এক অনন্য ঐতিহ্যের বহনকারী। গোল্লাভামা শব্দের অর্থ গোয়ালিনী, আর সেই কারণেই শাড়ির আঁচল ও পাড়ে দেখা যায় দুধের পাত্র হাতে নারীর নকশা। ২০১২ সালে জিআই ট্যাগ পাওয়া এই শাড়ি সম্পূর্ণ হাতে বোনা এবং উজ্জ্বল রঙে সজ্জিত। একসময় এই শাড়ি ছিল স্থানীয় নারীদের প্রথম পছ ঃদ, কিন্তু এখন তা অনেকটাই হারিয়ে যেতে বসেছে। ঔরঙ্গাবাদের হিমরু শাড়ির ইতিহাস আরও প্রাচীন। মুঘল আমল থেকে নবাব পরিবারের মহিলারা এই শাড়ি পরতেন, যা এর রাজকীয়তা এবং আভিজাত্যকে তুলে ধরে। এই শাড়ি তৈরি করতে সময় বেশি লাগে এবং দামও তুলনামূলকভাবে বেশি, ফলে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। এ কারণেই এর জনপ্রিয়তা কমে গিয়ে অস্তিত্ব সংকট তৈরি হয়েছে। তামিলনাড়ুর মাদুরাই অঞ্চলের সুনগুডি শাড়ি সপ্তদশ শতকের ঐতিহ্য বহন করে। টাই-অ্যান্ড-ডাই পদ্ধতিতে তৈরি এই শাড়ি প্রাকৃতিক রঙে রঞ্জিত হয় এবং হালকা হওয়ায় গরমের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। ছোট বিঃদু বা জ্যামিতিক নকশা এই শাড়িকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তোলে। কিন্তু আধুনিক ফ্যাশনের চাপে এই শাড়ির চাহিদাও কমে যাচ্ছে। এই সমস্ত শাড়ির মধ্যে রয়েছে আমাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং কারুশিল্পের ছাপ। এগুলি শুধুমাত্র পোশাক নয়, বরং একেকটি অঞ্চলের পরিচয় বহন করে। তাই এগুলিকে নতুন প্রজন্মের কাছে ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি। তরুণীরা যদি একটু ভিন্নভাবে ভাবেন, তবে এই ঐতিহ্যবাহী শাড়িগুলিকেও আধুনিক ফ্যাশনের সঙ্গে মেলানো সম্ভব। ক্রপ টপ, জ্যাকেট, বেল্ট বা স্নিকার্সের সঙ্গে শাড়ি পরলে তা যেমন স্টাইলিশ লাগে, তেমনই আরামদায়কও হতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ধরনের ফিউশন লুক ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। অতএব, সময় এসেছে শাড়িকে শুধুমাত্র উসবের পোশাক হিসেবে না দেখে দৈনঃদিন ফ্যাশনের অংশ করে তোলার। ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন নতুন চিন্তাভাবনা এবং উপস্থাপনার। এই হারিয়ে যেতে বসা শাড়িগুলিকে যদি আমরা নিজেদের ওয়ার্ডরোবের অংশ করি, তবে একদিকে যেমন আমাদের সংস্কৃতি রক্ষা পাবে, তেমনই ফ্যাশনে আসবে এক নতুন বৈচিত্র্য।সবশেষে বলা যায়, শাড়ি শুধুমাত্র একটি পোশাক নয়-এটি আমাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং শিল্পঐতিহ্যের এক জীবন্ত প্রতীক। আধুনিকতার দৌ।ে অনেক পুরনো শাড়ি হারিয়ে যেতে বসেছে ঠিকই, কিন্তু সচেতনতা ও নতুন স্টাইলিংয়ের মাধ্যমে সেগুলিকে আবারও জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব। তরুণ প্রজন্ম যদি ফিউশন ফ্যাশনের মাধ্যমে এই শাড়িগুলিকে নিজেদের দৈনঃন্দিন জীবনে জায়গা দেয়, তবে ঐতিহ্য যেমন বাঁচবে, তেমনই ফ্যাশনও পাবে নতুন মাত্রা। তাই এখনই সময় পুরনোকে নতুনভাবে গ্রহণ করার-কারণ শিক।কে সঙ্গে নিয়েই গড়ে ওঠে সত্যিকারের আধুনিকতা।

হরমুজ ইস্যুতে ফের তপ্ত বার্তা, যুদ্ধবিরতির আশার মাঝেই বাড়ল উত্তেজনা

৩১ মার্চ ঃ মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতি আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা নিয়ে যখন আন্তর্জাতিক মহলে জোর আলোচনা চলছে, ঠিক সেই সময়ই হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে কড়া অবস্থান নিলেন ট্রাম্প। ইরানকে সরাসরি হুমকি দিয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন, দ্রুত হরমুজ প্রণালী খুলে না দিলে আমেরিকা কঠোর সামরিক পদক্ষেপ নিতে পিছপা হবে না। এমনকি ইরানের বিদ্যুকেন্দ্র, তেল ভাণ্ডার এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস করার কথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন তিনি। নিজস্ব সমাজমাধ্যম -এ একাধিক পোস্টে ট্রাম্প দাবি করেন, যুদ্ধবিরতি নিয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই একটি চুক্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই ইরানের সঙ্গে কোনও সমঝোতায় পৌঁছনো যেতে পারে। তবে এই আশাবাদের পাশাপাশি তিনি কঠোর সতর্কবার্তাও দিয়েছেন-যদি আলোচনায় কোনও রফাসূত্র না মেলে, তাহলে হরমুজ প্রণালী অবিলম্বে খুলে দিতে হবে। হরমুজ প্রণালী, যা বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ, আন্তর্জাতিক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রণালী দিয়ে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছয়। ফলে এই পথ বন্ধ হয়ে গেলে বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা লাগতে পারে। সেই কারণেই বিষয়টি নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। ট্রাম্প তাঁর পোস্টে আরও লেখেন, যদি ইরান হরমুজ প্রণালী খুলতে অস্বীকার করে, তাহলে আমেরিকা ইরানের সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, তেল ভাণ্ডার এবং গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালাতে পারে। শুধু তাই নয়, তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন Kharg Island-এর নাম-যা ইরানের প্রধান তেল রফতানি কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এই দ্বীপে হামলার কথাও তিনি উড়িয়ে দেননি।এছাড়াও ট্রাম্প জানান, ইরানের লবণাক্ত জল শোধনাগারগুলিও সম্ভাব্য টার্গেট হতে পারে। তাঁর দাবি, এখনও পর্যন্ত আমেরিকা এই ধরনের অবকাঠামোর উপর হামলা চালায়নি, তবে প্রয়োজন পড়লে সেই সিদ্ধান্তও নেওয়া হতে পারে। ট্রাম্প এই কঠোর অবস্থানকে

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ইরানের সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডের জবাব দিতেই এই পদক্ষেপ বিবেচনা করা হচ্ছে। তিনি অতীতের ঘটনাও টেনে এনে বলেন, মার্কিন নাগরিকদের মৃত্যুর প্রতিশোধ হিসেবেও এই পদক্ষেপ দেখা যেতে পারে। অন্যদিকে, ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৫ দফা শর্তও সামনে আনা হয়েছে। এই শর্তগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল হরমুজ প্রণালী খোলা রাখা এবং ইরানের পরমাণু কর্মসূচির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন, ইরানের সঙ্গে আলোচনায় অগ্রগতি হচ্ছে এবং তেহরানও যুদ্ধবিরতির জন্য আগ্রহী। তবে এই দাবিকে সম্পূর্ণভাবে খারিজ করেছে ইরান। দেশের শীর্ষ সামরিক নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তারা কোনওভাবেই আমেরিকার চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না। ইরানের যৌথ সামরিক কমান্ডের মুখপাত্র Ebrahim Zolfaghari কড়া ভাষায় বলেন, আমরা কখনওই এমন দেশের সঙ্গে আপস করব না, যারা আমাদের উপর এইভাবে চাপ সৃষ্টি করে। অতীতেও বলেছি, এখনও বলছি-আমরা কোনও চুক্তিতে যাব না।এই পাল্টা প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পরিস্থিতি আপাতত শান্ত হওয়ার বদলে আরও জটিল আকার নিতে পারে। একদিকে যেখানে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের আশা তৈরি হয়েছিল, অন্যদিকে ট্রাম্পের হুমকি ও ইরানের অনমনীয় অবস্থান সেই সম্ভাবনাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে এই উত্তেজনা যদি আরও বাড়ে, তাহলে তার প্রভাব পড়বে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে। তেলের দাম হু হু করে বাড়তে পারে, যা সরাসরি প্রভাব ফেলবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায়। পাশাপাশি, মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে সামরিক সংঘাত শুরু হওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে, একদিকে যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা, অন্যদিকে যুদ্ধের হুমকি-এই দুইয়ের টানাপোড়েনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বর্তমান পরিস্থিতি। আন্তর্জাতিক মহল এখন নজর রাখছে পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। ট্রাম্প ও ইরানের মধ্যে এই সংঘাত শেষ পর্যন্ত কূটনৈতিক সমাধানের পথে এগোবে, নাকি আরও বড় সংঘর্ষের দিকে গড়াবে-সেই উত্তরই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল ও ইরানের সংঘাত পড়লো পঞ্চম সপ্তাহে

তেহরান, ৩১ মার্চ (হি.স.)ঃ পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল ও ইরানের সংঘাত পড়লো পঞ্চম সপ্তাহে। ফের নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল। রবিবার সৌদি আরবের প্রিন্স সুলতান এয়ারবেসে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় মার্কিন বায়ুসেনার অত্যাধুনিক ই-৩জি সেন্ট্রি ' নজরদারি বিমান সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) হামলার দায় স্বীকার করে জানিয়েছে, এই যৌথ হামলায় মার্কিন জ্বালানি সরবরাহ ও বিমান সহায়তা বহরকে লক্ষ্য করা হয়েছিল। তাসনিম সংবাদ সংস্থার দাবি, হামলায় একাধিক সামরিক বিমান ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে। জানা গিয়েছে, হামলাটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে চালানো হয় এবং বিমানটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ রাডার ডোমকে লক্ষ্য করে

আঘাত হানা হয়। এই অংশেই অত্যাধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা স্থাপিত থাকে, যা বিমানটির মূল কার্যক্ষমতার কেন্দ্র। হামলার ফলে বিমানটির পিছনের অংশে ব্যাপক কাঠামোগত ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি ' এপিক ফিউরি'-র অংশ হিসেবে বিমানটি ওই ঘাঁটিতে মোতায়েন করা হয়েছিল। বিভিন্ন রিপোর্টে জানা গিয়েছে, এই হামলায় ছয়টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ২৯টি সশস্ত্র ড্রোন ব্যবহার করা হয়। হামলায় অন্তত ১৫ জন মার্কিন সেনা আহত হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। আইআরজিসি আরও জানিয়েছে, লক্ষ্যবস্তু বিমানটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে এবং পাশেই থাকা আরও কয়েকটি বিমানে গুরুতর ক্ষতি হয়েছে। যদিও মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড এখনও এই হামলার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি। উল্লেখ্য, ই-৩ ' বিমান মার্কিন বায়ুসেনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকাশ নজরদারি ও কমান্ড প্ল্যাটফর্ম, যা ২৫০ মাইলেরও বেশি দূরত্বে নজরদারি চালাতে সক্ষম। ০ এই বিমান ধ্বংস হওয়ায় অঞ্চলে মার্কিন নজরদারি ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বড় প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার পর থেকেই উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। পাল্টা জবাবে ইরান উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত মার্কিন ও ইজরায়েলি ঘাঁটিগুলিতে একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে, যার জেরে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

৩.৫ কোটি টাকার মাদক সহ গ্রেফতার বাবা ও দুই ছেলে

বরেলি, ৩১ মার্চ (হি.স.)ঃ উত্তর প্রদেশের বেরেলিতে মাদকবিরোধী টাস্ক ফোর্স (এএনটিএফ)-এর অভিযানে বড় সাফল্য মিলেছে। অবৈধ মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত বাবা ও তাঁর দুই ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে ১.৭৫০ কিলোগ্রাম মাদক (হেরোইন), প্রায় ৯৫০ গ্রাম মাদক (স্ম্যাক) তৈরির উপকরণ, তিনটি মোবাইল ফোন এবং নগদ ৮৭ হাজার ৫২০ টাকা উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩.৫০ কোটি টাকা। ভামোরা থানার অন্তর্গত এলাকার দেবচারা-দাতাগঞ্জ স।কের তখতপুর মোড়ের কাছে সোমবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

২০২৫-২৬ অর্থবঘরে উত্তর-পূর্ব সীনায় রেলওরের সংবোন ও আধুনিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন

মালিগাঁও, ৩১ মার্চঃউত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে, যা সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা, আধুনিকীকরণ, যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রতি তাদের অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করেছে। সম্প্রসারণ কাজের অংশ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০ জোড়া নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু করেছে-যার মধ্যে প্রিমিয়াম, সেমি-প্রিমিয়াম এবং প্রচলিত ট্রেন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-এবং এর মাধ্যমে এই অঞ্চলের তথা দেশের বাকি অংশের সাথে রেল সংযোগ ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করেছে। পরিচালনগত দক্ষতায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৩৫টি ট্রেনের গতিবেগ বৃদ্ধি করেছে এর ফলে ভ্রমণের মোট সময়ে ৬৭৫ মিনিট সাশ্রয় হয়েছে, যা প্রতি ট্রেনে গড়ে প্রায় ১৯ মিনিট সময় কমেছে। একই সাথে, রেলওয়ে ১০০ বৈদ্যুতিকরণের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে যা ভারতীয় রেলেওয়ের স্থায়ী ও শক্তি-সাশয়ী কাজের লক্ষ্য পূরণে অবদান রাখার পাশাপাশি রেললাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক ট্রেনের পরিচালন দক্ষতা উন্নত করেছে। ভৈরবী-সাইরাং রেল লাইনের উদ্বোধন মিজোরামের জন্য এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে যাত্রীসেবা সেখানে অভূতপূর্ব সফলতা পেয়েছে এবং বেশ কয়েকটি ট্রেনে

যাত্রীসংখ্যার হার ১০০ শতাংশেরও অধিক রেকর্ড করা হয়েছে। পণ্য পরিবহন কাম-কাজেও গতি লাভ করেছে, যার মধ্যে সিমেন্ট , স্টন চিপস, যানবাহন এবং অন্যান্য সামগ্রীর পরিবহন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সাইরাঙে প্রথম অটোমোবাইল রেক, নাগাল্যান্ডের মলভোমে পণ্য পণ্যবাহী ট্রেনের চলাচল এবং মেঘালয়ের মেন্ডিপথারে প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গ রেক লোডিংয়ের মতো মাইলফলকগুলো আঞ্চলিক বাণিজ্য, বজার প্রবেশাধিকার এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিকাঠামো ও আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে যার মধ্যে হাওড়া ও গুয়াহাটি সংযোগকারী ভারতের প্রথম ' ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস'-এর প্রবর্তন, এবং একই সাথে নতুন ' ভারত' ও এলএইচবি -সজ্জিত ট্রেন পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত। মুর্কংসেলেক-সিলে সেকশনের উদ্বোধন অরুণাচল প্রদেশে সংযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করবে। এছাড়াও, ' ভারত স্টেশন স্কিম'-র অধীনে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ বেশ কয়েকটি স্টেশনকে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে এর মধ্যে অসমের হয়বরগাঁও রেল স্টেশনটি সমসাময়িক পরিকাঠামো ও স্থানীয় ঐতিহ্যের এক মডেল স্টেশন হিসেবে গড়ে উঠছে, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের কামাখ্যাগুড়ি রেল স্টেশনটিকে ইতিমধ্যেই উন্নত ও যাত্রী-বান্ধব সুযোগ-সুবিধাসহ আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। পরিচালনাগত সাফল্যের পাশাপাশি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে হাসপাতালগুলোকে উন্নত সুযোগ-সুবিধা ও আধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে এবং রেলওয়ে বিদ্যালয়গুলোকে উন্নত পরিকাঠামো ও ডিজিটাল শিক্ষার পরিবেশ দিয়ে সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে তার স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষাগত পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপগুলো উন্নয়নের প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায় যা কেবল উন্নত যাত্রীসেবাই নিশ্চিত করে না, বরং রেলওয়ে কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের উন্নত কল্যাণও সাধন করে-এবং একই সাথে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে।

NAME CHANGE

I, Jainub Bibi (Old Name) W/O–Mainuddin Sk resident of Vill & Po-Kashipur , Ps-Rejinagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Jainub Bibi to Jainob Bibi and henceforth I shall be known as Jainob Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld Judicial Magistrate at Berhampore court on 24/ 02/ 2026. My name Jainob Bibi & Jainub Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I Nurul Hasan, S/o Afzal Hussain@Ali,Residing at Victoria Lane Telinipara, P.O.-Telinipara,P.S.-Bhadreswar,Dist-Hooghly,Pin-712125,West Bengal, INDIA,That my actual date of birth is 30.11.1996.My date of birth wrongly recorded in my educational certificate as 10.05.1996 instead of 30.11.1996 vide an affidavit before the 1st class Judicial magistrate at Chandernagore.Affidavit no.2043.Dated.10.04.2025.

NAME CHANGE

I, Hasibul Saik (Old Name) S/O–Anarul Sekh resident of Vill & Po-Swaruppur , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742166 do hereby declared that I have changed my name from Hasibul Saik to Hasibul Sekh and henceforth I shall be known as Hasibul Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 30/ 03/2026. My name Hasibul Sekh & Hasibul Saik both are same and one identical person.

হারানো প্রাপ্তি

এত দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে আমি টৌটন ঘোষ, পিতা সুনীল কুমার ঘোষ, গ্রামঃ দর্পশীলা, জেলা বীরভূমের বাসিন্দা। আমি শ্যামবাটি মৌজার একটি বাড়ি রামলক্ষ্মী এন্টারপ্রাইজের পক্ষে ১) শ্রী মলয় কুমার চট্টোপাধ্যায়, ২) শ্রী মৌনাক চ্যাটার্জী ৩) শ্রী ময়ুখ চ্যাটার্জীর কাছ থেকে উনারা ২০১৭ সালে শ্রীমতী সোমা চ্যাটার্জী ও শ্রীমতী মিতা পাত্র ক্রয় করে ছিলেন। আমি উনাদের কাছ থেকে ২০২৩ সালে বাড়িটি ক্রয় করেছি। জমি ক্রয়ের সময় উনারা আমাকে পুরোনো দলিল দিয়েছিলে। যার নম্বর ২৪২৮ / ১৭, তারিখ ১৬.০৩.২০১৭। গত ২৭.০৩.২০২৬ তারিখ শ্যামবাটি এলাকায় অসাবধানতাবশত আমার দলিলটি হারিয়ে যায়। উক্ত দলিলটি না পাওয়ায় শান্তিনিকেতন থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করি। যার GDE No. 1393. যদি কেউ উক্ত দলিলটি সন্ধান পান, তাহলে থানায় অথবা নিচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করুন।
টৌটন ঘোষ
মোবাইল নং ৯৪৭৪২২২৪৬৪

NAME CHANGE

I, Aalef Seikh (Old Name) S/O–Nabinaj resident of Vill-Bharatpur Dangapara , Po & Ps-Bharatpur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742301 do hereby declared that I have changed my name from Aalef Seikh to Aalef Sk and henceforth I shall be known as Aalef Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 30/ 03/ 2026. My name Aalef Sk & Aalef Seikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sirajul Islam Sk (Old Name) S/O–Md Yeadul Islam resident of Vill-Karkatapara , P.O- Pulinda, P.S.-Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin No-742134 do hereby declared that I have changed my name from Sirajul Islam Sk to Mirajul Islam and henceforth I shall be known as Mirajul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S.D.E.M 1st class Berhampore court on 23/ 03 / 2026. My name Mirajul Islam & Sirajul Islam Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jali Bibi (Old Name) W/O–Hasibul Sekh resident of Vill & Po-Swaruppur , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742166 do hereby declared that I have changed my name from Jali Bibi to Jolly Khatun Bibi and henceforth I shall be known as Jolly Khatun Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 30/ 03/2026. My name Jolly Khatun Bibi & Jali Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nur Hossain Seikh (Old Name) S/O–Aalef Sk resident of Vill-Bharatpur Dangapara , Po & Ps-Bharatpur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742301 do hereby declared that I have changed my name from Nur Hossain Seikh to Nur Hossain Sk and henceforth I shall be known as Nur Hossain Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 30/ 03/ 2026. My name Nur Hossain Sk & Nur Hossain Seikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tusi Mondal (Old Name) D/O–Nandi Mondal resident of Vill-Gangapur Uttarpara , Po-Bhabta , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim & also I have changed my name from Tusi Mondal to Runa Bibi and henceforth I shall be known as Runa Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/03/2026. My name Runa Bibi & Tusi Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anarul Saik (Old Name) S/O–Insar Sekh resident of Vill & Po-Swaruppur , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742166 do hereby declared that I have changed my name from Anarul Saik to Anarul Sekh and henceforth I shall be known as Anarul Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 30/ 03/2026. My name Anarul Sekh & Anarul Saik both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shyam Bauri @ Shyam Kshetrapal s/o.Lt.Kamal Bauri @ Kamal Kshetrapal previous address vill. Barabendya, P.O. Danga Barabendya, P.S. Indpur, Dist. Bankura. W.B. and present address- vill. Mogra Bhimpara, P.O. Radhakantapur, P.S. Memari, Dist. Purba Bardhaman, 713146, WB do hereby solemnly affirm and declare That my correct name is Shyam Kshetrapal which has been written in my voter card being no. RPB1593888, Aadhaar no.3787 5227 3245 and father's name Lt. Kamal Kshetrapal instead of Shyam Bauri S/o. Lt Kamal Bauri vide an affidavit sworn before the Ld. Executive magistrate, Purba Bardhaman on 15/12/2025. That Shyam Kshetrapal S/o. Lt. Kamal Kshetrapal and Shyam Bauri S/o. Lt. Kamal Bauri is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rituparna Roy Sarkar (Old Name) D/O–Late Haradhan Roy resident of Vivekanandapally , Po & Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 do hereby declared that I have changed my name from Rituparna Roy Sarkar to Rituparna Roy and henceforth I shall be known as Rituparna Roy (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/ 03/ 2026. My name Rituparna Roy & Rituparna Roy Sarkar both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Ambiya, WO Makid Sekh, গ্রামঃ বর্ধনপাড়া, পোঃ পঞ্চহর, থানাঃ পাইকর, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Ambiya, যা আধার ও ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার ছেলে Asraful shaikh এর পাসপোর্টে মায়ের জায়গায় আমার নাম Ambia Bibi লিপিবদ্ধ রয়েছে। ০৩.০২.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Ambiya and Ambia Bibi এক এবং অভিন্ন।

NAME CHANGE

I, Oasef Khan (old name) S/o-Kashem Khan residing at Sundalpur, Nadia Sundalpur, Hogalbedia, Dist-Nadia, Pin-741222 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from OASEF KHAN to OYASEF KHAN and henceforth I shall be known as OYASEF KHAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 31/03/2026. OASEF KHAN (old name) and OYASEF KHAN (new name) both are same and one identical person.

অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল গঠনের নির্দেশিকা জারি হলো মুর্শিদাবাদে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩১ মার্চ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় এসআইআর পর্বে ভোটার তালিকায় নাম বাদ যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য গঠিত হলো অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল। সোমবার রাতে মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলা শাসক (নির্বাচন) এক নির্দেশিকা জারি করে সমস্ত মহকুমা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন এসআইআর সংক্রান্ত শুনানি সময় জুডিশিয়াল অফিসাররা ভোটার তালিকায় নাম রাখা বা বাদ দেওয়া সংক্রান্ত যে সমস্ত নির্দেশিকা জারি করেছেন তার বিরুদ্ধে আবেদনের শুনানির জন্য অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল গঠন করা হচ্ছে। মহকুমা শাসকদের আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যদি কোনও ভোটারের এই সংক্রান্ত কোনও আবেদন থাকে তাহলে দ্রুত তা গ্রহণ করে সেই সংক্রান্ত ডিজিটাল নথি নির্বাচন কমিশনের পোর্টালে আপলোড করার জন্য। অতিরিক্ত জেলা শাসকের জারি করা এই নির্দেশিকা ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদের সমস্ত রিটার্নিং অফিসার এবং বিডিওকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং কলকাতা হাইকোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্য জুড়ে উনিশটি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল গঠনের অংশ হিসেবে মুর্শিদাবাদেও এই ব্যবস্থা চালু হলো। ভোটারদের আপত্তি শুনে তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় পুনর্বহালের সুযোগ দেওয়া হবে এই ট্রাইব্যুনালে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার জন্য যে ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে ১১ লক্ষের বেশি ভোটারের নাম 'বিচারাধীন' তালিকায় ছিল। সোমবার থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার বাইশটি বিধানসভা কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। ২৮ ফেব্রুয়ারির পর নির্বাচন কমিশন কয়েক দফায় একাধিক সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। তবে কোনও রাজনৈতিক দলের কাছে এখনও স্পষ্ট তথ্য নেই মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট কত ভোটারের নাম স্থায়ীভাবে ভোটার তালিকা থেকে শুনানি পর্বে বাদ পড়েছে। তবে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, সংখ্যালঘু মানুষ অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলার বেশিরভাগ বিধানসভা কেন্দ্রে বেছে বেছে সংখ্যালঘু ভোটারদের নাম তালিকা থেকে স্থায়ীভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, এসআইআর পর্বে ভোটার তালিকা প্রকাশের পর যাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বা ভোটার তালিকায় যুক্ত হয়নি তাঁরা উপযুক্ত নথি এসডিও অফিসে জমা করে অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালের কাছে নিজেদের নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত করার জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে জারি করা নির্দেশিকায় অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল এই সমস্ত আবেদনের শুনানি কত দিনের মধ্যে শেষ করে ভোটারদের নাম তালিকায় তুলতে পারবে সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের উল্লেখ নেই। মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতা জানান, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অধ্যুষিত এই জেলায় একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে টার্গেট করে তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ট্রাইবুনাল গঠনের সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু দ্রুত শুনানি না হলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি এসআইআর প্রক্রিয়া স্বচ্ছ। বেআইনিভাবে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। যাঁরা প্রকৃত ভারতের নাগরিক তাঁরা 'ফর্ম ৬' পূরণ করে অথবা ট্রাইবুনালে আবেদন করে উপযুক্ত নথি জমা দিতে পারলেই ভোটার তালিকায় নাম উঠে যাবে। অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল গঠনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও গোটা এসআইআর পর্বকে নির্বাচন কমিশনের 'তুঘলকি কারবার' বলে আখ্যা দিয়েছেন রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী আখরুজ্জামান। তিনি বলেন, বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন যেভাবে মানুষকে হয়রানি, যন্ত্রণা ও মৃত্যুর মুখে ফেলে দিচ্ছে তার কোনও সমালোচনাই যথেষ্ট নয়। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রচুর মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিন রাজ্যে কাজ করেন। তাঁদের পরিবার কয়েকশো বছর ধরে এই জেলায় বাস করছেন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার পর আতঙ্কিত পরিযায়ী শ্রমিকরা শুনানির জন্য বারবার জেলায় এসেছেন। এখন অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল গঠনের পরও হয়তো তাঁদেরকে সেখানে হাজিরা দেওয়ার জন্য সশরীরে আসতে হবে। আখরুজ্জামান আরও বলেন, অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল গঠন হলেও এতে বিচারক কারা থাকবেন, কীভাবে শুনানি হবে সেই বিষয়ে বিস্তারিত কোনও তথ্য আমরা জানিনা। বিজেপির নেতাদের ধারণা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের দলকে ভোট দেয় না। তাই বিজেপির নির্দেশে জাতীয় নির্বাচন কমিশন বেছে বেছে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে। তিনি আরও জানান, আমার কেন্দ্রে ১.০৯ লক্ষের বেশি ভোটারের নাম 'বিচারাধীন' ছিল। তার মধ্যে মাত্র ৩৯ হাজার 'কেস' সমাধান হয়েছে। যার মধ্যে ১৫ হাজার ভোটারের নাম স্থায়ীভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে।

কালবৈশাখীর দাপট শুরু দিঘায়! উত্তাল সমুদ্র, পর্যটকদের জন্য জারি কড়া সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ৩১ মার্চ ঃ আবার কালবৈশাখী ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে চলতি সপ্তাহেই। তার জেরে

উত্তাল হয়ে উঠেছে দিঘার সমুদ্র। বইছে ঝোড়ো হাওয়া। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ সমুদ্র সৈকতে। সোমবার রাতে বৃষ্টি হলেও মঙ্গলবার সকাল থেকে মেঘলা আকাশ দিঘার সমুদ্র সৈকতে। সমুদ্রে পর্যটকদের স্নানের ক্ষেত্রে সতর্ক রয়েছে প্রশাসন। সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার, টিপ টিপ বৃষ্টি সঙ্গে মাঝে মাঝে হালকা হাওয়ার দাপট। একের পর এক অক্ষরেখা, ঘূর্ণাবর্ত, স্কোয়াল ফ্রন্টের জেরে দুর্যোগ চলছে বাংলায়। সেই সঙ্গে দোসর হচ্ছে কালবৈশাখী। তার জন্য সোমবার থেকেই উত্তাল হয়ে উঠেছে দিঘার সমুদ্র। ঢেউয়ের উচ্চতা ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছে। আবহাওয়া দফতর আগেই সতর্কতা জারি করেছিল, যার প্রভাব এখন স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে উপকূলবর্তী এলাকায়। ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে মঙ্গলবার সকাল থেকেই টিপ টিপ বৃষ্টি। তবে এই বৃষ্টির মধ্যেও পর্যটকদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। কেউ সমুদ্রের ধারে বসে ঢেউ উপভোগ। আবার কেউ সমুদ্র স্নানে মেতে উঠেছে। যদিও টিপ টিপ বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া মিলিয়ে পরিবেশ কিছুটা অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে, তবুও দিঘার পর্যটনচিত্রে পর্যটকদের উৎসাহে প্রভাব ফেলতে পারেনি। সকালে জোয়ার থাকলেও দুপুর থেকেই সমুদ্র স্নানে মেতে উঠেছেন পর্যটকরা। নিরাপত্তা বিধি মেনে নির্দিষ্ট এলাকায় স্নান করছেন। সৈকতে মোতায়েন রয়েছে সিভিল ডিফেন্স কর্মী। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে ব্যস্ত পর্যটকরা, কেউ আবার সেলফি তুলতে ব্যস্ত। উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যেও আনন্দের খোঁজে মেতে উঠেছে দিঘার সৈকত। মাঝেমধ্যেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মধ্য থেকে সূর্য উঁকি দিচ্ছে। এই আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা দিঘার সৌন্দর্যকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। কখনও মেঘ, কখনও রোদ। এক পর্যটক বলেন, সমুদ্র উত্তাল রয়েছে। মেঘলা আকাশ টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে মাঝে মধ্যে। ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে বেশ ভালই লাগছে তোমাকে সৈকত। প্রশাসনও যথেষ্ট সতর্ক রয়েছে। সমুদ্র মোতায়েন রয়েছে নুলিয়ার। মাইকিং করা হচ্ছে। পর্যটকদের সতর্ক করে বারবার বলা হচ্ছে গভীর জলে না নামার জন্য। লাইফগার্ডরা সারাক্ষণ নজর রাখছেন পরিস্থিতির উপর। যেকোনও বিপত্তি এড়াতে প্রস্তুত রয়েছে প্রশাসন।

জল সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিতর্কিত মন্তব্য, খড়গপুরে দিলীপ ঘোষকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তুমুল সমালোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গপুর, ৩১ মার্চ ঃ বিতর্ক যেন পিছুই ছাড়ে না খড়গপুর সদরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের। ভোট প্রচারের মঞ্চে জল সমস্যার প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে

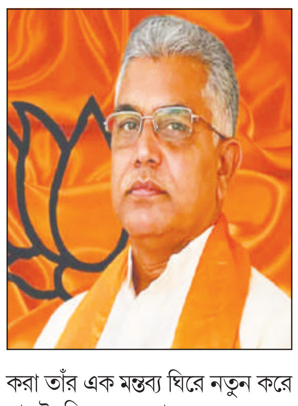

করা তাঁর এক মন্তব্য ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। এলাকায় পানীয় জলের সঙ্কট নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি এমন একটি মন্তব্য করেন, যা বিরোধীদের দাবি অনুযায়ী বর্ণবিদ্বেষী ইঙ্গিতবাহী। তাঁর বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল - কংগ্রেস। এদিন স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে খড়গপুরে নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। প্রচারসভায় স্থানীয় বাসিন্দাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন এবং সমাধানের আশ্বাস দেন। সেই সময় জল সমস্যার প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি বলেন, এখানে অধিকাংশ সময় জল মেলে না। মিললে তাও নোংরা। কালো কালো, ঠিক তৃণমূলের কাউন্সিলরের মতো। বক্তব্যের শেষাংশ ঘিরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিরোধীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক সমালোচনার আড়ালে ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং বর্ণবিদ্বেষী ইঙ্গিত করেছেন তিনি। দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, এলাকায় সবেতেই দুর্নীতি, কালো টাকা, মোদিজিকে আনুন, দেখবেন সব সমস্যা মিটে গিয়েছে। এভাবেই তিনি ভোটারদের উদ্দেশ্যে বিজেপিকে জেতানোর আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, বাংলায় বিজেপির সংগঠন শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে দিলীপ ঘোষের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে রাজনৈতিক মহলে মত রয়েছে। তবে সময়ের সঙ্গে দলের অন্দরে আদি- নব্য দ্বন্দ্বে তিনি কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। অভিমানও প্রকাশ করেছিলেন প্রকাশ্যে। পরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে তাঁর সঙ্গে দূরত্ব মিটেছে বলে জানা যায়। আসন্ন নির্বাচনে তাঁকে তাঁর পছন্দের আসন খড়গপুর সদর থেকেই প্রার্থী করেছে দল, যা রাজনৈতিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু প্রচারের শুরুতেই তাঁর মন্তব্য ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা নির্বাচনী সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এই ধরনের মন্তব্য বিজেপির মানসিকতারই পরিচয় দেয়। অন্যদিকে বিজেপির একাংশের বক্তব্য, তাঁর কথাকে বিকৃত করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা হচ্ছে। সব মিলিয়ে জল সমস্যার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে মন্তব্য করতে গিয়ে দিলীপ ঘোষের বক্তব্য নতুন করে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। নির্বাচনের মুখে এই বিতর্ক কতদূর গড়ায়, এখন সেটাই দেখার।

পর্যটকদের জন্য সুখবর, অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রেড পান্ডা ফেস্টিভ্যাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ৩১ মার্চ ঃ পর্যটকদের জন্য সুখবর, ফের অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রেড পান্ডা ফেস্টিভ্যাল। উত্তর ও পূর্ব নেপালের পাহাড়ি অঞ্চলে পর্যটনের দিগন্ত খুলে দিতে তৃতীয়বারের জন্য আগামী ৩-৬ এপ্রিল নেপালের ইলাম জেলার কালাপোখরিতে আয়োজিত হতে চলেছে এই ফেস্টিভ্যাল। যেখানে থাকছে পাহাড়ি ট্রেকিং, সংস্কৃতি এবং পরিবেশ রক্ষার বার্তা। মূলতঃ এই উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ বিভিন্ন নতুন ও পুরনো ট্রেকিং রুটে হাঁটার অভিজ্ঞতা। পাশাপাশি কালাপোখরি থেকে মাবু,

কাইয়াকাট্টা এবং চিন্তাপু পর্যন্ত ট্রেকিং ট্রেল চালু ও পরিদর্শনের সুযোগ থাকবে। যার মাধ্যমে পর্যটকদের কাছে এই অঞ্চল আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। এই ফেস্টিভ্যাল শুধু ভ্রমণ নয়, মূল লক্ষ্য প্রকৃতি সংরক্ষণ। বিশেষ করে লাল পান্ডা, যা প্রায় বিলুপ্ত তার আবাসস্থল রক্ষা এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটনকে উৎসাহিত করাই প্রধান উদ্দেশ্য। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে উচ্চভূমি পর্যন্ত বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর আবাসকে একসঙ্গে যুক্ত করে একটি টেকসই ইকো ট্যুরিজম সার্কিট গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'পিপল টু পিপল কানেক্ট' যা ভারত ও নেপালের সীমান্তবর্তী অঞ্চল গুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই ফেস্টিভ্যাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যেহেতু শিলিগুড়িতে পূর্ব নেপালের পর্যটনের অন্যতম প্রবেশদ্বার হিসেবে ধরা হয়, যে কারণে এই উৎসব দুই দেশের পর্যটন শিল্পকেও আরও বেশি করে শক্তিশালী করবে বলে মনে করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে 'রেড পান্ডা ফেস্টিভ্যাল' দুই দেশের জন্য শুধু একটি উৎসব নয়, এটি প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও পর্যটনের এক নতুন দিগন্ত, যা ভ্রমণপিপাসু মানুষকে একদিকে আকর্ষণ করবে, তেমনই পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তাও ছড়িয়ে দেবে দূর-দূরান্ত।

বিধায়ক হয়ে প্রথম দিন থেকেই মেমারির জন্য কাজ করতে চান রাসবিহারী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩১ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনে জিতে প্রথম দিন থেকেই মেমারি বাসীর জন্য কাজ করতে চান মেমারির তৃণমূল প্রার্থী তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার। নির্বাচনে জেতার বিষয়ে ১০০ ভাগ আত্মবিশ্বাসী রাসবিহারী হালদার। তাই মেমারিকে মডেল বিধানসভা বানানোর জন্য ইতিমধ্যেই একগুচ্ছ পরিকল্পনা সাজিয়ে রেখেছেন তিনি। তিনি জানিয়েছেন, খেলাধূলায় ছাত্র যুবকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে মেমারিতে স্পোর্টস কমপ্লেক্স বানানোর পরিকল্পনা রয়েছে তার। একই কমপ্লেক্সের মধ্যে ক্রিকেট, ফুটবল, সুইমিং, লং জাম্প, হাই জাম্প, ক্যারাটে, বক্সিং সহ বিভিন্ন ধরনের খেলার ব্যবস্থা থাকবে শুধু নয়, খেলাধূলার বিনামূল্যে প্রশিক্ষনও দেওয়া হবে। মেমারি গ্রামীন হাসপাতালকে স্টেট জেনারেল হাসপাতাল বানানোর পাশাপাশি এখানে কোন ব্লাড ব্যাঙ্ক না থাকায় একটা ব্লাড ব্যাঙ্ক তৈরী করার পরিকল্পনা রয়েছে তার। এছাড়া মেমারির পুরোনো ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলিকে দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে মেমারিকে একটা পর্যটন ক্ষেত্র হিসাবে তুলে ধরতে চান তিনি। তাতে ওই এলাকায় একদিকে যেমন প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, অপরদিকে স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভূত উন্নয়ন হবার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন তিনি। এছাড়াও মেমারির দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষন কেন্দ্র করা হবে বলে জানিয়েছেন রাসবিহারী বাবু। মেমারির প্রাথমিক, উচ্চমাধ্যমিক সহ প্রতিটি স্কুলে স্মার্ট ক্লাস রুম চালু করার পরিকল্পনাও রয়েছে তার। মেমারির রসুলপুরের রেলগেট যাতায়াতের পক্ষে চিরকালীন সমস্যা। প্রার্থী হওয়ার পরেই এই বিষয়ে সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকারের সাথে কথা বলেছেন তৃণমূল প্রার্থী। বিধানসভা নির্বাচনে জিতে একজন বিধায়ক হিসাবে ওই রেলওয়ে ব্রীজ তৈরী করতে যা যা তার পক্ষে করনীয় তা করবেন বলেও জানিয়েছেন রাসবিহারী বাবু। তাছাড়া মেমারির কৃষকদের আধুনিক পদ্ধতিতে চাষের প্রশিক্ষন দেওয়ার পাশাপাশি আলু চাষীদের জন্য কোল্ড স্টোরেজ বানাতে চান তিনি। মেমারির ভূমিপুত্র না হলেও ছাত্ররাজনীতি থেকেই মেমারির সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বলে দাবী তৃণমূল প্রার্থীর। প্রচারে অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। নিজের বিধানসভা এলাকার বুথগুলির প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ প্রচারের কাজ শুরু হয়ে গেছে। তৃণমূলের সকল স্থানীয় নেতৃত্ব ও শাখা সংগঠনগুলিকে নিয়ে প্রচারের ময়দানে নেমে পরেছেন রাসবিহারী হালদার।

নদীয়া-মুর্শিদাবাদ সীমান্তে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত ১৫ জন স্কুল ছাত্রছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৩১ মার্চ ঃ মুর্শিদাবাদের তেঘরিয়া-নাজিরপুর থেকে একটি বেসরকারি গাড়িতে স্কুলে যাওয়ার সময় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার শিকার হলেন প্রায় ১৫ জন ছাত্রছাত্রী। গুরুতর আহত অবস্থায় ১১ জন স্কুল ছাত্রছাত্রী বর্তমানে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এক ছাত্রের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে মেডিক্যাল কলেজের আইসিইউ বিভাগে ভর্তি করানো হয়েছে। স্কুল সূত্রে জানা গেছে আহত ছাত্ররা সকলেই নার্সারি বিভাগ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়াশোনা করে। মঙ্গলবার সকাল ৯ টা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলার সীমান্তবর্তী পলাশি ফুলবাগান মোড় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রত্যেকদিনের মতো শুক্রবার সকালে মুর্শিদাবাদের তেঘরিয়া-নাজিরপুর এলাকার প্রায় ১৫ জন ছাত্রছাত্রী একটি ভাড়া করা স্কুল গাড়িতে নদীয়ার পলাশিতে অবস্থিত 'লিটল ডায়মন্ড একাডেমি' নামে এটি বেসরকারি স্কুলে ক্লাস করতে যাচ্ছিলো। মঙ্গলবার সকালে ওই ছাত্র-ছাত্রীরা যখন ভাড়া করা 'ম্যাজিক ভ্যানে' করে স্কুলে যাচ্ছিল সেই সময় পলাশি ফুলবাগান মোড়ের কাছে স্কুল গাড়িটি দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। বেসরকারি ওই স্কুলের সহকারী শিক্ষক তোফাজ্জল মন্ডল জানান, প্রত্যেক দিনের মতো মঙ্গলবার সকালেও তেঘরিয়া- নাজিরপুর থেকে প্রায় ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী একটি ম্যাজিক ভ্যানে করে স্কুলে আসছিল। তারা যখন পলাশি- ফুলবাগান মোড়ে এসে পৌঁছায়, সেই সময় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ডাম্পারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় স্কুল গাড়িটির। তিনি জানান, আসন্ন নির্বাচনের জন্য ফুলবাগান মোড়ে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর তরফ থেকে নাকা তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ডাম্পার

গাড়িতে তল্লাশি চালানোর জন্য পুলিশকর্মীরা সেটিকে দাঁড় করিয়েছিলেন। হঠাৎ করেই ডাম্পার গাড়িটি রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ায় স্কুল ভ্যানটি সময় মতো ব্রেক করতে পারেননি এবং সজোরে গিয়ে ডাম্পার গাড়িটির পেছনে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় স্কুল গাড়িতে থাকা প্রায় ১৫ জন ছাত্রছাত্রীর আঘাত লাগে। চারজন ছাত্র-ছাত্রীকে পলাশি গ্রামীন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয় এবং তাদেরকে সেখান থেকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি ১১ জন ছাত্রছাত্রীকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছে। তবে ওই বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন, দুর্ঘটনার শিকার স্কুল গাড়িটির মালিকানা ওই স্কুলের নয়। ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা ওই গাড়িটি ভাড়া করে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতেন।

গণতন্ত্র রক্ষার ভার প্রমীলা বাহিনীর কাঁধে, জেলায় ২৪৩ বুথের দায়িত্বে মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ৩১ মার্চ ঃ নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে। চলছে দমদার প্রচার। প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। অন্যদিকে নির্বাচনের আগে প্রশাসনিক ব্যস্ততাও তুঙ্গে। সম্পন্ন হয়েছে ভোট কর্মীদের প্রথম দফার প্রশিক্ষণের পর্ব। তার মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরলেন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক। ২০২৬ সালের এই বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আড়াই হাজারের বেশি থাকছে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র অর্থাৎ বুথ। অক্সিলারি বুথের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু তার মধ্যেই এবছর উল্লেখযোগ্য ভাবে থাকছে মহিলা বুথ। যাকে নির্বাচনী ভাষায় বলা হয় পিঙ্ক বুথ। প্রায় ২৪৩ টি সম্পূর্ণভাবে মহিলা পরিচালিত ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থাকবে জেলায়। এমনটাই খবর জেলা প্রশাসন সূত্রে। তবে শুধু মহিলা পরিচালিত ভোট গ্রহণ কেন্দ্র নয়, থাকছে মডেল বুথও। অতীতের বেশ কিছু নির্বাচনে এই মডেল বুথ দেখা গেছে। যার মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের বার্তা দেওয়া হয় নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যেই। এবছর জেলায় নটি মডেল বুথ থাকবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করতে ১৪ হাজারের বেশি ভোটকর্মীকে নিযুক্ত করেছে জেলা প্রশাসন। সবমিলিয়ে নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই জেলা জুড়ে বাড়ছে ভোটের উত্তাপ। একদিকে রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা। বেড়েছে দেওয়াল লিখন, পথে নেমে প্রচার। পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমের প্রচারও জোর পেয়েছে। অন্যদিকে নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করতে প্রশাসনের তরফ থেকে নানারকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং মনোবল বাড়াতে চলছেন রুটমার্চ। তার মধ্যেই উঠে এল এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

নিয়ম ভেঙেই চলছে টোটো, মূল্য দিচ্ছে যাত্রী! নবদ্বীপে বেপরোয়া টোটোতে আবার বড়সড় দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ৩১ মার্চ ঃ নিয়ম ভাঙার মাশুল ফের রক্ত দিয়ে চোকাতে হল সাধারণ মানুষকে। নদীয়ার নবদ্বীপ শহরে বেপরোয়া ও অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই টোটো চলাচলের জেরে মঙ্গলবার দুপুরে ঘটে গেল বড়সড় দুর্ঘটনা। প্রাচীন মায়াপুর সংলগ্ন নিমতলা মোড়ে যাত্রীবোঝাই একটি টোটো হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়, গুরুতর জখম হন অন্তত ৮ জন যাত্রী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যেখানে একটি টোটোতে সর্বোচ্চ ৫ জন যাত্রী বহনের নিয়ম, সেখানে প্রায় দ্বিগুণ যাত্রী নিয়ে রওনা দিয়েছিল গাড়িটি। অতিরিক্ত ওজনের কারণে টোটোর ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। ঠিক সেই সময় সামনে একটি সাইকেল চলে আসায় চালক হকচকিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারান, এবং মুহূর্তের মধ্যেই গাড়িটি উল্টে পড়ে রাস্তার উপর। দুর্ঘটনার পর তড়িঘড়ি ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। মোট ১০ জন যাত্রীর সবাই আহত হন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর বেশিরভাগকেই ছেড়ে দেওয়া হলেও, একজন যাত্রীর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। তাঁর ডান পায়ে গুরুতর চোট লাগে- পেশি বেরিয়ে আসার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। জরুরি অস্ত্রোপচার করে তাঁকে চিকিৎসাধীন রাখা হয়েছে। জানা গেছে, আহতরা দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর এলাকা থেকে বেড়াতে এসেছিলেন। সোমবার মায়াপুরে থাকার পর মঙ্গলবার নবদ্বীপে ঠাকুর দর্শনে বেরিয়েছিলেন তাঁরা। উল্লেখযোগ্যভাবে, যাত্রীদের মধ্যে একজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুও ছিল। মায়াপুর থেকেই টোটোটি বুক করা হয়েছিল বলে জানা গেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রশাসনের একাধিক সতর্কতা সত্ত্বেও বহু টোটোচালক বেপরোয়া ভাবে নিয়ম ভেঙে চলাচল করছেন। অতিরিক্ত যাত্রী তোলা যেন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ফলে বাড়ছে দুর্ঘটনার

আশঙ্কা। উল্লেখ্য, মাত্র দু'দিন আগেই নবদ্বীপের প্রতাপনগর এলাকায় বেপরোয়া টোটোর ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের একই ধরনের দুর্ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠছে-একটির পর একটি দুর্ঘটনা সত্ত্বেও কেন লাগাম টানা যাচ্ছে না? প্রশাসনের নজরদারি কি যথেষ্ট নয়, নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও অদৃশ্য কারণ? সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে তৈরি হয়েছে বড়সড় প্রশ্ন।

জঙ্গলমহলে পালটা কৌশল তৃণমূলের, জেএলকেএম জেলা সভাপতিকে দলে টেনে ঘুঁটি সাজাল শাসকদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, জঙ্গলমহল, ৩১ মার্চ ঃ ভোটের মুখে জঙ্গলমহলের রাজনৈতিক লড়াই আরও জমে উঠেছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কৌশল নিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের টিকিট না পেয়ে সদ্য তৃণমূল ছেড়ে ঝাড়খণ্ডের রাজনৈতিক দল জেএলকেএমে যোগ দিয়ে প্রার্থী হয়েছেন জয়পুর রাজপরিবারের সদস্য দিব্যজ্যোতি সিং দেও। সেই পরিস্থিতিতে পালটা ঘুঁটি চালল তৃণমূল। জেএলকেএমের পশ্চিমাঞ্চল জেলা সভাপতি গোপাল মাহাতোকে দলে টেনে শক্তি বাড়ানোর বার্তা দিল শাসকদল। বাঘমুণ্ডির ইচাগের কেন্দুয়াডি ১০৮ কুঞ্জ ময়দানে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জনসভায় হাতে পতাকা তুলে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দেন গোপাল মাহাতো। ঝালদা ১ ব্লকের ওই সভায় দলীয় প্রার্থী সুশান্ত মাহাতোর সমর্থনে বক্তব্য রাখতে এসে অভিষেকের উপস্থিতিতেই এই যোগদান হয়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, দিব্যজ্যোতি সিং দেওর দলবদলের পালটা কৌশল হিসেবেই এই পদক্ষেপ। সম্প্রতি জয়পুর আসনের প্রার্থী হিসেবে দিব্যজ্যোতি সিং দেওর নাম ঘোষণা করেছে জেএলকেএম। তিনি আগে তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে দল ছাড়েন। সেই প্রেক্ষাপটে জঙ্গলমহলে সমীকরণ কিছুটা বদলাতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছিল। তৃণমূলও তা বুঝেই প্রতিপক্ষের সংগঠনে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করেছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত। জানা গিয়েছে, গোপাল মাহাতো আগে আদিবাসী কুড়মি সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে সংগঠন ভেঙে যাওয়ার পর তিনি ছোটনাগপুর আদিবাসী কুড়মি সমাজের সদস্য হন এবং জেএলকেএমের পশ্চিমাঞ্চল জেলা সভাপতির দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। শোনা যায়, বাঘমুণ্ডি আসন থেকে তাঁর প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সেই অভিমান থেকেই তাঁর দলবদল হতে পারে। যদিও এই বিষয়ে সরাসরি কিছু বলতে চাননি গোপাল মাহাতো। তিনি জানিয়েছেন, ঝাড়খণ্ডের একটি রাজনৈতিক দল পশ্চিমবঙ্গে সংগঠন বিস্তারের চেষ্টা করছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবে তারা নিজেদের কর্মী-সমর্থকদের ধরে রাখতে পারছে না। জঙ্গলমহলে আদিবাসী ও কুড়মি ভোটের সমীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই প্রেক্ষাপটে গোপাল মাহাতোর মতো নেতাকে দলে টানা তৃণমূলের কৌশলগত পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে। নির্বাচনের আগে এই দলবদল কতটা প্রভাব ফেলবে, তা সময়ই বলবে। তবে স্পষ্ট, জঙ্গলমহলে রাজনৈতিক লড়াই এবার আরও তীব্র আকার নিতে চলেছে এবং প্রতিটি দলই নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে মরিয়া।

নাকা তল্লাশিতে উদ্ধার বান্ডিল বান্ডিল নোট, ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা আয়কর বিভাগের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ৩১ মার্চ ঃ নাকা তল্লাশিতে বিপুল টাকা উদ্ধার ব্যবসায়ীর গাড়ি থেকে। ব্যবসায়ী দাবি করেছিলেন, ব্যবসার কাজের জন্যই সেই টাকা আনা হচ্ছিল। তবে নিজের দাবির স্বপক্ষে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ দেখাতে পারেননি তিনি। আর এই বিপুল টাকা উদ্ধারের পর আয়কর বিভাগের আধিকারিকদের হানা ওই ব্যবসায়ীর বাড়িতে। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বারাবনীতে চাঞ্চল্য। তবে আয়কর বিভাগের আধিকারিকরা হানা দিলে, সেখানেও গাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া টাকার উৎস বা তার স্বপক্ষে উপযুক্ত নথি এখনও পর্যন্ত দেখাতে পারেননি ওই ব্যবসায়ী। সূত্রের খবর, সেই কারণে আপাতত উদ্ধার হওয়া টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই ব্যবসায়ী যদি টাকা কী কারনে বা কোথায় থেকে আনা হচ্ছিল, তার সঠিক প্রমাণ দিতে পারেন, তাহলে সেই অর্থ তিনি ফেরত পেয়ে যাবেন। ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে গত রবিবার। জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর প্রায় ১ টার দিকে, বারাবনী থানা এলাকার রুনাকুড়া ঘাট চেকপয়েন্টে পুলিশ ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের তল্লাশির সময় বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্ধার করা হয়। এই তল্লাশির সময় হীরাপুর থানার অন্তর্গত বার্নপুর রোডের স্নেহা অ্যাপার্টমেঃটর বাসিন্দা সঞ্জয় তিওয়ারির কাছ থেকে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে, সঞ্জয় তিওয়ারি ঝাড়খণ্ডের মহাগামা থেকে একটি ভাড়া করা গাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন। তদন্ত চলাকালীন, টাকার উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। এরপর, ফ্লাইং স্কোয়াড টিমের (এফএসটি) উপস্থিতিতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে আয়কর বিভাগকেও জানানো হয়েছে। সোমবার, আয়কর বিভাগের কর্মকর্তারা এসে ওই ব্যক্তিকে আবারও জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময়, তিনি দাবি করেন, ব্যবসার উদ্দেশ্যে ওই টাকা আনছিলেন। কিন্তু তার কাজের সমর্থনে কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি বলেই খবর।

মুরারইয়ে ঘর বদলা বদলি তৃণমূল ও কংগ্রেসের বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ৩১ মার্চ ঃ রাজনীতিতে কোন কথায় শেষ কথা নয়। সেখানে দলীয় টিকিটের জন্য সাবেকি দলের ঘর বদল নেহাতই তুচ্ছ বিষয়। মুরারই বিধানসভায় ঘর বদল তৃণমূল ও কংগ্রেস দুই প্রার্থীর। আর সেটা নিয়েই এখন মানুষের চর্চা। তৃণমূলে টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রহমানের ছেলে সঞ্জিবুর রহমান। রবিবার কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় ২৯৪ মুরারই বিধানসভায় সঞ্জিবুর রহমান ওরফে বাপ্পার নাম লক্ষ্য করা গেছে। ২০১৬ সালে এই মুরারই বিধানসভা থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হন আব্দুর রহমান। ২০২১ সালের নির্বাচনের কিছুদিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়। তার ফলে যার কংগ্রেসের টিকিটে দাঁড়ানোর কথা ছিলো, তৃণমূলের কাছ থেকে প্রস্তাব পেয়ে রাতারাতি মত বদলে ফেলেন কংগ্রেস প্রার্থী। তৃণমূলের টিকিট পেয়ে কংগ্রেস আমলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোতাহার হোসেনের ছেলে চিকিৎসক মোশারফ হোসেন বিধায়ক হন। এবারও মুরারই বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের একাধিক প্রার্থী দাবিদার হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে পাথরব্যবসায়ী আলি খান এবং ঠিকাদার আব্দুর রহমানের ছেলে সঞ্জিবুর রহমানের নাম শোনা যায়। নিজেদের জনসমর্থন দেখাতে দুজনেই খরচের প্রতিযোগিতা শুরু করে দেন। কেউ দুয়ারে স্বাস্থ্যের ক্যাম্প করে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেন, অন্যজন সাধুসন্ত, মুসলিম ধর্মগুরুদের সম্মাননা জানিয়ে অর্থ ব্যয় করেন। দীর্ঘদিন ধরে দুই পক্ষ খেলামেলা করে জনসংযোগ বাড়াতে থাকেন। তৃণমূলের কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল অবশ্য সঞ্জিবুরকে প্রার্থী করার পক্ষে ছিলেন। দুই দাবিদারের বিবাদ মেটাতে তৃণমূল কংগ্রেস ফের মোশারফ হোসেনের উপর আস্থা রাখে। এরপরেই কংগ্রেসের প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন সঞ্জিবুর। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে কংগ্রেস তাঁকে প্রার্থী করে। এলাকার মানুষের দাবি সঞ্জিবুর রহমান কংগ্রেস প্রার্থী হলেও তাঁর মাথায় অনুব্রত মণ্ডলের হাত রয়েছে। সঞ্জিবুর বলেন, সঞ্জিবুর রহমান বলেন, তৃণমূলের পক্ষ থেকে আমাকে প্রার্থী করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। পরে ওই দলের পক্ষ থেকে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। এরপরেই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব আসে। আমি মানুষের পাশে থাকার জন্যই রাজনীতিতে এসেছি। মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি। যদিও প্রচারে ব্যস্ত থাকায় মোশারফ হোসেনের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে, হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রে ফের কংগ্রেস প্রার্থী করা হয়েছে প্রাক্তন বিধায়ক মিল্টন রশিদকে। ফলে ওই কেন্দ্রে তৃণমূলের বহিরাগত প্রার্থী কাজল শেখের সঙ্গে ভূমিপুত্র মিল্টনের লড়াই জমে উঠবে বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ। মিল্টন বলেন, আমি হাঁসন কেন্দ্রের মাড়গ্রামের বাসিন্দা। সেখানেই আমার জন্ম। গত নির্বাচনে এলাকার মানুষ বহিরাগত প্রার্থীকে জিতিয়ে আফসোস করছিল। এবার তাঁরা আর ভুল করবেন না। ঘরের ছেলেকেই ফের জয়ী করবেন। যদিও কাজল সেখ বলেন, বহিরাগত কিসের? ২৯৪ টি বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

‘যেদিন সকালে উঠে বিরক্ত লাগবে, ক্রিকেট ছেড়ে দেব’

বাক্যবাণে আগরকরদের বিঁধলেন ‘ব্রাত্য’ সামি

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চঃ ২০২৩ বিশ্বকাপে ভারতের সেরা বোলার। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও দলে ছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে মহম্মদ সামি যেন নির্বাচকদের র‍্যাডারের বাইরে চলে গিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ, নিউজিল্যান্ড সিরিজ, টি-২০ বিশ্বকাপ-কোথাও ডাক নেই। চলতি সিজনে ঘরোয়া ক্রিকেটে বাংলার হয়ে ৬৭ উইকেট নিয়েছেন। তবু অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি তাঁকে বিবেচনা করেনি। এবার সেই পরেও জাতীয় দলে ব্রাত্য। এই সিজনে বাংলার হয়ে ৬৭ উইকেট-ঘরোয়া ক্রিকেটে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। তবু নির্বাচকদের কাছে সেটা যথেষ্ট বলে মনে হয়নি। ৩৫ বছর বয়সে এই পরিস্থিতিতে হতাশ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সামি সেই পথে হাঁটতে নারাজ। আইপিএলের গত বছর সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে হতাশাজনক মরসুম কাটান। মহানিলামের আগে সামিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এবার লখনউ সুপার জায়ান্টস তাঁকে দলে নিয়েছে। সামি

প্রসঙ্গেই মুখ খুললেন সামি। সম্প্রতি ‘দ্য শুভঙ্কর মিশ্র শো’-য়ে হাজির হন টিম ইন্ডিয়ার পেসার। সেখানে অবসরের প্রশ্ন উঠতেই তিনি বলেন, ‘‘যেদিন ক্লান্ত হব, সেদিন ছেড়ে দেব। কিন্তু এখন অবসরের কথা ভাবছি না। কারণ এই ভাবনা মানসিকভাবে টেনে নামিয়ে দেয়। মনে জাগছে মানেই তুমি ইতিমধ্যে ক্লান্ত। আর ক্লান্ত মানে বিরক্ত। আমি আগেও বলেছি, যেদিন সকালে উঠে বিরক্ত লাগবে, সেদিন ক্রিকেট ছাড়ব!’’ যোগ করেন, ‘‘এখনও বিরক্ত নই, অলস নই। খেলাটা উপভোগ করছি। ফলাফল ভাল। ইতিবাচক!’’ কথাগুলো শুনতে সহজ। কিন্তু ভেতরে নিহিত প্রচ্ছন্ন বার্তা-আমি এখনও তৈরি, শুধু সুযোগ দরকার। শুধু দুর্ভাগ্য নয়, সামির কেরিয়ারে বারবার বাধা হয়েছে চোট। দীর্ঘ পুনর্বাসনের পর ফিটনেস ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু ছন্দে আসার সেই বিশ্বাসকে সম্মান দিতে মুখিয়ে। বললেন, ‘‘বোলার হিসেবে শতভাগ দেব। দায়িত্ব পালন করব। প্রত্যাশাপূরণের চেষ্টা চালাব। হয়তো ভাগ্য বদলাতে পারব না। কিন্তু মনোভাব আর জেদ দিয়ে যা করার করব। লখনউ আমার উপর বিশ্বাস রেখেছে, আমি সব ফিরিয়ে দেব!’’ ঘরোয়া ক্রিকেটে কতটা খেলেছেন সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না-মাথায় রাখছেন ফর্মে আছেন কিনা। সামির কথায়, ‘‘ছন্দ ঠিক থাকলেই ভবিষ্য নিয়ে ভাবা যায়!’’ বার্তা পরিষ্কার। মাঠে পারফর্ম করে যাচ্ছেন। ফলে অবসরের প্রশ্ন নেই। সিদ্ধান্ত নির্বাচকদের-এই ফর্ম ও অভিজ্ঞতাকে তাঁরা কাজে লাগাবেন কিনা। ২০২৭ বিশ্বকাপের আগে ভারতের পেস বিভাগে একজন অভিজ্ঞ তারকা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে সামির নাম ফের উঠে আসাটা অস্বাভাবিক নয়, যথেষ্ট সঙ্গতই বটে।

বৃহস্পতিবার জামশেদপুর পৌঁছাচ্ছেন কামিংস-দিমিত্রিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ মার্চঃ সের্গিও লোবেরা বনাম আন্তনিও লোপেজ হাবাস। মোহন বাগানের বর্তমান বনাম প্রাক্তন কোচের ডুয়েল দেখতে মুখিয়ে সমর্থকরা। গঙ্গাপাড়ের ক্লাব ছেড়ে কাশীর ঘাটে নৌকা ভিড়িয়েছেন হাবাস। আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েই আইএসএল খেলছে তারা। আগে ঠিক ছিল ২৬ এপ্রিল যুবভারতীতে অনুষ্ঠিত হবে মোহন বাগান বনাম ইন্টার কাশী ম্যাচ। তবে নির্বাচনী গেরোয় পাল্টে গেল ম্যাচের তারিখ। আসলে ২৩ ও ২৯ এপ্রিল রাজ্যে ভোট। ফলে পর্যাপ্ত পুলিশ পাওয়া দুষ্কর। অতএব ঠিক হয়েছে যুবভারতীতে আগামী ১২ মে এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। তবে কিক অফের সময় পাল্টাচ্ছে না। ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে। আইএসএলে মোহন বাগানের পরের প্রতিপক্ষ জামশেদপুর এফসি। আন্তর্জাতিক ব্রেকের পর ইস্পাত নগরীতেই ফের মাঠে নামছেন কামিংসরা। বৃহস্পতিবার কলকাতায় অনুশীলন করে জামশেদপুর রওনা দেবে মেরুন-সবুজ ব্রিগেড। ম্যাচের আগেরদিন সেখানেই চূড়ান্ত প্রস্তুতি সারবেন লোবেরা। লিস্টন, মনবীর সহ জাতীয় দলের ৬ ফুটবলার সরাসরি দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। গত ম্যাচে ঘরের মাঠে মুম্বইয়ের কাছে পরাস্ত হয় মোহন বাগান। চ্যাম্পিয়নশিপের ক্ষেত্রে তাই জামশেদপুর ম্যাচ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য ৬ ম্যাচে দু'দলেরই পয়েন্ট ১৩। কিন্তু গোল পার্থক্যে এগিয়ে থাকায় লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ম্যাকলারেনরা। যে কোনও মূল্যে ৩ পয়েন্ট তুলে আনতে মরিয়া কোচ সের্গিও লোবেরা। মাধি তালাল না থাকায় প্রতিপক্ষের মাঝমাঠ বেশ দুর্বল। সেখানেই আঘাত হানতে চায় সবুজ-মেরুন সারথি। তবে মোহন বাগানেও প্লে-মেকারের অভাব রয়েছে। পাশাপাশি ঘরের মাঠে টাফ ফুটবল খেলাই সানান, প্রণয়দের ট্রেন্ড। অনুমান করাই যায় কড়া ট্যাকেল বরাদ্দ থাকবে রবসন, কামিংসদের জন্য। পাশাপাশি দীর্ঘকায় স্টিফেন এজের দিকেও নজর থাকবে।

শীর্ষস্থানেই প্রজ্ঞানন্দ, জেতার সুযোগ হারিয়ে কপাল চাপড়াচ্ছেন দিব্যা

সংবাদ সংস্থা, পিজিয়া (সাইপ্রাস), ৩১ মার্চঃ প্রথম দিন ঝলক, দ্বিতীয় দিন স্থিরতা-এই দুইয়ের মিশেলে ক্যান্ডিডেটসের মঞ্চে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখলেন আর প্রজ্ঞানন্দ। চিনের ওয়ে ই-র বিরুদ্ধে কালো ঘুঁটি নিয়ে ড্র করে যৌথভাবে শীর্ষে ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার। দু'রাউন্ড শেষে তাঁর ঝুলিতে ১.৫ পয়েন্ট। অন্যদিকে মেয়েদের বিভাগে সুযোগ পেয়েও একক শীর্ষে উঠতে ব্যর্থ দিব্যা দেশমুখ। লড়াই এই মুহূর্তে আরও জমজমাট! প্রথম অনীশ গিরির ম্যাচের কোনও ফল বেরল না। জাভোখির সিন্দারভ ও ম্যাথিয়াস ব্লুবাউমের খেলাও অমীমাংসিত। হিকারু নাকামুরা এন্ডগেমে আন্দ্রেই এসিপেনকোর বিরুদ্ধে ড্র ধরে রাখলেন। অর্থাৎ, আগাগোড়া হিসেবি চাল-কেউ-ই বড় ঝুঁকি নিতে নারাজ। তবে মেয়েদের বিভাগে নিশ্চিতভাবে কপাল চাপড়াবেন দিব্যা দেশমুখ। আর বৈশালীর বিরুদ্ধে জেতার জায়গায় ছিলেন। সময়ের চাপে মোক্ষম কৌশলও বের করেছিলেন।

রাউন্ডে অনীশ গিরিকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন দক্ষিণী দাবাড়ু। দ্বিতীয় দিনে সেই ধারাই বজায় রইল। কালো ঘুঁটিতে ফ্রেঞ্চ ডিফেন্স খেলেও মিডল গেমে ধীরে ধীরে চাপ তৈরি করেন। তবে ওয়ে ই-ও সংযমী। নিয়মিত ঘুঁটি বদলের ফলে রাশ কখনও হাতছাড়া করেননি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ ড্র হলেও চাপের মুহূর্তেও খেই না হারানো প্রজ্ঞানন্দকে পরবর্তী রাউন্ডে আত্মবিশ্বাস জোগাবে। এই স্থিরতা বড় টুর্নামেন্টে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দিনের খেলা ছিল উত্তেজক। পরের দিন আলাদা ছবি। বেশিরভাগ বোর্ডেই ‘রিস্ক-ফ্রি’ দাবা নজরে এল। যেমন, ফাবিয়ানো কারুয়ানা ও কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভুল। বৈশালী চমৎকার পাল্টা চালে কুইন বলিদান দিয়ে ড্র ছিনিয়ে নিলেন। ফলে দিব্যার একক শীর্ষে ওঠার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া! এই নিয়ে দু'রাউন্ড শেষ। কিন্তু মেয়েদের বিভাগে এখনও পর্যন্ত কোনও ম্যাচে জয় আসেনি। জু জিনার জেতার জায়গা থেকেও কাটেরিনা লাগনোর বিরুদ্ধে ড্র করলেন। বিবিসারা আসাউবায়েভা ও আলেকজান্দ্রা গোরিয়াচকিনার ম্যাচ অমীমাংসিত রইল। অন্য খেলাতেও একই ছবি। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি স্পষ্ট-ওপেন বিভাগে লড়াই ধীরে ধীরে তীব্র হচ্ছে, আর মেয়েদের বিভাগে জমছে ‘স্ট্রাটেজিক’ দ্বৈরথ।

ইংল্যান্ড সফরে বৈভবকে চান

বিসিসিআই-কে বার্তা প্রাক্তনীর

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ৩১ মার্চঃ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের পর আইপিএলের শুরুতেই ধামাকা বৈভব সূর্যবংশীর। বিস্ময় বালকের হয়ে এবার ব্যাট ধরলেন মাইকেল ভন। বিসিসিআইকে বিশেষ বার্তা দেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক। ভারতের সিনিয়র দলে বৈভবকে সুযোগ দেওয়া নিয়ে সওয়াল তোলেন। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালসের ৮ উইকেটে জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ১৫ বছরের ক্রিকেটার। ১২৭ রানে শেষ হয়ে যায় চেন্নাইয়ের ইনিংস। রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ১৭ বলে ৫২ রানের ইনিংস খেলেন বৈভব। মাত্র ১২.১ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় রাজস্থান। তরুণ ক্রিকেটারের এই পারফরম্যান্সের পর আসন্ন ইংল্যান্ড সিরিজে বৈভবকে সিনিয়র দলে সুযোগ দেওয়ার জন্য আর্জি জানান ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক। দাবি করেন, একাধিকবার নিজের প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন তিনি। মাইকেল ভন বলেন, ‘‘কবে ওর ভারতীয় দলে অভিষেক হবে? আমি অপেক্ষা করছি। জানি হয়ত কিছুটা আগেই এটা বলে ফেলছি। সবে আইপিএলের প্রথম ইনিংস। তবে কয়েক মাসে ভারতীয় দলের ইংল্যান্ডে সাদা বলের সিরিজ আছে। আমি যদি ভারতীয় ক্রিকেটের দায়িত্বে থাকতাম, ওকে সেই সিরিজে সুযোগ দিতাম। ভারতীয় দলে যে প্লেয়াররা আছে, এখনই প্রথম একাদশে হয়ত সুযোগ পাবে না। কিন্তু ওকে ভারতীয় সিনিয়র দলের পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত করে দিতে হবে। ওকে সুযোগ দেওয়া উচিত। যদি একটা বা দুটো ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়, তাহলে খুবই ভাল। কিন্তু সফরে থাকুক। ১৫ বছরের ক্রিকেটার হিসেবে কি ওর সফরে যাওয়ায় বাধা আছে? আমি

চাই ওর ভারতীয় দলের সঙ্গে অভিজ্ঞতা হোক। তারমানে এই নয় যে খেলতেই হবে। তবে দলের সঙ্গে থাকা। তবে ও যথেষ্ঠ ভাল। দলে সুযোগ পেতেই পারে। এই বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।’’ সূর্যবংশীর বৈভবে মুগ্ধ মহম্মদ কাইফও। ভারতের প্রাক্তনীও তাঁকে জাতীয় দলে দেখতে চান। আগে তিনি মনে করেছিলেন, মাত্র কয়েকটি পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে তাঁকে নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতি করা হচ্ছে। কিন্তু বৈভব যে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তৈরি, সেটা বিশ্বাস করেন তিনি। কাইফ বলেন, ‘‘গতবছর আমার মনে হয়েছিল, বৈভবকে নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। আমার মনে হয়েছিল, তরুণদের বাছতে খুব তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। কিন্তু একবছর পর আমার মনে হয়েছে, পরের পর্যায় যেতে ও তৈরি। ১৫ বছরের ক্রিকেটার বাইশ গজে বিনোদন দেওয়ার পাশাপাশি ম্যাচ জেতানো ইনিংসও খেলার ক্ষমতা রাখে।’’ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারতের জয়ের পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন সূর্যবংশী। এবার আইপিএলেও আশা জাগানো শুরু।

আর্জেন্টিনার জন্য বিশ্বকাপ শিরোপা ধরে রাখা যে কারণে কঠিন

নিজস্ব প্রতিবেদন

সাড়ে তিন বছর আগে লুসাইলের সেই অভূতপূর্ব মায়াবী রাত। লিওনেল মেসির হাতে বিশ্বকাপে ট্রফি দেখে অনেকেরই মনে হয়েছিল, ফুটবল বুঝি পূর্ণতা পেল! সাত ম্যাচে সাত গোল, ফাইনালে দুটো। সঙ্গে তিনটি অ্যাসিস্ট। তাঁর হাতে টুর্নামেনন্টসেরার ‘গোল্ডেন বল’ ওঠাটা ছিল প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। মেসি শুধু আর্জেন্টিনার অধিনায়কই ছিলেন না, ছিলেন তার চেয়েও বেশি কিছু। দলের হৃস্পন্দন। কিন্তু ২০২২ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে শুধু ‘মেসির দল’ বললে অন্যায় হবে। হুলিয়ান আলভারেজ, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার কিংবা এনজো ফার্নান্দেজরা বিশ্বমঞ্চে নিজেদের চিনিয়েছিলেন রাজকীয় ঢঙে। ফার্নান্দেজ পেয়েছিলেন সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার। নিকোলাস ওতামেন্দি রক্ষণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অদম্য মনোবল নিয়ে। আনহেল দি মারিয়া ছিলেন দুর্দান্ত। এমিলিয়ানো মার্তিনেজ পেনাল্টি শুটআউটে হয়ে উঠেছিলেন প্রতিপক্ষের জন্য আতঙ্কের নাম। সৌদি আরবের কাছে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে হারের সেই ধাক্কার পর আর্জেন্টিনা যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, সেই মনোবল, সেই একতা-অন্য কোনো দেশ ছুঁতে পারেনি।

● কিন্তু ২০২৬ বিশ্বকাপের সামনে এসে আর্জেন্টিনা কোথায় দাঁড়িয়ে?

ছবিটা এখন অনেকটাই ফিকে। লিওনেল স্কালোনির দল মাঠে নামছে, কিন্তু চ্যাম্পিয়নদের সেই দাপটে কোথায় যেন ভাটা পড়েছে। প্রস্তুতি? সেটাকে ‘এলোমেলা’ বললে হয়তো ভদ্রতা করা হয় এবং সব ভার আবারও একজনের কাঁধেই-লিওনেল মেসি। ৩৭ বছর বয়সে এই ভার বহন করা সহজ কথা নয়।

● বাছাইপর্ব কি সত্যি বলছে

কাগজে-কলমে আর্জেন্টিনার বাছাইপর্ব চমৎকার। কনমেবল টেবিলে শীর্ষে, দ্বিতীয় ইকুয়েডরের চেয়ে ৯ পয়েন্ট এগিয়ে থেকে তারা বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে। সবচেয়ে বেশি গোল করেছে, মেসি ৮ গোল করে প্রথমবারের মতো বাছাইপর্বের শীর্ষ গোলদাতা। কিন্তু সংখ্যাগুলো একটা কথা বলে না-বাকি দলগুলো কতটা দুর্বল ছিল। উরুগুয়ে ও ব্রাজিলের মতো চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীরা শেষ করেছে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে। উরুগুয়ে ও প্যারাগুয়ের কাছে হার, কলম্বিয়ার সঙ্গে ঘরের মাঠে ১-১ ড্র-এই বিব্রতকর ফলগুলো স্কালোনির জন্য সতর্কসংকেত ছিল। মাঝে কোপা আমেরিকা জিতলেও সত্যিটা হচ্ছে সেই টুর্নামেন্টে আর্জেন্টিনা তাদের সেরা ফুটবল খেলেনি। যেন জিতছে, কিন্তু উড়তে পারছে না।

● প্রীতি ম্যাচগুলোর কি কোনো মানে আছে

বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে আর্জেন্টিনা প্রথম ম্যাচ খেলেছিল গত বছর অক্টোবরে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে, ১-০ গোলে জয়। এরপর পুয়ের্তো রিকোকে ৬-০ এবং অ্যাঙ্গোলাকে ২-০-তে উড়িয়ে দিয়েছে। এই মার্চের বিরতিতে প্রতিপক্ষ? ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ১১৫তম মৌরিতানিয়া আর ৯১তম জাম্বিয়া। এই ম্যাচগুলো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের সম্পর্কে কতটুকু বলে? সৎ উত্তর হলো-কিছুই না। মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে গত শুক্রবার বুয়েনস আইরেসে ২-১ জয়টাও এসেছে প্রায় কদর্যভাবে। এনজো ফার্নান্দেজ ও নিকো পাজের গোল আর্জেন্টিনার নিষ্প্রাণ পারফরম্যান্স ঢাকতে পারেনি। বিরতির পর

মাঠে নেমেছিলেন মেসি। শেষ বাঁশি বাজতেই মৌরিতানিয়ার খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা তাঁকে ঘিরে ধরেছেন-অটোগ্রাফ ও সেলফির জন্য এমন। ছোট দলগুলোর কাছে মেসির সঙ্গে একটা ছবিই তো বড় প্রাপ্তি! তাদের কাছ থেকে প্রকৃত চ্যালেঞ্জ আশা করাটাই বরং বোকামি। স্কালোনি নিজেই মেনে নিয়েছেন, ‘‘ম্যাচটা আমরা ভালো খেলিনি এবং এটাই বাস্তব।’’ গোলরক্ষক মার্তিনেজ আরও সরাসরি বলেছেন, ‘‘এটা আমাদের খেলা সবচেয়ে খারাপ প্রীতি ম্যাচগুলোর একটা। তীব্রতা, খেলা, গতি-সবকিছুরই অভাব ছিল।’’

● ফিনালিসিমা না হওয়ায় ক্ষতি

মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের পর মার্তিনেজ আরও বলেছেন, ‘‘ভাগ্যিস বেঁচে গিয়েছি (ফিনালিসিমা বাতিল হওয়ায়)। যেভাবে খেলেছি আজ, তাতে ওই ম্যাচে নির্ঘাত হারতাম।’’ মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের কারণে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিপক্ষে ফিনালিসিমা বাতিল হয়ে গেছে। অন্য শক্তিশালী দলগুলো তত দিনে অন্য ম্যাচ নিশ্চিত করে ফেলেছিল। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ম্যাচটা খেলার সুযোগ ছিল, কিন্তু স্পেনের দর্শকদের সামনে খেলার ঝুঁকি নিতে চায়নি আর্জেন্টিনা। নিকোলাস তালিয়াফিগো আক্ষেপ করেছেন ফিনালিসিমা না হওয়ায়, ‘‘ট্রফি জয় ছাড়াও এটা গুরুত্বপূর্ণ হতো, কারণ আপনি এমন একটা দলের মুখোমুখি হতেন, যারা বিশ্বকাপ জেতার ক্ষমতা রাখে। এটা আপনাকে সাহায্য করত, নিজেদের বোঝা যেত।’’ ২০২২ সালের ফিনালিসিমায় ইতালিকে ৩-০ গোলে গুঁড়িয়ে দিয়ে আর্জেন্টিনা কাতারে গিয়েছিল আত্মবিশ্বাসের পাহাড় নিয়ে। এবার মৌরিতানিয়া-জাম্বিয়াই ভরসা। এবং যোগ করুন আরও একটা আক্ষেপ-বার্সেলোনার উত্তরসূরি লামিনে ইয়ামালের বিপক্ষে মেসির মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তটা দেখা গেল না। ফুটবলের এক ঐতিহাসিক দৃশ্য মিস হয়ে গেল।

● এবারও সেই মেসিতেই ভরসা

মেসি আদৌ বিশ্বকাপে খেলবেন কি না, সেটা নিজেই ধোঁয়াশার মধ্যে রেখেছেন। অক্টোবরে বলেছিলেন, ‘‘ইন্টার মায়ামির সঙ্গে প্রি-সিজন শুরু হলে দেখব কেমন অনুভব করছি, শতভাগ প্রস্তুত আছি কি না দেখে তারপর সিদ্ধান্ত নেব। ম্যাচ ধরে, দিন ধরে এগোতে চাই।’’ মৌরিতানিয়া ম্যাচের আগেও স্কালোনি জানিয়েছেন, মেসি এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। তবে কোচ স্পষ্ট, ‘‘আমি সব করব যাতে সে থাকে। ফুটবলের স্বার্থেই তাকে থাকতে হবে। কিন্তু সিদ্ধান্তটা তার। সে স্থির করবে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।’’ স্কালোনি মেসিকে দলে চাইছেন-কারণ তিনি এখনো ম্যাচ জেতাতে পারেন। এমএলএসের শুরুতেই ৪ ম্যাচে ৪ গোল। তবে ২০২২-এর সেই সর্বত্র বিরাজমান মেসি আর নেই। ৪৮ দলের এই বিশ্বকাপে শেষ পর্যন্ত গেলে হয়তো ৮টা ম্যাচ খেলতে হবে। প্রতি পাঁচ-ছয় দিনে পুরো ৯০ মিনিট-সাঁইত্রিশ বছরের শরীর কতটুকু নেবে? স্কালোনির দ্বিধা স্পষ্ট, ‘‘শুধু আর্জেন্টাইনরা নয়, সবাই তাকে দেখতে চায়। কিন্তু আমাদের দ্বিধা তো আছেই-সে পুরো ম্যাচ খেলতে পারবে কি না।’’

● মেসি না খেললে কী হবে

চোটের কারণে মেসি কলম্বিয়া ও ইকুয়েডরের বিপক্ষে বাছাইপর্বের দুটি ম্যাচে ছিলেন না-দুটোই হেরেছে আর্জেন্টিনা। আনহেল দি মারিয়া কোপা আমেরিকার পরে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরে গেছেন। বাঁয়ে তাঁর শূন্যস্থান পূরণে আতলেতিকো মাদ্রিদের নিকো গঞ্জালেস চেষ্টা করছেন, কিন্তু দি মারিয়ার শেষ মুহূর্তের জাদু তাঁর নেই। মাঝমাঠেও সমস্যা। রদ্রিগো দি পল এখন ইন্টার মায়ামিতে মেসির সতীর্থ, কিন্তু ৩১ বছরে এসে আগের সেই গতি নেই। ফার্নান্দেজ ও ম্যাক অ্যালিস্টার দুজনেই এই মরসুমে যার যার ক্লাবের হয়ে খুবই অধারাবাহিক। তবে কিছু আশার আলোও আছে। হুলিয়ান আলভারেজ আতলেতিকো মাদ্রিদের হয়ে যেন সঠিক সময়ে ফর্মে এসেছেন। লাওতারো মার্তিনেজ ইন্টার মিলানে দুর্দান্ত মরসুম কাটাচ্ছেন। রিয়াল মাদ্রিদের তরুণ ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়ানো চমক হতে পারেন। আর আছেন কোমোর মিডফিল্ডার নিকো পাজ। ডান দিক থেকে কাটিয়ে আসা, সেট পিস-কিছুটা মেসির ছায়া যেন। তবে মাত্র সাত আন্তর্জাতিক ম্যাচের অভিজ্ঞতা নিয়ে ২১ বছরের এই তরুণ বিশ্বকাপের চাপ নিতে পারবেন কি না, সেটাও প্রশ্ন।

● রক্ষণে বার্ধক্য

কাতার বিশ্বকাপের সেই দুর্ভেদ্য রক্ষণ দেয়াল এবার অনেকটাই ভঙ্গুর, জীর্ণ। ৩৮ বছর বয়সী ওতামেন্দির অবিবেচকের মতো চ্যালেঞ্জ করা ও পজিশন ছাড়ার প্রবণতা বাড়ছে। ক্রিস্টিয়ান রোমেরো টটেনহামের এই বিপর্যয়কর মরসুমে ক্রমাগত বিপদ ডেকে এনেছেন, তাঁর ক্লাব এখন রেলিগেশনের শঙ্কায়। লিসান্দ্রো মার্তিনেজ ও গনসালো মন্তিয়েল ইনজুরিতে কাটাচ্ছেন মরসুম। ডান দিকে নাহুয়েল মলিনা ভরসার জায়গা। কিন্তু বাঁয়ে তালিয়াফিগো ও মার্কোস আকুনিয়া-দুজনেই সেরা সময়ের অনেক পেছনে। এমনকি গোলরক্ষক মার্তিনেজও অ্যাস্টন ভিলায় সহজ ভুল করছেন বেশি বেশি।

● তারপরও...

তবু দলটার নাম আর্জেন্টিনা। উত্তর আমেরিকার গরমে তারা মানিয়ে নেবে ভালোই। কিন্তু সেই ভয় ধরানো উপস্থিতি থাকবে না হয়তো। স্পেন ও ফ্রান্স নিশ্চিতভাবেই আর্জেন্টিনার চেয়ে অনেক এগিয়ে। প্রতিটি পজিশনে তাদের গভীরতা আর্জেন্টিনার চেয়ে ঢের বেশি। আর্জেন্টিনার দরকার ছিল ছন্দ ফিরিয়ে আনার সময়। সেটা নেই এখন। এখন এই নড়বড়ে তরি নিয়ে আটলান্টিক পাড়ি দেওয়া মানে অলৌকিক কিছুর আশায় থাকা।

ভিএআর বিরোধিতা ৭৫ শতাংশ সমর্থকের প্রযুক্তির হস্তক্ষেপে না বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফুটবলে প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়, তবে এবার সেই বিতর্ক আরও তীব্র আকার নিল। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় ৭৫ শতাংশ সমর্থক ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি-এর বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে, ভিএআর ম্যাচের স্বাভাবিক গতি ও আবেগকে নষ্ট করছে। সম্প্রতি ফুটবল সাপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সর্বশেষ সমীক্ষামতে ৭৫ শতাংশ সমর্থক ভিএআর-এর বিরোধিতা

করেছে। প্রিমিয়ার লিগের সমস্ত ক্লাব মিলিয়ে প্রায় ৮ হাজার সমর্থক এই সমীক্ষায় অংশ নেন। অনেক সমর্থকই মনে করছেন, মাঠের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রেফারির ভূমিকা কমে যাচ্ছে। ভিএআর-এর জন্য বারবার খেলা থেমে যাওয়ায় ম্যাচের ছন্দ ভেঙে যায়। বিশেষ করে গোল বাতিল বা পেনাল্টি দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দীর্ঘ সময় ধরে সিদ্ধান্ত ঝুলে থাকায় উত্তেজনা কমে যায়। অন্যদিকে, কিছু সমর্থক প্রযুক্তির পক্ষে থাকলেও সংখ্যায় তারা অনেক কম। তাঁদের মতে, ভিএআর থাকায় ভুল সিদ্ধান্ত কমেছে এবং ম্যাচ আরও ন্যায্য হয়েছে। তবে বিরোধীরা বলছেন, প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও বিতর্ক থামেনি, বরং নতুন ধরনের বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

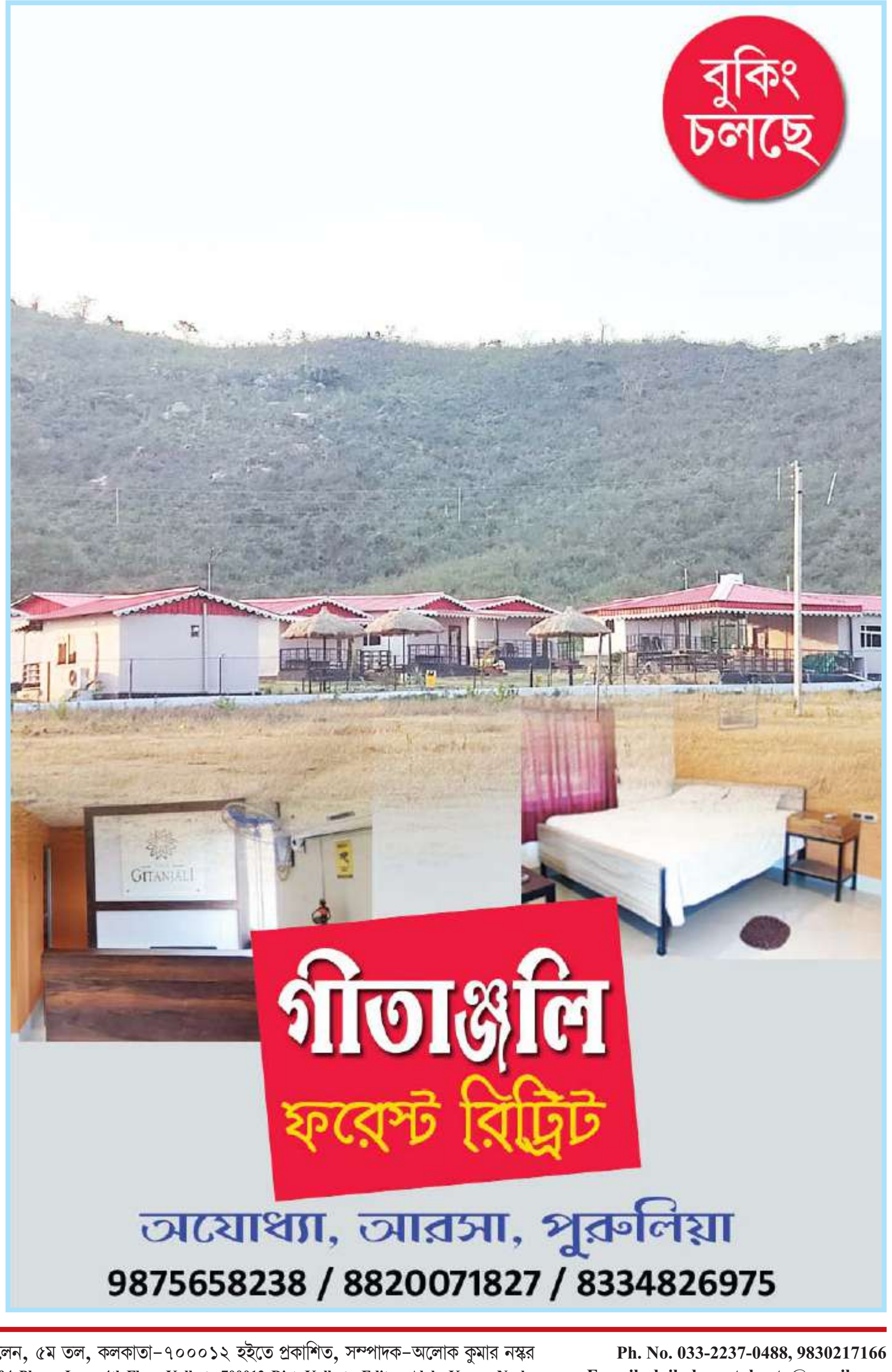

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com